৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 7, 9 December - 15 December, 2023

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, ২২ অগ্রহায়ণ – ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ ঃ ৯ ডিসেম্বর – ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৩

৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী

৭ এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ফের রাগিংএর অভিযোগ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

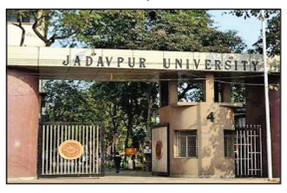

প্রথম বর্ষের এক ছাত্রের অভিযোগের ভিত্তিতে ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি গড়ল বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যান্টির‍্যাগিং স্কোয়াড।

রবিবার : ইডি তদন্তকারীদের মতে কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বিনা

মূল্যের রেশন সামগ্রী চুরি হয়েছে খোদ ডিস্ট্রিবিউটরের গুদাম থেকেই। এর আর্থিক পরিমান প্রায় ৫০ কোটি টাকা। গত ১২ বছরে বহুবার অভিযোগ দায়ের হলেও মুখ ঘুরিয়ে থেকেছে খাদ্য দপ্তর।

সোমবার : চার রাজ্যের মধ্যে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে

নির্বাচনে অপ্রত্যাশিত ফল করল বিজেপি। একমাত্র তেলেঙ্গানায় জিতেছে কংগ্রেস। বিজেপির এই জয়কে মোদী ইমেজের জয় বলেই মানছে সকলে।

মঙ্গলবার : একশো দিনের কাজ ও আবাস যোজনার অভিযোগগুলি

খতিয়ে দেখতে ফের রাজ্যে আসছে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের তদন্তকারী দল। রাজ্যের বকেয়া আন্দোলনের মাঝে এই সফর তাৎপর্যপূর্ণ।

বুধবার : রাজ্যে স্কুল নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দিল্লি ও কলকাতায়

দুরকম অবস্থান নেওয়ায় বিচারপতির প্রশ্নের মুখে পড়ল এসএসসি। সাতদিনের মধ্যে নিজেদের অবস্থান জানাতে এসএসসিকে নির্দেশ বিচারপতির।

বৃহস্পতিবার : এক দিন আগে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছিলেন

সব মিলিয়ে রাজ্যের স্কুলে শূন্যপদের সংখ্যা ৭৮১। তীব্র বিতর্কের পর ২৪ ঘন্টার মধ্যে সেই সংখ্যা দাঁড়ালো ৪৫৮৮৫ টি।

শুক্রবার : সম্পত্তিকর আদায়ের ঘাটতিতে ভুগছে কলকাতা পুরসভা।

গতবারের চেয়ে সামান্য কিছু বাড়লেও তা সন্তোষজনক নয়। উল্টে বরো ১১, ১২ ও জোকার মত সংযোজিত এলাকায় কর আদায় কমে গিয়েছে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

সিদ্ধান্তহীনতায় দায়ি কে?

ওঙ্কার মিত্র

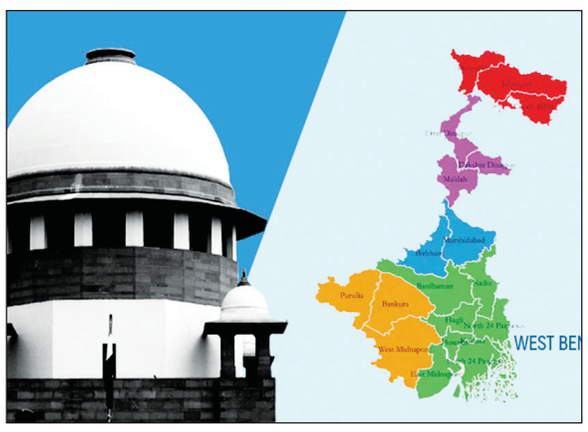

এর আগেও হয়েছে তবে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আদালতের ভিতরে এবং বাইরে ক্রমাগত বিপর্যস্ত হতে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে। জনমনে দৃঢ় হচ্ছে সরকারি আইন রক্ষকদের দিশাহীনতা। একটি নির্দিষ্ট দল তার দলীয় ভুল ভ্রান্তিতে ভুগলে সাধারণ জনগণের কিছু বলার নেই। কিন্তু একটা সরকার যখন বারংবার সিদ্ধান্ত হীনতায় ভোগে তখন জনগণের বিশ্বাসটাই কেমন নড়বড়ে হয়ে যায়।

কয়েকদিন আগে ধর্মতলায় বিরোধীদের মিটিং করা নিয়ে আদালতে যেভাবে সরকারকে পর্যুদস্ত হতে হয়েছে তাতে একটি প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। এরপর শিক্ষা দুর্নীতি সহ বিভিন্ন মামলায় সরকারকে আদালতের তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হচ্ছে। অতি সম্প্রতি আদালতের বাইরে তিনটি ঘটনা জনমনে সরকারের কাজ কর্ম নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

প্রথমত টেট পরীক্ষার সূচি কোন কারণ ছাড়াই বদলে দেওয়ায় নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। ১০ ডিসেম্বরের পরিবর্তে এমন দিনে সেই পরীক্ষাকে ফেলা হলো যে দিন কলকাতা সহ সারা রাজ্যের মানুষ ভিড় জমাবেন ব্রিগেডে গীতা অনুষ্ঠানে। শোনা যাচ্ছে সেদিন ওই অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী আসতে পারেন। যদি আসেন তাহলে পরীক্ষা, ভিআইপি ও জনসমাগম সামলাতে সরকারকে ব্যাপক চাপের মুখে পড়তে হবে। তৃতীয়ত শিক্ষামন্ত্রী স্বয়ং ২৪ ঘন্টার ব্যবধানে স্কুলের শূন্যপদ সংখ্যা বদলে দিচ্ছেন। যেদিন বলছেন পদ সংখ্যা ৭৮১ পরের দিনই বলছেন ৪৫,৮৮৫টি। সন্দেহ নেই স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রীর এই বক্তব্য মানুষের মনে চরম বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। আবার দু'দিন আগে আন্দোলন রত কৃষকদের উদ্দেশ্যে পুলিশের এক ওসি যে ভাষায় তিরস্কার করলেন, হুমকি দিলেন, ভয় দেখালেন তা সত্যিই সরকারের মানসিকতাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। যে সরকার মা-মাটি-মানুষের কথা বলে তার এমন চেহারা সত্যিই অস্বস্তিকর।

এক এক সময় শাসকদলের দলীয় মুখপাত্ররাও এই অস্বস্তি এড়াতে পারছেন না। তারা সরাসরি প্রশ্ন করছেন সরকারকে বিড়ম্বনায় ফেলার এইসব সিদ্ধান্ত কারা নিচ্ছেন? প্রশ্নটা জনগণেরও। এর জন্য দায়ি কী শুধু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা নাকি আমলারাও সরকার সামলাতে অপারগ। সরকারের মুখ দুটি। একটি লেজিসলেটিভ ও অন্যটি এক্সিকিউটিভ। সরকারের বিড়ম্বনার জন্য শুধুমাত্র রাজনীতিকদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে আমলারা মুখ লুকোচ্ছেন চেয়ারের আড়ালে। মাঝখান দিয়ে ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের। দৈনন্দিন জীবনে নিজেদের নির্বাচিত সরকারের বিড়ম্বনাকে বইতে হচ্ছে তাদের। জনগণের কষ্টের টাকা জলের মতো খরচ হচ্ছে হাইকোর্ট সুপ্রিমকোর্টে। মাসখানেক আগে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং পাবলিক প্রসিকিউটার ইস্তফা দিয়ে রাজ্যের আইন রক্ষকদের করুন অবস্থার কথা এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কথা জানিয়েছিলেন। সরকারের তরফ থেকে এখনো তাদের বক্তব্যের পাল্টা কিছুই জানানো হয় নি। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে একটি রাজ্যের আইন বিভাগই যদি তাদের কনফিডেন্স হারিয়ে ফেলে তাহলে তা বুমেরাং হয়ে উঠতে পারে। এমন চলতে থাকলে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে তিনবারের নির্বাচিত সরকারের চেহারাটাই ক্রমশ ফ্যাকাশে হয়ে পড়বে। যা একটি রাজ্যের পক্ষে অত্যন্ত ভয়ংকর।

বামুনগাছির তৃণমূল নেতা খুনে গ্রেপ্তার আরও ১

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর: মঙ্গলবার জয়নগর থানার বামুনগাছির তৃণমূল নেতা সাইফুদ্দিন লস্করের খুনের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের রাঁচি থেকে ধৃত জাকির হোসেন ঢালিকে জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। উল্লেখ্য, গত ১৩ নভেম্বরের ভোরে বাড়ির কাছে মসজিদে নামাজ পড়তে যাবার পথে খুন হন তিনি। এর পর পুলিশ তদন্তে নেমে ৪জনকে গ্রেপ্তার করে। আর সেই তদন্তের সূত্র ধরে সোমবার ঝাড়খন্ড রাজ্যের রাঁচি থেকে জাকির হোসেন ঢালী নামে এক ব্যক্তিকে তৃণমূল নেতা খুনের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃতের বাড়ি জয়নগর থানার বামুনগাছি পঞ্চায়েতের দলুয়াখাকি ঢালি পাড়া এলাকায়। ধৃতকে মঙ্গলবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতকে ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করে জয়নগর থানার তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক। তবে এদিন বারুইপুর মহকুমা আদালতের বিচারক ৭দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। ধৃত জাকির হোসেন ঢালী এই ঘটনায় আগেই গ্রেপ্তার হওয়া কামালউদ্দিন ঢালির খুড়তুতো ভাই বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেল।

পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফল

গণতন্ত্রের প্রাপ্তি

শক্তি ধর

পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন হল। ফল বেরোল। ঝড় বইল। দেশের শাসক দলের পক্ষে। তিন রাজ্য মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে যে বিজেপি ২০১৮ সালে হেরে গিয়েছিল তারাই এবার জয়ী হলো বিপুল ভোটে। এর কারণ মন্থনে বিজেপির অন্দর ও বাহির দুজায়গাতেই প্রতিষ্ঠিত হলো প্রধানমন্ত্রী তথা বিজেপির বর্তমান অবিসংবাদিত নেতা নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তা। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবনাথ সিং চৌহান তাঁর 'লাডলি বহেনা' প্রকল্পকে সাফল্যের একটি বড় কারণ বলে উল্লেখ করলেও তা তেমন ধোপে টেঁকেনি দলের নেতাদের কাছে। সকলেই মোদী বন্দনায় মেতে উঠেছে।

কৃতজ্ঞতার জবাব দিতে কার্পণ্য করেন নি নরেন্দ্র মোদীও। দিল্লিতে নিজ দলের অফিসে এসে এক দীর্ঘ ভাষণে নেতা ও কর্মীদের একের পর এক বার্তা দিয়েছেন এবং অভিনন্দন জানিয়েছেন। আর এই দীর্ঘ ভাষণটি গণতন্ত্রের প্রাপ্তি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে বহুদিন। আশ্চর্যজনকভাবে নির্বাচনের আগের নরেন্দ্র মোদী পাল্টে গিয়েছেন নির্বাচনের পরে। নির্বাচনের প্রচারে তাঁর মুখে বার বার জাত-পাত, জয় শ্রীরাম, রামমন্দির প্রভৃতির চালু ইস্যু উঠে এলেও ফল প্রকাশের পরের বক্তৃতায় এসব উধাও হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘ প্রায় এক ঘন্টার বক্তৃতায় একবারও তাঁকে রামমন্দির, জয় শ্রীরাম, জাত-ধর্ম বলতে শোনা যায়নি। এরপর পাঁচের পাতায়

'বাংলার বাড়ি' বাজারে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে

বরুণ মণ্ডল

পূর্ব কলকাতার নোনাডাঙার রেলকলোনীতে যাঁদের 'বাংলার বাড়ি' দেওয়া হয়েছিল তারা বিক্রি করে চলে গিয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থাসহ রাজ্যের বাকি ছ'টি পৌরসংস্থা ও ১২১টি পৌরসভা এলাকার আর্থিকভাবে স্বচ্ছন্দ নয় এমন পৌরবাসীদের বাড়ি করে দেয় রাজ্য সরকার। আর সেই বাড়িই বহুমূল্যে বিক্রি করে দিচ্ছেন কেউ কেউ। যা নিয়ে কলকাতার মহানাগরিক তথা রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ২ ডিসেম্বর সাংবাদিক সম্মেলনে 'বাংলার বাড়ি' প্রাপকদের উদ্দেশ্যে জোরালো সতর্ক বার্তা জারি করলেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'বাংলার বাড়ি প্রকল্পে' বাড়ি তৈরি করতে টাকা দেয় রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পে অসচ্ছল পরিবারের কর্তার নামে বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হয়। সূত্রের খবর, এই প্রকল্পে প্রতিটি বাড়ি তৈরির জন্য মোট বরাদ্দ ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার দেয় দেড় লক্ষ টাকা, উপভোক্তা ২৫ হাজার টাকা আর বাকি ১ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা রাজ্য সরকার দেয়। উপভোক্তাকে বসবাসের জন্য দেওয়া হলেও এ বাড়ির প্রকৃত মালিক রাজ্য সরকার। লিজ ভিত্তিতে ১৫ বছরের জন্য উপভোক্তাকে থাকতে দেওয়া হয়। নিয়মানুসারে, উপভোক্তা মারা গেলে উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর ছেলে বা মেয়ে সেই বাড়িটি আবার লিজ হিসাবে সরকারের থেকে পাবেন। আর উপভোক্তার কোনও উত্তরাধিকার না থাকলে তিনি মারা যাওয়ার পর ওই বাড়ি রাজ্য সরকার ফেরত নিয়ে নেবে।

এরপর পাঁচের পাতায়

হাওড়া বাসস্ট্যান্ডে অটোরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি হাওড়া: হাওড়া বাসস্ট্যান্ড এলাকায় দিনের পর দিন চলছে অটোরাজ। নিয়মের তোয়াক্কা না করে যেখানে সেখানে অটো দাঁড়ানো শুধু নয়, বাসের সামনে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এসবই রোজকার ব্যাপার। সট রুটের যাত্রীরা যাতে বাসে না চেপে অটোয় করে যাতায়াত করে তার জন্য বাসের সামনে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অটো চালকরা। তাতেই স্ট্যান্ড থেকে সময় মত বাস ছাড়তে হিমসিম খেতে হয় চালকদের। মাঝে মধ্যে বাস চালক ও অটো চালকের মধ্যে বচসাও বেঁধে যায়। আবার এতো বেশী সংখ্যায় অটো নিয়মের তোয়াক্কা না করে চলাচল করার ফলে নিত্য যাত্রীদের থেকে আমজনতার দুর্ভোগের অন্ত নেই। প্রশাসনের পক্ষ থেকে অটো নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে ঠিকই কিন্তু তাতে লাভ হচ্ছে না বলেই আমজনতার দাবি।

এরপর পাঁচের পাতায়

উদাসীনতার শিকার মিড ডে মিল প্রকল্পে অনিয়ম বন্ধের দাবি

কল্যাণ রায়চৌধুরী

স্বাধীনতার ছিয়াত্তর বছরেও ভারতবর্ষের প্রায় আশি শতাংশ মানুষের জীবন অভিশপ্ত হয়ে আছে। বহু ছাত্রছাত্রী চরম দারিদ্র্যের কারণে রীতিমতো অপুষ্টির শিকার। খাদ্যের কারণে তাদের অনেকেই স্কুল জীবন শুরু করতে পারে না। অন্নের সংস্থানে বহু শিশুকে আজও শ্রমিক হতে হয়। এজন্যে স্কুল ছুটের সংখ্যা আমাদের দেশে বেড়েই চলেছে। এইসব দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে স্কুলমুখী করার জন্য এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে সার্বজনীন করার লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে মিড ডে মিল প্রকল্প চালু করা হয়।

তবে ভারতবর্ষের স্কুলে মিড ডে মিল প্রকল্পের সূচনা হয় স্বাধীনতার অনেক আগেই বলে মন্তব্য করেন অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার (এআইইউটিইউসি)-এর রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস। তিনি বলেন, '২০১৫ সালে সারা দেশে এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ১১ লক্ষ ৬৭ হাজার বিদ্যালয়ের প্রায় ১০ কোটি ৩৮ লক্ষ পাঠরত ছাত্রছাত্রী। আর এই সব ছাত্রছাত্রীদের খাবার রান্নার কাজে যুক্ত ছিল প্রায় ২৫ লক্ষ ৭৩ হাজার মিড ডে মিল কর্মী। বর্তমানে এই সংখ্যাটা প্রায় ২৮ লক্ষের কাছাকাছি। আমাদের রাজ্যে মিড ডে মিল কর্মীদের সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ৪৫ কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাদের বেতন আজও মাত্র ১৫০০ টাকা। এবং তাও দেওয়া হয় মাত্র ১০ মাস। এদের কোনও পিএফ, পেনশন বা অবসরকালীন ভাতাও দেওয়া হয় না। অথচ দেশেরই অন্যান্য রাজ্যে মিড ডে মিল কর্মীদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা অনেক বেশি।' সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক সুনন্দা পণ্ডা বলেন, 'আমাদের সমাজের দরিদ্র নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের প্রায় ৮৬ শতাংশ ছেলেমেয়ে মিড ডে মিল পিএম পোষণ যোজনার উপভোক্তা। এরপর পাঁচের পাতায়

২০২৪ সালের মধ্যে জেলার প্রতিটি ঘরে পানীয় জল পৌঁছে যাবে : সভাধিপতি

(দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি হয়েছেন নিলীমা মিস্ত্রী বিশাল। বাসন্তী ব্লকের বাসিন্দা। প্রতিদিন সকাল ৬টার সময় বাড়ি থেকে আসেন আলিপুরে। সারাদিন প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলে বাড়ি ফেরেন রাত ১১টায়। পরপর টানা তিনবার জেলা পরিষদের সদস্যা। তৃতীয়বারে জিতে সভাধিপতির দায়িত্বে। ২৯টি ব্লকের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ তাঁর দ্বারাই সম্পন্ন হবে। দলের প্রতি অনুগত এবং সকলকে সঙ্গে নিয়ে কি ভাবে জেলার উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন তা জানার জন্য সম্প্রতি আমাদের প্রতিনিধি কুনাল মালিক সভাধিপতির মুখোমুখি হয়েছিলেন।)

প্রতিবেদক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিশেষ করে সুন্দরবন এলাকায় নদী বাঁধ একটি মূল সমস্যা। আয়লা পরবর্তী সময়ে সেভাবে কেন নদী বাঁধের সংস্কার হল না?

সভাধিপতি : আয়লা পরবর্তী সময়ে নদী বাঁধের সংস্কারের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু আইনি সমস্যা ছিল। আমরা ইচ্ছা করলেই নদী বাঁধে মাটি ফেলতে পারতাম না। কিছুদিন আগে সেই আইনি জটিলতা কেটেছে। বিভিন্ন এলাকায় নদী বাঁধের কাজও দ্রুত হচ্ছে।

প্রতিবেদক : বিভিন্ন ব্লকে পানীয় জলের সমস্যার ব্যাপারে কি ভাবছেন?

সভাধিপতি : ডাঃ হারবার লোকসভা কেন্দ্র সহ সর্বত্র পাইপ বসানোর কাজ চলছে। জনস্বাস্থ্য দপ্তরকে দ্রুত কাজ করতে বলা হয়েছে। আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে জেলার প্রতিটি ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে যাবে। **(ছবি : অরুণ লোধ)**

এরপর পাঁচের পাতায়

মডেল স্টেশন মাঝের হাটে ২ ও ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে মহিলাদের শৌচালয় নেই

কুনাল মালিক

পূর্ব রেলের দক্ষিণ শাখার শিয়ালদহ-বজবজ ট্রেন লাইনের মধ্যে মাঝেরহাট একটি মডেল স্টেশন। গুরুত্বপূর্ণ এই জংশনে প্রচুর মানুষ যাতায়াত করেন। এই জংশনে তিনটি প্ল্যাটফর্ম আছে। তার মধ্যে ১ ও ২ নম্বর প্ল্যাটফর্ম উল্লেখযোগ্য। আপ ট্রেন ২ নম্বর এবং ডাউন ট্রেন ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ায়। কিন্তু এই দুটি প্ল্যাটফর্মে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য শৌচাগার বা ওয়াসরুম নেই। ২ ও ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মের পিছন দিকে প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে শুধু মাত্র পুরুষদের জন্য প্রস্রাবাগার আছে। সামনের দিকে পুরুষ প্রস্রাবাগারটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

দেশ বিদেশে পাড়ি দিতে প্রস্তুত জয়নগর খুড়ি বহড়ুর মোয়া

সুভাষ চন্দ্র দাশ

শীতের শুরুতেই লোভনীয় জয়নগরের মোয়ার চাহিদা বাড়ছে দেশ-বিদেশে। সৌদি আরব, ইংল্যান্ড, জাপান, ইউরোপ, আমেরিকা, বাংলাদেশ সহ দেশের দিল্লী, মুম্বাই, মহারাষ্ট্র, কলকাতা থেকে অর্ডার আসছে মোয়ার। তাই এখন মোয়া তৈরির ব্যস্ততা তুঙ্গে। এমনটাই জানালেন জয়নগরের বহড়ু'র শ্যামসুন্দর মিষ্টান্ন ভান্ডারের রঞ্জিত কুমার ঘোষ ও বাবলু ঘোষ। তাদের দাবি বিশ্বনন্দিত ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলীও এই মোয়ার স্বাদ পেয়ে আপ্লুত। মূলত শীতের শুরুতেই মোয়ার রসদ জোগান দেওয়ার প্রস্তুতি আগে থেকেই নিয়ে রেখেছেন এরা। এলাকার ২০০০ খেজুর গাছ সংগ্রহ করে রেখেছেন। যেখান থেকে বিখ্যাত সুগন্ধী এবং সুস্বাদু নলেনগুড় উৎপাদন হবে। এছাড়াও রয়েছে সুগন্ধী কণকচূড় ধানের খই সহ অন্যান্য উপকরণের সংমিশ্রণ।

ইতিহাস বলে, উনিশ শতকের শেষলগ্নে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বহড়ু গ্রামের যামিনী বুড়ো এক তাজ্জব ব্যাপার ঘটিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর নিজের খেতেই চাষ হতো সুগন্ধী কনকচূড় ধান। সেই ধানের খইয়ের সঙ্গে নলেন গুড় মিশিয়ে মোয়া তৈরি করে পরিবেশন করলেন একটি অনুষ্ঠানে। এমন সুস্বাদু তৈরি জিনিস কেউ আগে কোন দিনই খায়নি। চারিদিকে ধন্য ধন্য রব শুরু হলো। এভাবেই জন্ম হল মোয়া'র যা আজ পৃথিবীখ্যাত। তবে মোয়ার জন্ম জয়নগরে নয়,বহড়ুতেই। বহড়ু গ্রাম জয়নগর টাউন সংলগ্ন হওয়ায় প্রাধান্য পেয়েছে জয়নগরের নাম। নামখানা লাইনে জয়নগরের ঠিক আগের স্টেশন বহড়ু।

মোয়ার পূণ্য জন্মস্থান বহড়ু গ্রামের ইতিহাসও এক ঐতিহ্যবাহী। রায়মঙ্গল কাব্যে উল্লেখ মেলে 'বড়ুক্ষেত্রে'র। এই বড়ুক্ষেত্রই বহড়ু। উনিশ শতকের শুরুতে এই গ্রামের জমিদারি পায় নন্দকুমার বসু। তিনি ঠিক করেছিলেন বহড়ুতেই মথুরা-বৃন্দাবন স্থাপন করবেন। সেই ইচ্ছে অনুযায়ী, বহড়ুতেই তৈরি হয় শ্যামসুন্দরের মন্দির।জানা যায় সেই মন্দিরের গায়ে দেওয়ালচিত্র এঁকেছিলেন প্রখ্যাত শিল্পী গঙ্গারাম ভাস্কর। বহড়ুতেই ছোটোবেলা কেটেছে বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত কুমার ওরফে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এবং শক্তি চট্টোপাধায়ের।এছাড়াও রত্নগর্ভা হিসাবে বিখ্যাত এই গ্রামই জন্ম দিয়েছিল বাঙালির অতিপ্রিয় কণকচূড় খইয়ের মোয়া'র।যামিনীবুড়োর তৈরি সেই মোয়ায় অবশ্য খই আর নলেন গুড় ছাড়া উপকরণ বলতে আর কিছুই ছিলো না। সেই মোয়াকে পূর্ণ রুপ দিলেন জয়নগরের দুই বন্ধু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ ওরফে বুঁচকিবাবু আর নিত্যগোপাল সরকার। দুজনে মিলে ঠিক করলেন এই মোয়া তৈরি করে বিক্রি শুরু করবেন। এতদিন হাটুরে, চাষী,গৃহস্থের বাড়ির লোকজন ইচ্ছে হলেই খই আর গুড় দিয়ে মেখে খেয়ে ফেলতেন। এবারে শুরু হল সেই মোয়ারই বাণিজ্যিক উৎপাদন। মোয়াতে মিশল খাঁটি গাওয়া ঘি, ক্ষীর,কিসমিস,কাজুবাদাম,এলাচ সহ অন্যান্য উপকরণ। খই আর গুড়ের জুটিও আরো অন্তরঙ্গ হল। 'শ্রীকৃষ্ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার' এ শুরু হলো মোয়ার 'জয়নগর' তকমার আড়ালে পথচলা। সালটা ১৯২৯, কালক্রমে জয়নগরের মোয়া এমনই বিখ্যাত হয়ে উঠল যে তার নামের ভারে ধামাচাপা পড়ে গেল জন্মদাত্রী বহড়ুর নাম। এই ৯৪ বছরে জয়নগর-মজিলপুরেই গজিয়ে উঠেছে প্রায় ৩০০ মোয়ার দোকান।

এরপর পাঁচের পাতায়

উত্তরের আঙিনায়

খুলছে উত্তর সিকিম, পর্যটকদের মধ্যে খুশির হাওয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুক্রবার থেকে পর্যটকদের জন্য খুলে যাচ্ছে উত্তর সিকিম। এবার থেকে লাচেন লাচুঙে যেতে পারবেন পর্যটকরা। স্বাভাবিকভাবেই পর্যটকদের মধ্যে খুশির হাওয়া। তবে কিছু জায়গায় এখনো পর্যটকদের যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধ রয়েছে। বিকেল চারটের মধ্যে ফেরত আসতে হবে বলে জানানো হয়েছে পর্যটকদের। প্রসঙ্গত অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে লোনাক হ্রদ বিস্ফোরণে প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেমে এসেছিল উত্তর সিকিম জুড়ে। চলেছিল তান্ডব লীলা, রাস্তাঘাট বাড়িঘর সমস্ত কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রচুর সাধারণ মানুষ তাদের বাড়ি হারিয়ে ফেলেছিলেন। প্রাণহানিও ঘটেছিল। এরপর থেকেই উত্তর সিকিমে পর্যটকদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল পর্যটন ব্যবসা, তারপর থেকেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু হয় রাস্তাঘাট নির্মাণ সহ যাবতীয় নির্মাণ কাজ। উত্তর সিকিম খুলে যাওয়ার খবর শুনতেই পর্যটকদের মধ্যে খুশির হাওয়া। সামনে রয়েছে ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন। নতুন বছর এই সময় দার্জিলিং সিকিমে এ পর্যটকদের ঢল নামে।

উদয় শংকর নৃত্য উৎসবের শুভ সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চতে শুরু হল উদয় শংকর নৃত্য উৎসব। এদিন বিকালে উদয় শংকর নৃত্য উৎসবের শুভ সূচনা হলো। অন্য আলোর আয়োজনে ৭ম বর্ষে পদার্পণ করল এই উৎসব। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব সহ অন্যান্যরা।

শিলিগুড়ি পুর নিগমের কালচারাল কমিটির বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : নিজেদের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হল শিলিগুড়ি পুর নিগমের কালচারাল কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ আরো অন্যান্যরা। জানা গিয়েছে, আগামীতে শিলিগুড়ি পুর নিগমের উদ্যোগে মাইকেল মধুসূদন দত্তের দ্বিশতবার্ষিকী জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হবে। এছাড়া ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন সহ মহান ব্যক্তিদের জন্মজয়ন্তীও উদযাপন করা হবে। এই লক্ষ্য নিয়ে উক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আগামীতে মহান ব্যক্তিদের জন্মজয়ন্তী কিভাবে পালন করা হবে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়। মেয়র গৌতম দেব জানান সামনেই রয়েছে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ২০০ তম জন্ম দিবস।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের দ্বিশতবার্ষিকী জন্মজয়ন্তী ঘটা করে পালন করা হবে।

প্রয়াত রাজ্যের প্রাক্তনমন্ত্রী নারায়ণ বিশ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থতার কারণে চিকিৎসারত অবস্থায় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন রাজ্যের প্রাক্তনমন্ত্রী তথা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সিপিআইএমের সম্পাদক ও গঙ্গারামপুরের বাসিন্দা লড়াকু নেতা নারায়ণ বিশ্বাস। মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ছটা নাগাদ কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। দীর্ঘদিন ধরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সহ গঙ্গারামপুরের লড়াকু নেতা হিসেবেই পরিচিত ছিলেন নারায়ণ বিশ্বাস। তার মৃত্যুতে একটি যুগের অবসান হলো। তার মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গোটা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা। সাত সকালে তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী

সমর্থক ও পদস্থ নেতৃত্বরা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রাক্তন মন্ত্রী নারায়ণ বিশ্বাসের আত্মার শান্তি কামনা করেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁর অঙ্গ দান করা হবে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। পাশাপাশি এসএসকেএম হাসপাতালেও তার চক্ষু দান করা হয়েছে।

কাজের খবর

IDBI ব্যাঙ্কে ২,১০০ অফিসার নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আই.ডি.বি.আই) ব্যাঙ্ক লিমিটেড 'জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার', 'এক্সিকিউটিভ সেলস অ্যান্ড অপারেশন্স' পদে ২,১০০ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য।

জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার : মোট অন্তত ৬০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী ৫৫%) নম্বর পেয়ে যে কোন শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। পারিশ্রমিক বছরে ৬.১৪ লাখ থেকে ৬.৫০ লাখ টাকা। শূন্যপদ : ৮০০টি (জেনাঃ ৩২৪, তঃ জাঃ ১২০, তঃউঃজাঃ ৬০, ও. বি. সি ২১৬, ই. ডব্লু. এস. ৮০)। এর মধ্যে দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ৯, বধির প্রতিবন্ধী ৯, অস্থিসংক্রান্ত ৯, অন্যান্য ৯।

এক্সিকিউটিভ সেলস অ্যান্ড অপারেশন্স : যে কোনো শাখায় গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। পারিশ্রমিক প্রথম বছর মাসে ২৯,০০০ টাকা ও দ্বিতীয় বছর মাসে ৩১,০০০ টাকা। শূন্যপদ : ১,৩০০ টি (জেনা ৫৫৮, তঃ জাঃ ২০০, তঃউঃজাঃ ৮৬, ও বি সি ৩২৬, ই ডব্লু এস ১৩০)। এর মধ্যে দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী ১৩, বধির প্রতিবন্ধী ১৩, অস্থিসংক্রান্ত ১৩, অন্যান্য ১৩।

সব ক্ষেত্রেই বয়স হতে হবে ১-১১-২০২৩ এর হিসাবে তপশিলীরা ৫ বছর, ওবিসি রা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা ৫ (ওবিসি হলে ৮, তঃজাঃ হলে ১০) বছর বয়সে ছাড় পাবেন। শুরুতে ১ বছরের প্রবেশনে থাকতে হবে। প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে শিলিগুড়ি, কলকাতা, কল্যাণী, হুগলি, দুর্গাপুর, আসানসোল, পাটনায়। জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদের পরীক্ষা হবে ৩১ ডিসেম্বর ও এক্সিকিউটিভ সেলস অ্যান্ড অপারেশন পদে ৩০ ডিসেম্বর। ২০০ নম্বরের ২০০টি প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে (১) লাজিক্যাল রিজনিং, ডাটা অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ইন্টারপ্রিটেশন ৬০ নম্বরের ৬০টি প্রশ্ন, (২) ইংলিস ল্যাঙ্গোয়েজ ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (৩) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউট ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন (৪) জেনারেল/ইকনমি/ব্যাঙ্কিং অ্যাওয়ারনেস/ কম্পিউটার /আই টি ৬০ নম্বরের ৬০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। নেগেটিভ মার্কিং আছে। প্রতিটি প্রশ্নের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা হবে। সফল হলে ইন্টারভিউ। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে। এই ওয়েবসাইটে www.idbibank.in অনলাইনে দরখাস্ত করার সময় একটি বৈধ ই মেল আই ডি থাকতে হবে। প্রথম পাশপোর্ট মাপের ফটো, সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন। অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে ১,০০০ টাকা অনলাইনে জামা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

স্টিল প্লান্টে ১১০ টেকনিশিয়ান

নিজস্ব সংবাদদাতা : কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন সংস্থা স্টিল অথরিটি অফ ইণ্ডিয়ার রৌরকেল্লা স্টিল প্ল্যান্ট 'অপারেটর-কাম-টেকনিশিয়ান-ট্রেনি' ও 'অ্যাটেণ্ড্যান্ড কাম টেকনিশিয়ান (ট্রেনিং)' পদে ১১০ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা কো পদের জন্য যোগ্য : অপারেটর কাম টেকনিশিয়ান ট্রেনি (বয়লার অপারেশন) : পলিটেকনিক থেকে মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, কেমিক্যাল, পাওয়ার প্ল্যান্ট, প্রোডাকশন, ইন্সট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা। মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে ৪০%) নম্বর পেয়ে থাকলে আর বয়লার অ্যাটেন্ড্যান্ট কম্পিটেন্সির প্রথম শ্রেণির সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ৩০ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ২৬,৬০০-৩৮,৯২০ টাকা। শূন্যপদ : ২০টি (জেনাঃ ১০, তঃ জাঃ ৩, তঃ উঃ জাঃ ৪, ও. বি. সি ১, ই. ডব্লু. এস ২)।

অপারেটর কাম টেকনিশিয়ান (ইলেক্ট্রিক্যাল সুপারভাইজর) : পলিটেকনিক থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে ৪০%) নম্বর পেয়ে থাকলে আর ইলেক্ট্রিক্যাল সুপারভাইজার সার্টিফিকেট (মাইনিং) কম্পিটেন্সি কোর্স পাশ হলে যোগ্য। অন্তত ১ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ২৮ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ২২,৬০০-৩৮,৯২০ টাকা। শূন্যপদ : ২০টি (জেনাঃ ১০, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ৪, ও বি সি ১, ই ডব্লু এস ২)।

অপারেটর কাম টেকনিশিয়ান (ইলেক্ট্রিক্যাল সুপারভাইজার) : পলিটেকনিক থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ডিপ্লোমা কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী ও প্রতিবন্ধী হলে ৫০%) নম্বর পেয়ে থাকলে আর ইলেক্ট্রিক্যাল সুপারভাইজর সার্টিফিকেট (মাইনিং) কম্পিটেন্সি কোর্স পাশ হলে যোগ্য। অন্তত ১ বছর কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে বয়স হতে হবে ২৮ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ২৬,৬০০-৩৮,৯২০ টাকা। শূন্যপদ : ১০টি (জেনাঃ ৩, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ৩, ও বি সি ১, ইডব্লুএস ১)।

অ্যাটেন্ড্যান্ট কাম টেকনিশিয়ান (ট্রেনিং) : মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে ফিটার, ইলেক্ট্রিশিয়াল, ইলেক্ট্রনিক্স, মেশিনিস্ট, ডিজেল মেকনিক, সি ও পি এ/আই.টি.ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ২৮ বছরের মধ্যে। মূল মাইনে : ২৫,০৭০-৩৫,০৭০ টাকা। শূন্যপদ : ইলেক্ট্রিশিয়ানে ২৫টি (জেনাঃ ১০, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ৬, ও.বি.সি ৩, ই.ডব্লু.এস ২)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৩টি। ফিটারে ২৮টি (জেনাঃ ১১, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ৬, ও. বি. সি. ৪, ই. ডব্লু. এস ৩)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ৩ টি। ইলেক্ট্রনিক্স ১০টি (জেনাঃ ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ২টি। মেশিনিস্ট ১০টি (জেনাঃ ৪, তঃ জাঃ ২, তঃ উঃ জাঃ ২, ও. বি. সি ১, ই. ডব্লু. এস ১)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ২টি। ডিজেল মেকানিক ৪টি (জেনাঃ ২, তঃ উঃ জাঃ ১, ও. বি. সি ১)। সি.ও.পি.এ/আই.টি ৩টি (জেনাঃ ২, তঃ উঃ জাঃ ১)।

সব পদের বেলায় শুরুতে ২ বছরের ট্রেনিং। অপারেটর কাম টেকনিশিয়ান (ট্রেনি) পদের বেলায় স্টাইপেন্ড প্রথম বচর মাসে ১৬,১০০ টাকা ও দ্বিতীয় বছর মাসে ১৮,৩০০ টাকা আর অন্যান্য পদের বেলায় প্রথম বছর স্টাইপেন্ড মাসে ১২,৯০০ টাকা ও দ্বিতীয় বছর স্টাইপেন্ড মাসে ১৫,০০০ টাকা। সফল হলে ১ বছরের প্রবেশন।

অপারেটর কাম টেকনিশিয়ান ট্রেনি, অ্যাটেন্ড্যান্ট কাম টেকনিশিয়ান ট্রেনি, পদের বেলায় শরীরের মাপজোফ হতে হবে ছেলেদের বেলায়- লম্বায় অন্তত ১৫৫ সেমি আর ওজন অন্তত ৪৫ কেজি। মেয়েদের বেলায় শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায়, অন্তত ১৪৩ সেমি ও ওজন অন্তত ৩৫ কেজি। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে দূরের বেলায় উভয় চোখে চশমা ছাড়া ৬/৯। আর কাছের বেলায় J-1.

সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১৬.১২.২০২৩'এর হিসাবে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.'রা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং 08/2023, Dated 15-11-2023.

প্রার্থী বাছাই হবে সি.বি.টি টেস্ট, ইন্টারভিউ, স্কিল টেস্ট বা ট্রেড টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে কলকাতা, রাঁচী, পাটনা, ভুবনেশ্বর।

দরখাস্ত করবে অনলাইনে, ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : www.sail.co.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই. ডি থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও সিগনেচার ৪০০ কেবি'র মধ্যে জে.পি.জি. বা জে.পি.ই.জি ফর্মাটে স্ক্যান করে নিয়ে যাবেন।

প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে Apply Online-ক্লিক করে যাবতীয় তথ্য দেবেন। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ অপারেটর কাম টেকনিশিয়ান (বয়লার অপারেটর) ও অপারেটর কাম টেকনিশিয়ান ট্রেনি পদের বেলায় ৫০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী হলে ১৫০) আর অ্যাটেন্ড্যান্ড কাম টেকনিশিয়ান (ট্রেনি) পদের বেলায় ৩০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী হলে ১০০) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা অনলাইনে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ

৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র-পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই-মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

শরীর নিয়ে নানা কথা

ব্লাড প্রেসারের নিয়ন্ত্রণ জরুরি

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

হাইপারটেনশনকে আগে বয়স্কদের রোগ বলা হলেও বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে কুড়ির কোটাতেও হাইপারটেনশনের রুগীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ব্লাড প্রেসারের নিয়ন্ত্রণ আমাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভারসাম্য রাখার ব্যাপারে অত্যন্ত জরুরি। ব্লাড প্রেসারের দুটি মাত্রা, একটি উপরের দিকে সিস্টোলিক ব্লাড প্রেসার আর আরেকটি নিচের দিকে ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসার। সাধারণত সুস্থ প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে নরমাল ব্লাড প্রেসার বলতে আমরা ১২০/৮০ মিমি Hg এই মাত্রাকে ধরে নিয়ে থাকি। হার্টের সংকোচন এবং প্রসারণের জন্য যথাক্রমে সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিক ব্লাড প্রেসার নির্ধারিত হয়ে থাকে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের রক্তনালী গুলি ক্রমাগত সরু এবং শক্ত হতে থাকে, প্রধানত কোলেস্ট্রোরেল রক্তনালিতে জমা হবার জন্য। ফলস্বরূপ রক্তনালি গুলির সংকোচন এবং প্রসারণ করার ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে এবং আমাদের সিস্টোলিক এবং ডায়াস্টোলিক প্রেসার বৃদ্ধি হয়। অন্যদিকে, হার্টকেও অতিরিক্ত জোর দিয়ে এই বাধা অতিক্রম করে রক্ত সঞ্চালন সঠিক রাখতে হয়। এই অতিরিক্ত চাপের জন্য

হার্টও ক্রমশ তার কর্মক্ষমতা হারাতে থাকে এবং বিভিন্ন রকমের হার্ট ডিজিজ দেখা দেয়। রক্তনালী গুলিতে কোলেস্টেরল প্লাক তৈরি হয়। ব্লাড প্রেসার বৃদ্ধির ফলে এই প্লাকগুলি যেকোনো সময় রক্তনালী থেকে ছিটকে হার্ট এবং ব্রেনের রক্তনালীতে গিয়ে আটকে হার্ট অ্যাটাক এবং ব্রেনস্ট্রোকের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। এছাড়াও দীর্ঘকালীন অনিয়ন্ত্রিত ব্লাড প্রেসারের ফলে কিডনি চোখ ইত্যাদি অঙ্গগুলির মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। সাধারণত প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে ব্লাড প্রেসারের মাত্রা ১২০/৮০ মিমি hg বলা হলেও প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই রক্তচাপ একই মাত্রার হয় না। চিকিৎসা শুরু করার জন্য ব্লাড প্রেসারের মাত্রা ঠিক কতটা হবে তা নিয়ে দ্বন্দ্ব থাকলেও ডব্লিউ এইচ ওর নির্দেশ অনুযায়ী ব্লাড প্রেসার ১৪০/৯০ মিমি hg র মাত্রা ছাড়ালেই চিকিৎসা শুরু করতে হবে। ব্লাড প্রেসার বেড়ে যাবার অন্যতম উপসর্গ গুলির মধ্যে মাথা ব্যথা করা, চোখের পিছনে ব্যথা বা দপদপ করা ইত্যাদি অন্যতম। এইসব উপসর্গগুলি দেখা দিলে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুন এবং নিয়মিত ওষুধ খান। মনে রাখা দরকার ব্লাড প্রেসারের ওষুধ দীর্ঘদিন খেয়ে যেতে হয় এবং সম্ভবত তা জীবনভর স্থায়ী হয়। চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ খেয়ে ব্লাড প্রেসার নরমাল হয়ে গেলে অনেকেই ওষুধ খাওয়া ছেড়ে দেন। এর ফল মারাত্মক হতে পারে। নিয়মিত ওষুধ খাওয়ার সাথে সাথে জীবনশৈলীর পরিবর্তন, শাকসবজি সহ পরিমিত আহার, অতিরিক্ত নুন না খাওয়া এবং অবশ্যই ধূমপান পরিত্যাগ করা। এছাড়াও চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত রক্ত পরীক্ষা, ইসিজি, চোখ পরীক্ষা করা প্রয়োজন। মনে রাখা দরকার হাইপারটেনশনের ওষুধ খেয়ে যদি প্রেসার নিয়ন্ত্রিত থাকে তবে একদম সাধারণ জীবন যাপন করা সম্ভব। প্রেসার আছে বলে অযথা চিন্তার প্রয়োজন নেই।

ব্লাড প্রেসার বৃদ্ধির ফলে এই প্লাকগুলি যেকোনো সময় রক্তনালী থেকে ছিটকে হার্ট এবং ব্রেনের রক্তনালীতে গিয়ে আটকে হার্ট অ্যাটাক এবং ব্রেনস্ট্রোকের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। এছাড়াও দীর্ঘকালীন অনিয়ন্ত্রিত ব্লাড প্রেসারের ফলে কিডনি চোখ ইত্যাদি অঙ্গগুলির মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৯ ডিসেম্বর – ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৩

মেষ রাশি : ব্যবসায় আশানুরূপ ফল লাগে বিলম্ব। নিকট জনের বিয়ের কথাবার্তা হওয়ার সম্ভাবনা। ভাইবোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে আশাতীত ফল লাগে বিলম্ব। আর্থিক ক্ষতি বা তছরূপের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে প্রত্যুপন্নমতিত্বের সঙ্গে কার্যসিদ্ধি।

প্রতিকার : দুর্গা নাম জপ করুন।

বৃষ রাশি : উপার্জন বৃদ্ধি পেলেও ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা। সৃজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। ব্যবসায় আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। কর্মস্থলে উন্নতির সুযোগ রয়েছে। সন্তান থেকে শুভ সংবাদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। মামলার নিষ্পত্তিতে বিলম্ব। অযাচিত কোনো মানহানি মামলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

প্রতিকার : মঙ্গলবার রাহুর পুজো করুন।

মিথুন রাশি : ব্যবসায় শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা অকারণ কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। কর্মক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। উপার্জন হলেও সাংসারিক অনটন থাকবে। সন্তানের আচরণে মানসিক অশান্তি। বন্ধুর থেকে প্রতারিত হতে পারেন। ফাটকা অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা। সম্পত্তি নিয়ে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

প্রতিকার : ৪১ বার ওঁ নম নারায়ণের জপ করুন।

কর্কট রাশি : লেখনী দ্বারা সৃষ্টিশীল কর্মে প্রতিভার বিকাও ও মানসম্মান লাভ। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। সম্পত্তি নিয়ে গুরুজনের সঙ্গে মতানৈক্য বৃদ্ধি। মামলার নিষ্পত্তিতে বিলম্ব। ভাইবোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী।

প্রতিকার : ১১ বার ও চন্দ্রায় নমঃ জপ করুন।

সিংহ রাশি : স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। সম্পত্তি নিয়ে গুরুজনের সঙ্গে মতানৈক্য বৃদ্ধি। সন্তানের আচরণে চিন্তার কারণ হয়ে উঠবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা। নানা ক্ষেত্র থেকে অর্থ পাওয়ার সম্ভাবনা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য ও খ্যাতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সূর্য মন্ত্র জপ করুন।

কন্যা রাশি : সাংসারিক অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি নিকটজনের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় নিয়ে গুরুজনের সঙ্গে মতানৈক্য। কর্মক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল লাভে বিলম্ব। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি সহকর্মীদের প্ররোচনায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : বুধবার দিন পুস্তক দান করুন।

তুলা রাশি : আরাম প্রিয়তা ও আলস্যের দরুন কাজকর্মে অন্যমনস্কতা বৃদ্ধি। অর্থ উপার্জনের সঙ্গে সঞ্চয় হওয়ার সম্ভাবনা। কোনো প্রতারকের পাল্লায় পড়তে পারেন। স্বজনের নিকট থেকে রূঢ় ব্যবহার পেতে পারেন। দাম্পত্য সুখের হানি হওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতি ও মানহানির সম্ভাবনা। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি।

প্রতিকার : ৩৩ বার ওঁ ভার্গবায় নম জপ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : জলীয় দ্রব্যের ব্যবসায় সাফল্যের সম্ভাবনা। সন্তানের সাফল্যে গর্বিত হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ ব্যক্তির বিরাগভাজন ও মতানৈক্য হওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। অন্য ক্ষেত্র থেকে উপার্জনের সুযোগ আসতে পারে। স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

প্রতিকার : গণেশ চাল্লিশা পাঠ করুন।

ধনু রাশি : ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শুভ ফল লাভে বিলম্ব। কর্মক্ষেত্রে বিড়ম্বনা বৃদ্ধি। গুরুজনদের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পতি নিয়ে আলোচনা এবং মতানৈক্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। অর্থে অপব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ২১ বার ওঁ কালিকায় নম জপ করুন।

মকর রাশি : ব্যবসায়িক সাফল্যের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে অহেতুক কারণে হয়রানির সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্যে বিলম্ব। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। সন্তান থেকে সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শনিবার বিকলাঙ্গদের অন্নদান করুন।

কুম্ভ রাশি : দাম্পত্য সুখের হানি। ব্যবসায় শুভ ফল লাভে বিলম্ব। শিল্পীসত্তার বিকাশ। নানা ক্ষেত্র থেকে আয়ের সম্ভাবনা। সঞ্চয়ের চেষ্টা ফলপ্রসূ হতে পারে। ভ্রমণ এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। মান-সম্মান হানির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে সমস্যা।

প্রতিকার : ২১ বার ও নমঃ শিবায় জপ করুন।

মীন রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। স্বজনের আচরণে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। আর্থিক সাহায্য পাবেন। ব্যবসায় সাফল্য বাধা হলেও তা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রের শিকার না হয়ে পদোন্নতি ও সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। গুরুজনদের সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে মতানৈক্য। বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাফল্য। স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্কতা।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার বৃহস্পতির মন্ত্র পাঠ করুন।

শব্দবার্তা ২৭৪

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। পায়ের অগ্রভাগ ৪। পৃথিবী ৫। অশ্রু, চোখের জল ৬। আইন অনুসারে ৭। অনুবাদ ৯। চারদিকের অবস্থা ১১। জলপাত্র ১২। খাটে খাটায় — গাঁতি।

উপর–নীচ

১। মূলত, সর্বাগ্রে ২। অগ্নি ৩। স্বীকৃত বা প্রতিশ্রুত কর বা খাজনা ৪। গর্ব, জাঁক ৬। কথোপকথন ৭। অসি, তরবারি ৮। জমি ১০। ভদ্র বা সম্ভ্রান্ত নারী।

সমাধান : ২৭৩

পাশাপাশি : ১। অনুবাদ ৪। সক্রিয় ৫। স্বরকালাজ ৭। জবাই ৯। বঁকল ১০। দানাওয়ালা ১১। কাল ১২। ঘরতোলা।

উপর–নীচ : ১। অলি ২। নামকরা ৩। মতন ৪। গানবাজনা ৬। লালকমল ৮। ছায়াধর ১০। দাপট ১১। কালা।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে

৯৮৭৪০১৭৭১৬

শিশু উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : কুলপি থানার রাজারামপুর এলাকায় ভোরবেলা রাস্তা থেকে উদ্ধার হয় এক সদ্যজাত শিশু। স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর রাজারামপুর এলাকার গৃহবধূ মায়া মন্ডল গত শনিবার প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে ফাঁকা রাস্তায় শিশুর কান্নার আওয়াজ পান তিনি। আওয়াজ শুনতে পেয়ে ধানক্ষেতের মধ্যে গিয়ে দেখেন একটি সদ্যোজাত শিশু পড়ে রয়েছে। শিশুটিকে উদ্ধার করে তিনি বাড়ি নিয়ে যান। ঘটনার খবর চাউর হলে গ্রামের মানুষজন শিশুটিকে দেখতে ভিড় জমান। পরে কুলপি থানার পুলিশ খবর পেয়ে শিশুটিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। বর্তমানে

এলাকার আশা কর্মীদের কাছে ঠাঁই হয়েছে ওই সদ্যজাতর। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সদ্যোজাত শিশু উদ্ধারের ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। পাশাপাশি শিশুটি যাতে সুস্থ স্বাভাবিক থাকে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

শ্বশুর–দেওরের হাতে অত্যাচারিত বধূ, থানায় অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিত্যদিন শ্বশুর ও দেওরের হাতে অত্যাচারিত হতে হতে অবশেষে বিচার চেয়ে পুলিশ কাছে শ্বশুর ও দেওরের নামে অভিযোগ দায়ের করলেন গৃহবধূ চন্দনা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে বাসন্তী থানার অন্তর্গত দক্ষিণ মোকামবেড়িয়া গ্রামের চন্দনার সাথে একই গ্রামের মৃত্যুঞ্জয় ঘরামীর সাথে বিয়ে হয় প্রায় একযুগ আগে। মৃত্যুঞ্জয় পেশায় গাড়িচালক, পেশার টানে অধিকাংশ সময়ে বাড়ির বাইরে থাকতে হয়। অভিযোগ সেই সুযোগে নানান অছিলায় গৃহবধূর উপর অত্যাচার শুরু করে শ্বশুর ও দেওর। মারধর থেকে শুরু করে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ চলে প্রতিদিনই। অসহ্য হয়ে চন্দনা গত রবিবার দুপুরে বাসন্তী থানায় শ্বশুর কার্তিক ঘরামী ও দেওর মন্টু ঘরামীর নামে অভিযোগ দায়ের করেন। গৃহবধু চন্দনা ঘরামীর দাবী, স্বামী বাড়িতে না থাকায় প্রতিনিয়ত মারধর, অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ এমনকি খুন করে দেওয়ার হুমকি দেয় শ্বশুড় ও দেওর। ওদের কঠোর শাস্তি চাই।

পুজো দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু বৃদ্ধের

জয়দীপ মৈত্র : উত্তরবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম বোল্লা রক্ষাকালি মায়ের পুজো চলছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বোল্লা এলাকাতে। আর সেখান থেকে মায়ের পূজো দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে মালদা বালুরঘাট ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো বছর ৫৫ এক বৃদ্ধের। জানা গিয়েছে, মৃত ঐ বৃদ্ধের নাম রবিন মন্ডল(৫৫), বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত রাঘবপুরে। রবিবার রাতে তিনি বোল্লা মায়ের কাছে পুজো দিতে যান। পরদিন তিনি সাত সকালে বাড়ি ফেরার পথে গচিয়ার এলাকাতে বাস থেকে নেমে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার সময় পেছন থেকে একটি ছোট গাড়ি এসে তাকে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলে তিনি গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা ঐ বৃদ্ধকে উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপর গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে বৃদ্ধের মৃতদেহ উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর থানায় নিয়ে এসে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য দেহ পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। শোকের ছায়া নেমে এসেছে মৃতের পরিবারে।

জলে সরস্বতীর চরণচিহ্ন দেখতে জনসমাগম নানুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাসপূর্ণিমা রাতে নানুর থানার বেলুটি গ্রামের সরস্বতী মন্দিরে পাশে পুকুরের জলে সরস্বতী দেবীর চরণ চিহ্ন দেখা যায় । এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই আশেপাশে এলাকার লোকজন আসতে শুরু করেছে। ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে দেবীর কথা। মন্দিরের পুরোহিত মহাদেব পাণ্ডা বলেন, অবিশ্বাস করার মতো কিছু নেই। এটা মায়ের চরন চিহ্ন। দিদির বাড়িতে আসা সঙ্গীতা মণ্ডল বলেন, প্রথম বার দেখলাম। তবে এই গ্রামে এইরকম ঘটনা আগেও হয়েছে। কোন্তশান্তি গ্রামের রিমামণ্ডল বলেন, ভক্তির দিক দিয়ে দেখতে গেলে বিশ্বাসযোগ্য বটে। প্রবীর পাণ্ডা বলেন, রাসপূর্ণিমা দিন থেকে আছে এটা মায়ের পায়ের ছাপ। শিলামূর্তি সরস্বতী ৩৬৫ দিন এখানে পূজিত হন। বেলুটি স্কুলের সহশিক্ষক ঋদ্ধিচরন সেন বলেন, বিশ্বাস অবিশ্বাস কোনোটাই বলছি না। বিজ্ঞান সংগঠনের লোকজন এলে পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ সিদ্ধান্ত করবে তারপর জানা যাবে। নানুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য বলেন, পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে বলা যাবে না। তবে এটা ঠাকুরের স্থান।

পিটিয়ে খুন কুকুরছানা আটক এক মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১ ডিসেম্বর সকালে একটি মুরগীছানাকে খেয়ে নিয়েছিল একটি কুকুর। রাগে মা কুকুর ও ওর ছানার উপর আক্রমণ মালিকের। মারের চোটে একটি কুকুরছানার মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত মা কুকুর এবং আরও একটি ছানা। ঘটনার প্রতিবাদে ওই মহিলার বাড়ির সামনে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখায়। খবর পাওয়া মাত্র সিউড়ি থানার পুলিশ গিয়ে ওই মহিলাকে আটক করে। সিউড়ি ১নং ব্লকের কড়িধ্যা গ্রামপঞ্চায়েতের কালীপুর গ্রামের ঘটনা। পশুপ্রেমী সংস্থা হ্যানডস অফ লাভ–এর সদস্য সুদীপ ঘোষ বলেন, আমাদের কাছে ফোন আছে একটা বাচ্চাকে পিটিয়ে মারা হয়েছে। মা কুকুরের কোমরে লেগেছে, একটা বাচ্চা অসুস্থ।

নুঙ্গী ফেরিঘাটে খুলল প্রতীক্ষালয় শৌচাগার, মিলল জলসাথীর দেখা

আলিপুর বার্তার খবরের জের

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত সংখ্যায় 'নুঙ্গী ফেরিঘাট–লঞ্চ নেই, শৌচালয় ও যাত্রী প্রতীক্ষালয় বন্ধ' শীর্ষক একটি খবর করেছিলাম। কয়েক দিন পর ওখানে গিয়ে দেখা গেল, ফেরিঘাটের টিকিট কাউন্টারটি খোলা হয়েছে। একজন নীল প্যান্ট–জামা পরে জলসাথী বসে আছেন। তিনি জানালেন, আসলে তিনি কয়েকদিন ছুটিতে ছিলেন, তাই সব বন্ধ ছিল। তিনি এও জানালেন, প্রতীক্ষালয়ে যদি বসতে চান বা শৌচালয় ব্যবহার করতে চান, সেটা করতে পারেন। অবশ্য লঞ্চ এখন ব্যবস্থা হয়নি। ভুটভুটিই চলছে সারেঙ্গা এবং হীরাপুরে। তবে বিধায়ক দুলাল দাস বলেছেন, পরিবহন দপ্তর শীঘ্রই লঞ্চের ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু প্রশ্ন হল সব কিছু পরিকাঠামো থাকতেও সব কিছু ঠিকঠাক ভাবে ব্যবহার হচ্ছে না কেন? কোনো কর্মচারী ছুটি নিতেই পারেন। কিন্তু তার পরিবর্তে অন্য কর্মচারীর উপস্থিত থাকা তো দরকার।

দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে বেহাল বাঁশের সাঁকো দিয়েই দুটি গ্রামের যাতায়াত

অরিজিৎ মন্ডল, নামখানা : সরু একটি বাঁশের সেতু আর তার ওপর দিয়েই নিত্যদিনই প্রাণ হাতে করে নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে কাকদ্বীপ বিধানসভার নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে বটতলা এলাকার মানুষের। এলাকার স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি দীর্ঘ ৩৫ বছর ধরে একটি বাঁশের সাঁকোর ওপর দিয়েই প্রাণ হাতে করে নিয়ে পারাপার করতে হয় ২০০ থেকে ২৫০ টি পরিবারকে। এই সাঁকো বটতলার ও দুর্গানগর গ্রামের একমাত্র যোগাযোগ। নিত্যদিনই এলাকার মানুষজনকে পড়তে হয় অসুবিধায়। স্কুল,

কলেজ পড়ুয়া, প্রসূতি মা কিংবা রোগীর পরিবারের লোকজনের এই বাঁশের সাঁকোর উপর দিয়েই নিত্যদিন যাতায়াত করতে হয়। কয়েকবার দুর্ঘটনা ঘটলেও হেলদোল নেই প্রশাসন থেকে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের। অভিযোগ, ভোট এলে প্রতিশ্রুতি মেলে কিন্তু কাজ আর হয় না। নারায়নপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান প্রধান প্রিয়াঙ্কা দাস উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে এই বেহাল সাঁকো মেরামতের আশ্বাস দেন। কাকদ্বীপ বিধানসভার কনভেনার অভিজিৎ দাস বলেন, শাসক দল যতই প্রতিশ্রুতি দিক না কেন কোনদিন এরা চুরি ছাড়া অন্য কোন কাজ করে না। এই বিষয় নিয়ে তারা বিডিওকে আগেও জানিয়েছেন আগেও কিন্তু এখনো পর্যন্ত কাজ হয়নি। এবার কাজ নাহলে এলাকাবাসীদের নিয়ে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন।

গঙ্গাসাগর মেলা ২০২৪ এর জোর কদমে চলছে প্রস্তুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই অনেকটাই সম্পূর্ণ করে ফেলেছে মেলা প্রশাসন। জোর কদমে চলছে প্রস্তুতির কাজ। গঙ্গাসাগর মেলাকে জাতীয় মেলা ঘোষণা করার নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রের দড়ি টানাটানির মধ্যেও ২০২৪ এর গঙ্গাসাগর মেলাকে অন্যতম রূপদান করতে চায় রাজ্য সরকার। একদিকে যেমন গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গণে চলছে হোগলা পাতার ঘরের কাজ ঠিক তেমনি গঙ্গাসাগর মেলাকে কেন্দ্র করে যে লাখ লাখ পুণ্যার্থীর ভিড় জমে তাদের পূণ্য স্নানের যে ঘাট তারও কাজ চলছে জোর কদমে। তবে বিগত কয়েক বছরে রাজ্য সরকারের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় গঙ্গাসাগর মেলা বিশ্বের দরবারে এক অন্যতম জায়গা করে নিলেও বারে বারে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে নদী বাঁধের ভাঙ্গন। এর আগে একবার

দুবার নয় তিন তিনবার ভেঙেছে গঙ্গাসাগরের কপিল মুনির মন্দির। বর্তমানে যে জায়গায় মন্দির রয়েছে সেখান থেকে বঙ্গোপসাগরের দূরত্ব ছিল প্রায় ১২০০ মিটার কিন্তু বারে বারে নদী বাঁধের ভাঙ্গন সেই দূরত্ব কমিয়ে বর্তমানে দাঁড় করিয়েছে ৫০০ মিটারে। এভাবেই যদি প্রত্যেক বছর একটু একটু করে নদী বাঁধ ভেঙে এগিয়ে আসতে থাকে তাহলে আগামী দিনে কপিলমুনির মন্দিরের অস্তিত্ব রক্ষা অনেকটাই কঠিন হয়ে পড়বে। আধিকারিকদের সাথে প্রশাসনিক বৈঠক ছাড়ার পরই জেলাশাসকের নির্দেশে লাখো লাখো পুণ্যার্থীদের থাকার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে ওয়াচ টাওয়ার, প্রশাসনিক আধিকারিকদের হোগলার ঘর ইতিমধ্যেই অনেকটাই সম্পূর্ণ। এক কোটি ৩৯ লাখ টাকা ব্যয়ে একদিকে যেমন নদী বাঁধের ভাঙ্গন রোধে অস্থায়ীভাবে নদীবাঁধ তৈরি করা হচ্ছে, ঠিক তেমনি ৪৩ লাখ টাকা ব্যয় তৈরি করা হচ্ছে অস্থায়ীভাবে স্নানের ঘাট। তবে পাকাপাকিভাবে নদী বাঁধ না করা গেলে আগামী দিনে কপিল মুনির মন্দিরের অস্তিত্ব রক্ষা কতটা ধরে রাখতে পারবে রাজ্য সরকার, তা নিয়েই রয়েছে সন্দেহ।

গোসাবার জটিরামপুর খেয়াঘাট তৈরি সহ বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গোসাবা ব্লকের জটিরামপুর খেয়াঘাটের অবস্থা জরাজীর্ণ। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করেন এলাকার সাধারণ মানুষ থেকে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং রোগী ও তাঁদের পরিজনেরা। অভিযোগ, প্রশাসন উদাসীন। তাই এবার নতুন জেটিঘাট নির্মাণ, গোসাবা থেকে জটিরামপুর পর্যন্ত জরাজীর্ণ রাস্তার সংস্কার ,এলাকায় মদ, গাঁজা, জুয়ার ঠেক বন্ধ করা এবং স্মার্ট মিটার বাতিল সহ ৭ দফা দাবি নিয়ে বৃহস্পতিবার আন্দোলন নামল এস ইউ সি আই(সি) এর যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও। এদিন দুপুরে গোসাবা থানা ও বিডিও অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। পরে এআইডিওয়াইও নেতা হরিপদ মন্ডল নেতৃত্বে গোসাবা থানা ও বিডিও অফিসে স্মারকলিপি প্রদান করেন দলের কর্মকর্তারা। ঘটনা প্রসঙ্গে গোসাবার তৃণমূল নেতা তথা জেলাপরিষদ সদস্য অনিমেশ মণ্ডল জানান, 'গোসাবার জটিরামপুর খেয়া ঘাটের জেটিঘাট দীর্ঘ প্রায় ১০ মাস যাবৎ বেহাল অবস্থায় রয়েছে।বিডিও সহ সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদকে জানিয়েছি। আশা করছি খুব শীঘ্রই জেটিঘাট সংস্কারের কাজ শুরু হবে।

সাইকেল চোর আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক সাইকেল চোরকে ধরে উত্তম মধ্যম দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন উত্তেজিত জনতা। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত ক্যানিং হাসপাতালের সংলগ্ন এলাকায়। ধৃতের নাম সাহারুল সেখ। স্থানীয় সুত্রে খবর, এদিন দুপুরে রোগীর এক আত্মীয় 'মাতৃমা' হাসপাতালের সামনে সাইকেল রেখে রোগীর কাছে গিয়েছিলেন দেখা করতে। সেই সুযোগে সাইকেল নিয়ে পালাচ্ছিল সাহারুল। তাকে ধরে ফেলে জনতা। শুরু হয় গণধোলাই। এরপর পুলিশের হাতে চোরকে তুলে দেয় উত্তেজিত জনতা। উল্লেখ্য, প্রতিনিয়ত ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল চত্বর থেকে রোগীর আত্মীয়দের সাইকেল, মোবাইল ফোন, টাকার ব্যাগ চুরি হয়ে যাচ্ছিল।এমন কি হাসপাতালের মধ্যে চিকিৎসকদের ফোনও কয়েকবার চুরি হয়। পুলিশি সক্রিয়তায় কয়েকদিন কম থাকার পর চুরি কমে গিয়েছিল হাসপাতাল চত্বরে। আবারও চোরেদের দল সক্রিয় হয়ে ওঠায় চিন্তারভাঁজ বেড়েছে হাসপাতালে আসা রোগী ও তাঁদের আত্মীয়দের।

নামখানায় খেয়া ঘাটে জমেছে পলি, চরম দুর্ভোগে নিত্যযাত্রীরা, প্রশাসন নির্বিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি : খেয়া পারাপারের ঘাটে জমেছে পলি। যার ফলে কাদা মাড়িয়ে পার হতে হচ্ছে নদী। চরম সমস্যায় নামখানা ব্লকের চন্দন পিড়ি ও হরিপুর এলাকার বাসিন্দারা। নদীতে পলি পড়ে যাওয়ার কারণে ঘাট সম্পূর্ণভাবে ঢেকে গিয়েছে পলিতে। এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যাওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত কাদা মাড়িয়ে এসে ধরতে হচ্ছে ফেরি নৌকা। রাত পোহালেই বাড়ে দুর্ভোগ। অভিযোগ, বারে বারে প্রশাসনকে জানিয়েও কোন কাজ হয়নি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা ব্লকের অন্তর্গত হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্দন পিড়ি ঘাটের

বেহাল পরিস্থিতিতে অসুস্থ রোগী, গর্ভবতী মা, স্কুল পড়ুয়া। তাদের দাবি অতি সত্বর কাজ হোক। যদিও এই বিষয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সহ–সভাপতি সীমন্ত কুমার মালি জানান, হরিপুরে এই সমস্যাটা রয়েছে। তবে খুব তাড়াতাড়ি ওইখানে জেটি ও বার্জ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে।

মোবাইল গেম নিয়ে রণক্ষেত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : মোবাইলে গেম খেলা নিয়ে রবিবার রাতে বাচ্চাদের অশান্তি ঘিরে রণক্ষেত্র হয়ে উঠে সিউড়ি পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডের সোনাতনপাড়া। জখম হয় ২ জন। জখম পাপ্পু খান বলেন, বাড়িতে ছিলাম ফোন পেয়ে এলাম। চরিত্রহীন মেয়ে বুলু আমাকে বটি নিয়ে মারে। মাথায় চারটে সেলাই হয়েছে। সাহিদা বিবি বলেন, আমি বাড়ীতে ছিলাম ফোন পেয়ে এলাম। আমার স্বামী,ছেলে আহত। এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলে আসে সিউড়ি থানার পুলিশ।

মালদার বাংলাদেশ সীমান্তে ৩২টি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩ ডিসেম্বর, বি.এস.এফ দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের অধীনে ৭০ বাহিনীর বর্ডার চৌকি সাসানির সতর্ক সৈনিকরা তাদের দায়িত্বের এলাকায় একটি চোরাচালানের চেষ্টা ব্যর্থ করে। ৩২টি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন আটক করে, চোরাকারবারীরা এই মোবাইল ফোনগুলি ভারত থেকে বাংলাদেশে পাচার করছিলো। বাজেয়াপ্ত ফোনের আনুমানিক মূল্য ২ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা।

প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে। জানা গিয়েছে চোরাকারবারীদের দ্বারা মোবাইল ফোনের অবৈধ পাচার সংক্রান্ত নির্দিষ্ট তথ্য পাওয়ার পর বি.এস.এফ–এর গোয়েন্দা শাখা ওপি ডিউটিতে থাকা সীমান্ত পোস্ট কর্মীদের সতর্ক করে। তারপরে, সীমান্ত চৌকি–সাসানী এলাকায় ওপি ডিউটিতে নিযুক্ত বি.এস.এফ সদস্যরা সন্দেহভাজন চোরাকারবারিদের সীমান্তের দিকে অগ্রসর হতে দেখেন। কর্তব্যরত জওয়ানরা

চোরাকারবারিদের চ্যালেঞ্জ করে এবং তাদের তাড়া করে, তাড়া খেয়ে চোরাকারবারীরা দুটি প্যাকেট ফেলে ঘন কুয়াশা, ঘন বসতি এবং আশেপাশের গ্রাম গুলির সুযোগ নিয়ে ভারতে ফিরে যেতে সক্ষম হয়। এর পরে জওয়ানরা সন্দেহজনক তল্লাশি চালিয়ে দুটি প্যাকেটে বাজেয়াপ্ত ৩২টি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন।

পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ফোনগুলি মালদহের গোলাপগঞ্জ পুলিশের (সাব পুলিশ স্টেশন কালিয়াচক) কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার ডিআইজি তথা পিআরওশ্রী এ কে আর্য বলেন যে বর্তমানে আবহাওয়ার পরিবর্তনের (কুয়াশা) কারণে সীমান্ত এলাকায় দূর দূরত্বে দৃশ্যমানতা নেই, এটি চোরাকারবারিরা একটি সুবিধা হিসেবে নিয়েছে। তিনি আরও বলেন, সীমান্ত এলাকা থেকে চোরাচালান শূন্যের নীতিতে দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের অধীনে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের কর্মীরা দৃঢ়তা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। যাতে সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান কম হয় এবং প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার করা যায়।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

রাজপুর বিদ্যানিধী বিদ্যালয়ের অচল অবস্থা শিক্ষকের লড়াই পরীক্ষা বন্ধ

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যময় রাজপুর বিদ্যানিধী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অর্ন্তদ্বন্ধের ফলে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বিদ্যালয়ের পরীক্ষাপর্ব এখনও শুরু হয়নি। এই বছর পরীক্ষা নেওয়া হবে কি না সে সম্পর্কে ছাত্র এবং অভিভাবকদের মনে গভীর সন্দেহ জেগেছে। সংবাদে প্রকাশ, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য গত ৬ মাস আগে অবসর গ্রহণ করেন।

প্রধান শিক্ষকের অবসর গ্রহণের পর সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীকানাই লাল ভট্টাচার্য্য অস্থায়ীভাবে প্রধান শিক্ষকের মধ্যে অর্ন্তদ্বন্ধ শুরু হয়েছে। একদল শিক্ষক কানাইবাবুকে সমর্থন করছেন কিন্তু অপরদল তাঁর ঘোরতর বিরোধী। বিরোধী দলের বক্তব্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রধান শিক্ষকের শূন্যপদ পূরণের জন্য আবেদন পত্র আহ্বান করা হোক এবং যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করা হোক।

আরও জানা গেল। বিদ্যালয়ের বর্তমান পরিচালক কমিটি এই অচল অবস্থা অবসানের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। কমিটির দুর্বলতার সুযোগে বিদ্যালয়ের আইনশৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে। সম্প্রতি অস্থায়ী এক সময়সূচি প্রকাশ করেছেন। অপর দিকে বিরোধী শিক্ষকদের তরফ থেকে আর একটি পৃথক পরীক্ষা সূচি প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষকদের এই টাগ–অব–ওয়ার এ পড়ে ছাত্রকূল দিশেহারা।

অভিভাবকগণও ছেলেদের ভবিষ্যত চিন্তায় বিশেষ চিন্তান্বিত মাধ্যমিক স্কুল বোর্ডের সম্পাদকের কি এ সম্পর্কে কোন দায়িত্ব নেই? রাজপুর বিদ্যালয়ের অচল অবস্থার অবিলম্বে অবসান ঘটানোর জন্য আমরা শিক্ষা বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

৮ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৭৩, ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮০, শনিবার

মেলার মাঠে সাপের কামড়, হাসপাতালে যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : মেলার মাঠে এক যুবককে বিষধর কেউটে সাপ কামড় দেওয়ায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। রবিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদি গোবিন্দ নগর এলাকায়। সাপটি মেরে তড়িঘড়ি ওই যুবক চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে হাজির হয়। বর্তমানে ওই যুবক ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সন্দেশখালি থানার লাউখালি গ্রামের যুবক মনতাজুল গাজী। বিভিন্ন মেলায় স্টেশনারী দোকান দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। ক্যানিংয়ের তালদির গোবিন্দনগর এলাকায় চলছিল মেলা। সেই মেলার মাঠে স্টেশনারী দোকানে পরসা সাজিয়ে বসেছিলেন ওই যুবক। রবিবার রাত ১ টা নাগাদ দোকান বন্ধ করে মালপত্তর পেটীর মধ্যে গুছিয়ে রাখছিলেন। পেটীর মধ্যে আশ্রয় নেওয়া বিশালাকৃতির একটি কেউটে সাপ ওই যুবকের ডান হাতে কামড় দেয়। মুহূর্তে সাপটি ধরে মেরে ফেলে ওই যুবক। দেরী না করে রাত প্রায় দুটো পনেরো মিনিট নাগাদ মরা সাপ নিয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে গেলে চিকিৎসকরা চিকিৎসা শুরু করেন। অন্যদিকে সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায়ের কানে এমন ঘটনার কথা পৌঁছায়। তিনি ডেঙ্গিতে আক্রান্ত থাকা স্বত্বেও ঠিক কীভাবে ওই রোগীর চিকিৎসা প্রয়োজন তা কর্তব্যরত চিকিৎসকদের সাথে জানিয়ে দেন। ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায় জানিয়েছেন, 'সাপটি মেরে দেওয়া একেবারেই উচিত হয়নি। কারণ সাপ আমাদের পরিবেশ বান্ধব। সাপ বাঁচিয়ে রাখা অত্যন্ত জরুরি। সাপ কামড় দিলেই হাসপাতালে আসলেই হবে। সাপ ধরে কিংবা মেরে আনার প্রয়োজন নেই। বর্তমানে ওই যুবক সুস্থ রয়েছে। তাকে সাপে কামড়ানো এভিএস ৩০টি এভিএস দেওয়া হয়েছে।'

শ্রীখণ্ডে বৃষ্টি স্নাত মেলায় পূণ্যার্থীর ঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল শ্রীখণ্ড গ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেলা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্শ্বস্থ অনুচর নরহরি সরকার ঠাকুরের বিরহ তিথিতে পূর্ব বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড গ্রামের বড়ডাঙায় প্রতি বছর চারদিন ব্যাপী উৎসবের আয়োজন করা হয়। যেটা পরম বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছে গৌর নরহরি মিলন মহোৎসব রূপে বহু বছর ধরে ঐতিহ্যের ধারা বহন করে চলেছে। নরহরি সরকার ঠাকুরের বংশধর নিমাইবিলাস ঠাকুর বলেন, এবারে ৪৬১ তম শ্রীশ্রী গৌর নরহরি মিলন মহোৎসবের আয়োজন। বৃহস্পতিবার সকালে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও চিরাচরিত রীতি মেনেই উৎসবের সূচনা হয়। উৎসব চলবে রবিবার পর্যন্ত। এদিন বৃষ্টি মাথায় নিয়েই দূর দূরান্ত থেকে অসংখ্য পূণ্যার্থী শ্রীখণ্ড বড়ডাঙাস্থিত

গৌর নরহরির বিলাস কুঞ্জে আয়োজিত উৎসব প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়েছেন। টানা প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করেই নাম সংকীর্তন, ভক্তিগীতি, ভক্তিগ্রন্থ পাঠ সহ প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জমজমাট হয়ে ওঠে এই ঐতিহ্যবাহী মিলন মহোৎসব।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ৭ সংখ্যা, ৯ ডিসেম্বর – ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৩

দিল্লির কুর্সি কার হবে

দিল্লি এবার কাদের হবে এনিয়ে চর্চা বেড়ে গেছে সম্প্রতি কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভার ফলাফলের কারণে। এক্সজিটপোলের ফলাফলের ভুল প্রমাণ করে রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ, ছত্তিশগড়ে গেরুয়া ঝড় প্রমাণ করল জনগণেশের মন বোঝা সহজ নয়।

ইন্ডিয়া জোটের জট এই কয়েক মাসে কতটা খুলবে তা কিছুদিন গেলেই বোঝা যাবে। তবে গণেশের শক্তিশালী বিরোধী পক্ষ কাম্য এমন আপ্তবাক্যের দিন সম্ভবত শেষ হয়ে এসেছে। কোয়ালিশন সরকারের নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা বেশি দিন স্থায়ী সরকার পাওয়া যায়নি। পশ্চিমবঙ্গের সরকার দীর্ঘস্থায়ী হলে দুর্নীতির শিকড় কত গভীরে যেতে পারে সে অভিজ্ঞতা ভারতবাসীর হয়েছে। মোদি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকার স্থায়ী শাসনের সুযোগ দিয়েছে। কয়েক বছর পর পর লোকসভা নির্বাচন মানুষের ওপর চারবারে দেশের উন্নয়ন আঘাত নামে এক বিদেশেও ভারত সম্পর্কে অন্য বার্তা যায়।

শাসন ক্ষমতা দখল করতে কম বেশি প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক দল মিথ্যা জেনেও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেন। এক্ষেত্রে গেরুয়া, সবুজ, লাল সবই সমান। আতঙ্কের বিষয় বিজেপিকে আটকাতে তৃণমূল–সিপিএম–কংগ্রেস এক সারিতে জোটবদ্ধ হলেও পশ্চিমবঙ্গে তাদের বাস্তব অবস্থান কী হবে তা কোন সেফোলজিস্ট কিংবা এক্সিটপোলে ফলাফল দিতে পারবে না।

বিজেপির সদ্য জয় করা রাজ্যগুলিতে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন করতে যেমন বিলম্ব হয়েছে ঠিক তেমনি ইন্ডিয়া জোটের কোন প্রধানমন্ত্রীর মুখ না থাকাতে হবু প্রধানমন্ত্রীর দাবিদাররা ভোট ময়দানে কতটা নামবেন তা ভাবার বিষয়। বাংলা থেকে প্রধানমন্ত্রী হবার সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখিয়েও তা ভেঙে গেছে। জ্যোতি বসুর প্রধানমন্ত্রী হবার মাহেন্দ্রক্ষণকে ব্যর্থ করেছিল তাঁর বামফ্রন্টের কমরেডরা। জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়া সফল হয়েছিলেন বলা যাবে না। ইন্দিরা গান্ধির হত্যাকাণ্ডের পর রাজীব প্রধানমন্ত্রী হওয়াতে দৃশ্যতঃ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন ইন্দিরা মন্ত্রিসভার অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে তাঁকে রাষ্ট্রপতি করেছিল জাতীয় কংগ্রেস কিন্তু মনমোহন সিং–এর জন্য প্রধানমন্ত্রীত্ব নিশ্চিত করা হয়েছিল। সোনিয়া প্রণবকে প্রধানমন্ত্রী করতে চাননি এ বিষয়ে প্রণব কন্যা সম্প্রতি তাঁর স্মৃতিচারণায় উল্লেখ করেছেন।

দিল্লির কুর্সি কোন দিকে তা অনুমান করা যায়। তবু বিরোধী পক্ষের ঐক্য বোধ জোট আগামী দিনে নতুন দলের না বহু দলীয় হবে তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। যে দল বা দলগুলিই ক্ষমতায় আসুক না কেন তা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি না হয়ে, দেশের ঐক্যবদ্ধতা, দেশের উন্নয়ণই প্রাধান্য পাক এটাই দেশবাসীর কাম্য।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

লীলারানী সরস্বতীর প্রতিলাভে সুখী হলেন। কালের নিয়মে একদিন রাজা পদ্মের স্থূলদেহ লিঙ্গশরীরে অন্তর্লীন হলে লীলা শোকে দুঃখে দারুণ কাতর হয়ে সরস্বতীদেবীকে স্মরর করলেন। দেবী আবির্ভূত হয়ে বললেন, বৎসে! তোমার স্বামীর মৃতদেহ ফুলে ফুলে আচ্ছাদিত করে অন্তঃপুরে রেখে দাও, দেহটিএবং কুসুমরাশি অবিকৃত থাকবে। একদিন তিনি জীবিত হয়ে তোমায় দেখা দেবেন। লীলা সেই আদেশ পালন করলেন। মধ্যরাত্রে ধ্যানস্থ হয়ে লীলা আবার বাগদেবীর শরণাপন্ন হলে সরস্বতীদেবী আমার আবিভূত হলেন। লীলা জিজ্ঞাসা করলেন, প্রয়াত রাজা এখন কোথায় কিভাবে আছেন, আমি তা প্রত্যক্ষ করতে চাই। বাগ্‌দেবী বললেন– তিনি এখন ভূতাকাশ এবং চিত্তাকাশ অতিক্রম করে চিদাকাশ কোষে আছেন, তুমি চিদাকাশের ধ্যান করে সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে দেখতে পারবে এবং সমস্ত জানতে পারবে। আরও কি চিত্তসংযম করে চিদাকাশের ধ্যানে জীবের পক্ষে দুর্লভ তত্ত্বজ্ঞানলাভ সম্ভব হয়। আমি তোমায় সেই দুর্লভ জ্ঞান চিদাকাশে প্রবষ্ট হলেন। দেখলেন, সেখানে একপ্রান্তে রাজা পদ্ম বিভিন্ন মন্ত্রী, রাজপুরুষবৃন্দ, ঋষি, মুনি, রাজকর্মচাগিণ পরিবৃত হয়ে আছেন। চারিদিক তাঁর রাজ সভার মত শোভাময়, রাজকার্য্য পূর্বের মতই পরিচালিত হচ্ছে, যজ্ঞগৃহে ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠ এবং যজ্ঞাদি কর্মে রত, পুষ্পশোভিত বিলাস কক্ষে সুমধুর গীত–বাদ্যের আয়োজন হয়েছে, পূর্বপরিচিত সমস্ত পরিবেশ এমনকি নিজ নিজ কর্মে রত রাজকর্মচারিগণ সেখানে বিদ্যামান আছে। শুধুমাত্র রাজা বৃদ্ধদেহ ত্যাগ করে যুবাশরীরে সিংহাসনে উপবিষ্ট। সেই একই রকম নিসর্গ, একই রাজপুরী। আশ্চর্য্যচকিত লীলা ভাবলেন রাজার দেহত্যাগের পর মন্ত্রিগণ, ব্রাহ্মণবৃন্দ, রাজকর্মিগণ সকলেই কি একইসঙ্গে দেহত্যাগ করে এখানে উপস্থিত হয়েছেন? তা না হলে একই রাজপুরী, বৃক্ষ, নদী, পর্বত এইগুলি বা কি করে এখানে বর্তমান? সমাধি থেকে উত্থিত হয়ে সন্দেহ নিরসনের জন্য লীলা সখি সকলকে নিদ্রা হতে জাগ্রত করে তাকে রাজসভায় নিয়ে যাওয়ার আদেশ করলেন। আদিষ্ট হয়ে সকলে মহা উদ্যোগে সভার আয়োজন সম্পন্ন করলে লীলা দেখলেন, একই সভা, সেই একই বান্ধব–আমাত্যগণ, পূর্ববৎ একই সভ্যগণ, একই রাজকর্মিবৃন্দ সকলেই জীবিত, শুধুমাত্র রাজা সেখানে নেই। লীলা রানীর এই মধ্যনিশায় সভাআয়োজনে আশ্চর্য্য–চকিত সভ্যদের রানী বোঝালেন যে, তিনি সকলকে দেখে রাজার মৃত্যুশোক ভুলতে এই ব্যবস্থা করলেন।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

মুখ্যমন্ত্রীর গ্যাংস্টারদের মতো কথা না বলাই সমীচীন

নির্মল গোস্বামী

নেতাজী ইন্ডোরের সভায় মুখ্যমন্ত্রী বললেন, 'আমাদের চারজনকে জেলে পুরেছে। আমি ওদের আটজনকে জেলে পুরবো।' সভায় প্রচুর হাততালি পড়ল। কর্মী থেকে নেতারা উজ্জিবিত হয়ে উঠল। সভার এইটুকু অংশকে ভালোভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে অনেক সার সত্য আমরা জানতে পারব। প্রথমেই যদি কোনো কর্মী প্রশ্ন করতেন যে আমাদের যারা জেলে আছে তারা কি নির্দোষ? যদি নির্দোষ ব্যক্তিকে (এখানে সাধারণ মানুষ নয়) মন্ত্রীকে জেলে ভরে রাখা যায় আমাদের সংবিধানের বা আইনের মাধ্যমে তাহলে সাধারণ মানুষদের নিরাপত্তা কোথায়? সংবিধান কি নাগরিকদের স্বাধীনতা নেতা–মন্ত্রীদের হাতে সঁপে দিয়েছে? একজন আম নাগরিক নয়, মন্ত্রীকে অন্যায় না করে জেলে থাকতে হবে। এ কেমন স্বাধীন দেশের আইন? দেশে এতো নামী দামী উকিল, তারা কি করছে? আর সরকারি টাকায় যারা লক্ষ লক্ষ টাকা মাইনে পায় যে বিচারকরা তারা কি করছেন? তাঁরা কি চোখ বুজে কারো নির্দেশে মন্ত্রীদের জেলে পুরে দিচ্ছে? মুখ্যমন্ত্রীর কথায় দেশের আইন–আদালত কিছু আছে বলে তো মনে হল না। তিনি আবার বললেন যে আমি ওদের আট জনকে জেলে পুরবো? এ কথার অর্থ কি? নির্দোষ আটজনকে জেলে পুরবে নাকি? পরে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে যাদের নামে খুনের মামলা আছে তাদের জেলে পুরবেন। যারা অপরাধী তাদের তো সাজা হওয়া উচিত। আপনার মন্ত্রীদের জেলে পুরেছে বলে তবে বিরোধীদের আপনি জেলে পুরতে চাইছেন। যদি আপনার মন্ত্রীদের জেলে না পুরত তাহলে আপনি ওই খুনি নেতাদের কিছুই করতেন না। কেন? আইনের শাসন বজায় রাখার শপথ নিয়ে মন্ত্রী হয়েছেন। সেখানে খুনিরা বাইরে ঘুরবে কেন? হ্যাঁ নিজের দলের খুনিরা ছাড়া পাবে এটা ভারতীয় দলতন্ত্রে স্বতসিদ্ধ। কিন্তু বিরোধী দলের খুনি এম.এল.এ, এম.পি'রা ছাড়া পাবে কেন? তাহলে আইনের শাসনের কি হবে?

আপনি মুখ্যমন্ত্রী এবং পুলিশমন্ত্রীও। আপনার অঙ্গুলি হেলনে পুলিশ কাজ করে। আপনার দলের নেতাদের কথায় নির্দোষ বিরোধীদের গাঁজা কেসে ফাঁসিয়ে দেয় পুলিশ–খবরে প্রকাশিত হয়েছে। পঞ্চায়েতে ভোটের আগে বিরোধী দলের কর্মীদের পুলিশ মিথ্যা মামলায় আটক করে। এসব সকলেরই জানা। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বা পুলিশ কাউকে জেলে ভরতে পারে না। মিথ্যাকেস দিতে পারে। কিন্তু জেলে ভরার অধিকার আছে একমাত্র আদালতের। মামলা মিথ্যা হোক আর সত্য হোক বিচারক তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে সাজা দেন বা খালাস করে দেন। ফলে সবটাই নির্ভর করে আদালতের ওপর। মুখ্যমন্ত্রীর হাতে যদি সাজা দেওয়ার অধিকার থাকত তাহলে কামদুনি ধর্ষণ মামলা ১২ বছর ধরে চলল কেন? সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীদের সাজা দিতে পারতেন। তবে কি মুখ্যমন্ত্রী চাননি তাদের সাজা হোক? সাধারণ মানুষ মরছে। তাদের কথা বাদই দিলাম। মুখ্যমন্ত্রীর নিজের দলের কর্মী নেতারা প্রতিদিন খুন হচ্ছে। কটা খুনিকে ধরে মুখ্যমন্ত্রী সাজা দিতে পেরেছেন? আসলে আমাদের দেশে বিচারের পদ্ধতি বিলম্বিত, এ কথা সকলেই জানেন। ফলে মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছা করলেই কাউকে জেলে পুরতে পারেন না। আসল কথা হল নিজের দলের জেলে থাকা নেতামন্ত্রীদের অন্যায়কে চাপা দিতে মুখ্যমন্ত্রী কর্মীদের সামনে ওই কথা বলেছেন। জেলে থাকা নেতামন্ত্রীরা সব ধোয়া তুলসি পাতা। মোদী আর অমিত শাহের এজেন্সি শুধু শুধু তাদের জেলে পুরে দিয়েছে। এই সত্য তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। এতে ভোটের বাজারে আপত লাভ হতে পারে। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদী ক্ষতিটা ভেবে দেখেন নি?

আমাদের গণতন্ত্রে মুখে সরকার নিরপেক্ষ বললেও আসলে তা যে একটা দলের সরকার এবং নিজের দলের লোকেদের কোলে ঝোল টানে, এটাও সর্বজনবিদিত। যতটুকু নিরপেক্ষতা বজায় থাকে তা আইন আদালতের জন্য। আদালত যদি না থাকত তাহলে বিশেষ করে আমাদের রাজ্যে বিরোধী কোনো দলই মিটিং করতে পারত না। যাই হোক রাজ্যের সর্বোচ্চ শাসক যখন আইনি বৈধতাকে অস্বীকার করে। তখন বুঝতে হবে যে স্বৈরাচারের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভু তিনি। আইনি বৈধতায় যারা জেলে আছেন তারা যদি নির্দোষ হন তাহলে বুঝতে হবে আইন পক্ষপাত করেছে। নিরপেক্ষ বিচার বলে দেশে কিছুই নেই। দেশের হাইকোর্ট বলছে ডিএ কর্মীদের ন্যায্য অধিকার। অথচ সর্বোচ্চ শাসক বলছেন ডিএ দয়ার দান, সরকারের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। চাকরি চুরি হয়েছে, এটা তথ্য দ্বারা প্রমাণিত, রেশনে দুর্নীতি হয়েছে হাজার হাজার কোটি টাকার যারা এই দপ্তরের মন্ত্রী তারা নাকি নির্দোষ! মন্ত্রীর বান্ধবীর ঘরে কোটি কোটি নগদ টাকা ও সোনার খাজানা উদ্ধার হল, সে সব নাকি এজেন্সির কারসাজি! এই যে সত্যকে ক্ষমতার জোরে অস্বীকার করা, এটাই একদিন বুমেরাং হবে। আইন–আদালতের প্রতি মানুষের আস্থা আছে বলে এখনো শান্তি শৃঙ্খলা বজায় আছে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায় আইন আদালত কিছু নয়, তিনিই সব। তিনি ইচ্ছা করলেই খুনিকে ছেড়ে রাখতে পারেন, আবার ইচ্ছা করলেই জেলে ঢোকাতে পারেন। একনায়ক রাজা বাদশারা এই ক্ষমতা ভোগ করত। গণতন্ত্রে এই ক্ষমতা কারও নেই। মুখ্যমন্ত্রী বোধ হয় মনে মনে সেই সর্বোচ্চ ক্ষমতা ভোগ করার আশা করেন সেখানে আইন–আদালত বিচার ব্যবস্থা থাকবে না, তিনিই শেষ কথা বলবেন। সেই মানসিকতারই প্রতিফলন দেখা যায় যখন বিরোধী শূন্য পঞ্চায়েত, পৌরসভা বা বিধানসভার ডাক দেয়। দু'একজন জিতলেও তারা তৃণমূলে যোগ দিয়ে দেয়। শাসকের এই মানসিকতা নেতা থেকে কর্মী সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। নানান অপরাধের সঙ্গে আপোষ করা, অন্যায়কে অন্যায় না মনে করা, অথবা তৃণমূল দল করলে সাত খুন মাফ, এমনই মানসিকতায় অনেকেই আচ্ছন্ন। ছাত্র, যুবকরা আজ সেই পথের পথিক। ছাত্রদের অন্যায়কে ছোটো ছেলেদের ভুল বলে একদা মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে ছাত্রদের আবদার ক্রমশঃ বর্দ্ধমান। পরীক্ষায় নকল করতে দিতে হবে, না পাশ করলেও পাশ করিয়ে দিতে হবে এবং তাদের অভিভাবকরাও এই দাবি করেছে কোথাও কোথাও অতি সম্প্রতি ছাত্রদের হামলায় প্রাণ গেল এক অশিক্ষক কর্মচারীর। পরীক্ষার হলে মোবাইল এনেছিল বলে প্রধান শিক্ষক তা নিয়ে নেয়। শম্ভু শী নামে অশিক্ষক কর্মচারী যখন স্কুলের গেট বন্ধ করছিল তখন ছাত্ররা হামলা করে। তাতেই তাঁর মৃত্যু নয়। ছাত্রদের এই দুঃসাহস হয় কোথা থেকে। অন্যায় করব আবার চোখ রাঙাবো। অন্যায় অন্যায় হয়। শাসকদলের এই মনোভাব থেকে ছাত্ররা উৎসাহিত হল কি? যদি হয়, খুব কি দোষ দেওয়া যায়? নৈরাজ্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চাইছে শাসক।

মমতার শত্রু মমতা, ভুগছে বাংলা

অর্পণ কর

সিপিএমের নিত্য নির্যাতন আর রক্তচক্ষুকে হটিয়ে সাধারণ ঘরের স্বচ্ছ ভাবমূর্তির মমতাকে বেছে নিয়েছিল বাংলার মানুষ। সিপিএমের মানুষরাও সেদিন দুহাত ভরে আশীর্বাদ করেছিল অগ্নিকন্যা মমতাকে। তাঁর লড়াই, তাঁর জেদ, তাঁর সততাকে কুর্নিশ করেছিল প্রকাশ্যে কিংবা নেপথ্যে বিরোধীরাও, আজ সেই মমতার ভাবমূর্তির সঙ্গে আজকের মুখ্যমন্ত্রী মমতার তীব্র লড়াই শুধু তৃণমূলকে নয় বাংলার সাধারণ মানুষকেও আতান্তরে ফেলেছে। মুখ ফুটে প্রতিবাদ করলে কপালে অশেষ দুর্ভোগ। আজ সেই আগের মমতা বিরোধী আসনে থাকলে কী ঘটত তা ভুক্তভোগীও জানেন। খোলামেলা, 'শ্রী' সিরিজ, 'সাথী' সিরিজের ভারেও কেন পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাণ্ডব চালাতে হয়, গণমাধ্যম ও আত্মপ্রচারের ঢাক বাজাতে হয় তা বোঝা বড়ো মুস্কিল। জনগণের পয়সায় আ–কথা, কুকথা বলে চলে কিছু কিছু মা–মাটি মানুষের জনপ্রতিনিধি। কিন্তু তৃণমূলের সবার সেই 'দিদি' নীরব থাকেন। ক'দিন আগেই এ আর রহমান বিকৃত নজরুল গীতি গেয়ে দুই বাংলার মানুষের কাছে ভিলেন হয়ে গেলেন আর আজ রবীন্দ্রনাথের কথার বদল হল অনায়াসে। এই বাংলার সেস নেত্রী আর তাঁর দলের ভাবনা ও সংবেদনশীলতা যেন ক্রমশঃ কমছে। গরীব মানুষের উন্নয়নের গ্রাফ এখন নিচের দিকে নামছে। সেই জায়গা দখল করে নিচ্ছে অপ শব্দ আর ভাষণের নীতি। চারিদিকে শুধু আত্মপ্রচারের ঘনঘটা। দিদি সহ সকলেই চায় আত্মপ্রচার। যে দিদি আগে সকলকে মানুষের কল্যাণে এগিয়ে দিতেন তিনি এখন অভিযুক্তদের ঢাল হয়ে দাঁড়াচ্ছেন। লড়াই চলছে সেই মমতার সঙ্গে সেই মমতার।

রাজধর্ম হয়ে উঠেছে তাকে ঘিরে থাকা কিছু 'সাহসী স্তাবক'এর ছেলে খেলার আসর। মানুষের মনে সেই প্রশ্ন এতদিন উঁকি দিচ্ছে। যে দিদি একদিন রাস্তার ট্রাফিকে দাঁড়িয়ে থাকতে চাসছেন তিনি নিরাপত্তার ঘেরাটোপে অচেনা হয়ে পড়েছেন। বামফ্রন্টের মৃত্যু ঘন্টা বাজানো যে মমতাকে ময়দানে দেখা গিয়েছিল, মন্ত্রীত্ব ছুঁড়ে ফেলা যে মমতা ছিলেন স্বচ্ছতার প্রতীক আর আজ কারারুদ্ধ মন্ত্রীদের পক্ষে সওয়াল করা মমতা এক অন্য মানুষ। মমতা আগের রূপে ফিরে গেলে মানুষ স্বস্তি পাবে।

মতামত লেখকের নিজস্ব। সংবাদপত্র দায়ী নয়।

ম্যানেজার নয়, লিডার চাই

প্রতিরুদ্ধ বাউল

সম্প্রতি পাঁচ রাজ্যের বিধানসভার ফল বেরোতেই সারা দেশের চলতি রাজনীতির আবহটাই যেন পাল্টে গিয়েছে। তিন রাজ্য রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে গেরুয়া ঝড় বিরোধীদের পালের হওয়াটা কেড়ে নিয়েছে। তেলেঙ্গানায় ক্ষমতা দখল করেও মনমরা কংগ্রেস। অন্যান্য জোটসঙ্গীরাও বেসুরো। রাজনীতির পীঠস্থান বাংলাতে এর আঁচ পড়বেনা তা কি হয়। ভিন রাজ্যের সফলতা উজ্জীবিত করেছে বঙ্গের বিজেপিকেও। নতুন আবিষ্কৃত কোনো এনার্জি টনিক যেন জোশ বাড়িয়ে

রাজনীতি পটে

দিয়েছে সুকান্ত–শুভেন্দুদের। তারা এখন অনেক বেশি আক্রমণাত্মক। স্বয়ং মমতাকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছেন যা আগে ভাবা যেত না। মাঝখানে অমিত শাহ ধর্মতলার সভায় আগামী লোকসভা নির্বাচনের হোমওয়ার্ক দিয়ে গিয়েছেন। বঙ্গ নেতারা বুঝে গিয়েছেন এখন ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া কোনো গতি নেই। অমিত শাহের আগমন আর মোদীর সাফল্য বঙ্গ বিজেপির গোষ্ঠীদন্দ্ব অনেকটা আড়াল করে দিলেও এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সর্বভারতীয় এই দলটার বঙ্গ সংস্করণে নেতৃত্বের অভাব স্পষ্ট।

চার রাজ্যে বিজেপির সাফল্যের খতিয়ান প্রকাশ হওয়ার দিন এক সাক্ষাৎকারে মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস নেতা কমলনাথের ব্যর্থতা প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা রবি শংকর প্রসাদ নেতৃত্ব সম্পর্কে একটি অসাধারণ কথা বলেন। তিনি বলেন, রাজ্যের মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে গেলে ম্যানেজার নয় লিডার হতে হবে। কমলনাথ রাহুল সোনিয়ার ম্যানেজার হয়েই থেকে গেলেন। নেতা হতে পারলেন না।

মধ্যপ্রদেশের পরিপ্রেক্ষিতে যদি রবিশঙ্করের কথা সত্যি হয় তাহলে তা বঙ্গবিজেপির ক্ষেত্রে তা গীতার বচনের সমান। এখানেও গেরুয়া নেতাদের চালচলন সেই দিল্লির ম্যানেজারের মতই। মানুষের মনে বিশ্বাস জোগানোর মত ক্যারিশমা কারোর আছে বলে বঙ্গবাসী মনে করে না। এখন শুভেন্দু তার বিধায়কদের নিয়ে নিয়ে সেই ম্যানেজার সুলভ আচরণ থেকে বেরিয়ে আসার প্রানপণ চেষ্টা চালাচ্ছেন। আগামী লোকসভা নির্বাচনে লাগাতার এই প্রচেষ্টা সাফল্য আনতে পারে কিনা সেই উত্তরই বলে দেবে রাজ্যে তাদের প্রতিষ্ঠা কত দূর।

দেশ দেশান্তরে

২৪ আসন

প্রণব গুহ

গত বুধবার অমিত শাহ লোকসভায় জম্মু ও কাশ্মীর সম্পর্কিত দুটি বিল পেশ করেছেন, জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন বিল, ২০২৩ এবং জম্মু ও কাশ্মীর সংরক্ষণ (সংশোধনী) বিল, ২০২৩। লোকসভায় বক্তৃতা করার সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বুধবার ঘোষণা করে যে, জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায় ২৪টি আসন পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের (পিওকে) জন্য সংরক্ষিত হয়েছে কারণ সেগুলি ভারতের অন্তর্গত।

হাউসে জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্গঠন বিল, ২০২৩ পেশ করার সময়, অমিত শাহ বলেছিলেন যে আগে, জম্মুতে ৩৭টি আসন ছিল কিন্তু এখন এটি ৪৩টি রয়েছে। এদিকে, কাশ্মীর যার ৪৬টি আসন ছিল, এখন ৪৭টি আসন রয়েছে। তিনি যোগ করেছেন যে পাকিস্তান–অধিকৃত কাশ্মীরের জন্যও ২৪টি আসন সংরক্ষিত করা হয়েছে।

হাউসে বিলগুলি সম্পর্কে বলতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, যখন তারা (কাশ্মীরি পণ্ডিত) বাস্তুচ্যুত হয়েছিল তারা তাদের দেশে উদ্বাস্তু হিসাবে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছিল। প্রায় ৪৬,৬৩১টি পরিবার তাদের নিজের দেশে বাস্তুচ্যুত হয়েছিল। তাদের অধিকার পাওয়ার জন্য এই বিল। এই বিল তাদের প্রতিনিধিত্ব দিতে।

অমিত শাহ বলেন, বিলগুলির লক্ষ্য গত ৭০ বছর ধরে বঞ্চিত লোকদের ন্যায়বিচার প্রদান করা। উল্লেখযোগ্যভাবে, জম্মু ও কাশ্মীর সংক্রান্ত দুটি বিলের একটিতে ১জন মহিলা সহ ২জন কাশ্মীরি অভিবাসী সম্প্রদায়ের সদস্যকে বিধানসভায় মনোনীত করার বিধান রাখা হয়েছে। এই বিলদুটিতে পাক অধিকৃত কাশ্মীর সম্পর্কে ভারত সরকারের মনোভাব যে স্পষ্ট হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর আগেও জম্মু কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলোপের বিল পেশের সময় অমিত শাহ লোকসভায় পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

আসলে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের ভারতভুক্তি, অখণ্ড ভারত গঠন বিজেপির রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডার মধ্যে পড়ে। সেই লক্ষেই এগোচ্ছে সরকার। অমিত এও জানিয়ে দিয়েছেন সময় সুযোগ মতো পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করার প্রক্রিয়া শুরু হবে। বিধানসভায় পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জন্য আসন সংরক্ষন তারই একটি পদক্ষেপ। এর দ্বারা বার্তা দেওয়া হল ভারতের ভবিষ্যত অভিমুখ কোনদিকে। বলা বাহুল্য দুটি বিলই সংসদে পাশ হওয়ায় শিলমোহর পড়ল যে কাশ্মীর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর ভুলে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল তা ফেরাতে বদ্ধপরিকর মানসিকতায়। এই স্বপ্নপূরণের দিকেই তাকিয়ে আছে ভারতবাসী।

মৃত্যু রহস্য

আরও এক রহস্য মৃত্যু পাকিস্তানে। এবার ২০১৫ সালে জম্মু কাশ্মীরের উধমপুরে বিএসেফের কনভয়ে হামলার মূল চক্রী ও লস্কর–ই–তৈবার নেতা আদনান আহমেদ। বাড়ির সামনে অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারাল দুর্ধর্ষ এই লস্কর নেতা। এমনকী আততায়ীর খোঁজ পর্যন্ত পেল না কেউ। রহস্যের এখানেই শেষ নয়, গত এক বছরে এই নিয়ে ১২ জন ভারত বিরোধী কুচক্রী খুন হল পাকিস্তানের মাটিতে। যারা একের পর এক খুনগুলো করছে তাদের টিকিটুকুও ছুঁতে পারছে না পাকিস্তান প্রশাসন। আর নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে ভারতের উপর দোষারোপ শুরু করেছে পাকিস্তান। বলছে ভারত গোপনে আততায়ী ঢুকিয়ে একের পর খুন করে চলেছে। কানাডায় ভারত বিরোধী খালিস্তানি নেতা খুন হওয়ার পর একই কথা বলেছিলেন সেখানকার প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো। তার কী ফল হয়েছিল তা সকলেই জানে। যদিও ভারত তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দিয়েছে অন্য দেশে গিয়ে ঘুরপথে জঙ্গী নিকেশ করার মতো দেউলিয়া সংস্কৃতি তাদের নয়।

অথচ একটা খুনের উদাহরণ দিলে পরিষ্কার হয়ে যাবে খুনের কিনারা করতে কতটা অপারগ পাকিস্তানের প্রশাসন। গত সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানের এক সেন্ট্রাল জেলের ভিতর ২৬/১১ মুম্বই হামলার অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী সাজিদ মীরের মৃত্যু হয় খাবারে বিষ প্রয়োগে। জেল সূত্রে জানা গিয়েছে সাজিদের খাবারে যে বিষ দিয়েছে সে বেপাত্তা। তাকে আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি। ভাবা যায়, নিজেদের জেলে ঢুকে ১জন বিষ দিয়ে খুন করে গেল, অথচ তাকে ধরা গেল না। এতেই স্পষ্ট পাকিস্তান প্রশাসনের কার্যকারিতা। শুধু এই খুনটাই নয়, অন্য মৃত্যু রহস্যের কিনারাও করতে পারেনি পাকিস্তান। এখন ভারতের উপর দোষ চাপিয়ে পার পাবার চেষ্টা। যখন আমেরিকা পাকিস্তানে ঢুকে লাদেনকে খুন করে বডি নিয়ে চলে গেল তখন টু–শব্দটি করার ক্ষমতা হয়নি পাকিস্তানের। আদনান মুম্বই হামলার মাস্টারমাইন্ড হাফিজ সৈদের আত্মীয়। ২০১৬ সালে পাম্পোর এলাকায় সন্ত্রাসবাদী হামলার সমন্বয়কারী হিসাবে কাজ করে ছিল আদনান। তার মৃত্যু নিঃসন্দেহে ভারতের কাছে সুখবর, কিন্তু কে বা কারা এইসব খুনের সঙ্গে যুক্ত তা খুঁজে বার করার দায়িত্ব পাকিস্তানের। এটা কাকতালীয় না রটানো খবর জানা নেই যে, ২ ডিসেম্বর যে দিন আদনানের মৃত্যু হল সেদিনই পাকিস্তানে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল খালিস্তানি নেতা জার্নেল সিংহ ভিন্দ্রনওয়ালের আত্মীয় ভারত বিরোধী খালিস্তানি জঙ্গী লখবীর সিংহের।

পাঠকের কলমে

মানশ্রীতে ঢালাই রাস্তা খারাপ, নজর চাই

উদয়নারায়ণপুর দক্ষিণ মানশ্রী ক্যালর্ভাটের কাছে ঢালাই রাস্তার কিছু অংশ ঢালাই ফেটে এবড়ো খেবড়ো হয়েছে।তারফলে বাইক, অটো, টোটো, ইঞ্জিনভ্যান ও চারচাকা চলাচলে অসুবিধা দেখা দিয়েছে। রাস্তাটি জনবহুল। দক্ষিণ ও উত্তর মানশ্রী, সোনাতলা, দেবীপুর, চাঁদচক, পাঁচারুল, কাঁকরাই সহ ৮–১০ টি গ্রামের শত শত মানুষ প্রতিদিন যাতায়াত করেন এই রাস্তায়। কাছেই স্কুল, বাজার, সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র ইত্যাদি। অবিলম্বে ফাটা রাস্তাটির সারানোর ব্যবস্থা করা হোক। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

দীপংকর মান্না
চাকপোতা, আমতা, হাওড়া

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্যানিংয়ে পালিত হল কৃষক দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রত্যন্ত সুন্দরবন সহ দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্যানিংয়ে কেন্দ্রীয় লবনাক্ত মৃত্তিকা গবেষণা সংস্থায় পালিত হল "কৃষক দিবস"। গত সোমবার সকালে প্রদীপ প্রজ্জ্বোলনের মধ্য দিয়ে কৃষক দিবসের সূচনা করেন বিজ্ঞানী ডঃ টি কে ঘোষাল। এদিন সুন্দরবন সহ জেলার বাসন্তী, গোসাবা, জীবনতলা, ক্যানিং, সাগর, নামখানা এলাকার প্রায় ২০০ জনের অধিক কৃষক উপস্থিত ছিলেন। বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিংয়ের কেন্দ্রীয় লবণাক্ত মৃত্তিকা গবেষণা সংস্থার প্রধান অধিকর্তা বিজ্ঞানী তথা গবেষক ডঃ ধীমান বর্মন,জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সুন্দরবন আঞ্চলিক কেন্দ্রের অধিকর্তা ডঃ জে এস যোগেশ কুমার,ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষ সহ জেলার বিভিন্ন প্রান্তের একাধিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।

এদিন মূলত সুন্দরবন এলাকায় কৃষকরা কি ধরনের চাষ করলে লাভবান হবেন,কম জলে কি কি লাভজনক চাষ করা যায়,বর্ষার জল কি ভাবে সংরক্ষণ করে চাষের কাজে ব্যবহার করা যায় সেই সমস্ত বিষয়ের উপর আলোচনা হয়। বিশেষ করে সুন্দরবনের মিঠাজলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করে দ্বিগুণ আয় করা যায় সে সম্পর্কে কৃষকদের সাথে বিশেষ ভাবে আলোচনা করেন উপস্থিত বৈজ্ঞানিকরা। এছাড়াও কৃষকদের ঋণ কিংবা সাবসিডি পেতে কি কি করণীয় সেবিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন ক্যানিং স্টেট ব্যাঙ্কের প্রধান পরিচালক অভিষেক মজুমদার। এদিন এই বিশেষ কৃষক দিবসে বেশকিছু প্রতিভাবান প্রগতিশীল সফল কৃষকদের হাতে পুরষ্কারও তুলে দেওয়া হয়। ক্যানিং ১ ব্লকের শিখা ভুঁইয়া,পার্থসারথী পাইক, উদয় হালদার,অধীর বিশাল,ক্যানিং ২ ব্লকের সুবীর সরদার,আশাদুল সেখ,পাথরপ্রতিমার সুধাংশু শেখর দে,সাগরের সুখদেব নাগ, গোসাবার নিতাইহরি মন্ডল, অনুপমকে পুরষ্কৃত করা হয়। উল্লেখ্য সুন্দরবন এলাকায় লবনাক্ত মাটি আর নোনা আবহাওয়ার সাথে লড়াই করে কৃষকদের জীবিকা নির্ধারণ করতে হয়।কোন ধরনের বীজ ব্যবহার কিংবা কোন ধরনের চাষ করলে কৃষকরা বেশি লাভবান হবেন সেই আলোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ধান চাষ,আলু চাষ,জিয়ল মাছ চাষ, হাঁস-মুরগী,ছাগল চাষ করে কীভাবে লাভবান হওয়া যায় তার আলোচনা হয়।আবার কৃষকদের জন্য কেন্দ্র সরকার ও রাজ্য সরকারের যে সমস্ত প্রকল্প রয়েছে তার সর্ম্পকে ও কৃষকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে বোঝানো হয়। ক্যানিং ১ ব্লকের চাষি সুব্রত ঘোষ জানান, এখানে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে জানতে পারলাম যে ধান জমিতেও কই, মাগুর মাছ প্রজাতির চাষ করা যায়। ডঃ ধীমান বর্মন বলেন, "সুন্দরবন এলাকায় সাধারণ চাষিরা যাতে তাঁদের চাষের উন্নতি সাধন করতে পারে এবং আর্থিক ভাবে সফল হয় সেই বিষয়েই আলোচনা হয়েছে এবং কৃষি কাজে দ্রুত উন্নয়ণের বিপ্লব ঘটানোর লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে সফল কৃষকদের কে যথাযোগ্য সম্মানে প্রদানের মধ্যদিয়ে দিবস পালন করা হয়।"

নবান্ন উৎসবের মাঝেই নিম্নচাপে বিষন্ন চাষিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : নবান্ন উৎসবের মাঝেই মিগজাউমের প্রভাবে সৃষ্ট গভীর নিম্নচাপের কারণে বিষন্ন বঙ্গের চাষিরা। মঙ্গলবার গভীর রাত থেকে টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত বঙ্গদেশের জনজীবন। বিশেষ করে রাঢ়বঙ্গে খারিফ মরসুমে এখনও চাষিরা মাঠ থেকে আমন ধান পুরোপুরি তুলে এনে গোলা ভরতি করতে পারেননি। ফলে বেশ খানিকটা ক্ষতির আশঙ্কায় ভুগছেন চাষিরা। আলু সহ একাধিক সবজি ও ফুল-ফলাদি চাষের ক্ষেত্রেও একইভাবে ক্ষতির আশঙ্কা করছেন অনেকেই। সবমিলিয়ে নবান্ন উৎসবে মনমরা চাষিরা। অঘ্রাণ মাস মানেই চাষিদের ঘরে ঘরে নবান্ন উৎসবের তোড়জোড় চলতে থাকে। নতুন ধানের চালগুঁড়ো, নতুন নলেনগুড়, দুধ, ফলফলাদি সহ নৈবেদ্য সাজিয়ে ইষ্টদেবের চরণে নিবেদনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষজন নবান্ন পালন করে। বিশেষ করে রাঢ়বঙ্গজুড়ে এই উপলক্ষ্যে কার্যত উৎসবের মেজাজ পরিলক্ষিত হয়। পাড়ায় পাড়ায় বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি সহ নজরকাড়া মণ্ডপ সাজিয়ে পুজো করা হয়। সঙ্গে থাকে চোখধাঁধানো আলোকসজ্জা ও বাদ্যবাজনা। এককথায় নবান্ন

ঘিরে উৎসবের মেজাজে গা ভাসিয়ে দেওয়া। এবারও যার অন্যথা ছিল না। মাসের প্রথম থেকেই বিভিন্ন জায়গায় স্থানীয় রীতি মেনে নবান্ন উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া শহরে অবস্থিত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্মৃতিবিজড়িত স্থান গৌরাঙ্গ মন্দিরেও রীতি অনুযায়ী নৈবেদ্য নিবেদন পর্ব চলতে থাকে। কাটোয়া শহরের ধার্মিক বাসিন্দা শুভেন্দু সাহা বলেন, নবান্ন বাংলার অন্যতম ঐতিহ্যবাহী উৎসব। কিন্তু, মাঝ মাসে হঠাৎই এই উৎসবের আনন্দে জল ঢেলে দিল মিগজাউম ঘূর্ণি ঝড়ের তাণ্ডব। মাঠ থেকে এখনও আমন ধান তোলার কাজ এখনও চলছে। একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে এখনও প্রায় ৪০ শতাংশ ধান মাঠ থেকে খামারে তোলা সম্ভব হয়নি। এবারে ধানের ফলনের মুখেই জমিতে শ্যামা ও মাজরা পোকার আক্রমণ শুরু হয়েছিল। সেক্ষেত্রে চাষের কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। সেই ধাক্কা কোনওরকমে সামলে উঠতে না উঠতেই এবার নিম্নচাপের আরেক ধাক্কায় চাষিদের কার্যত বেসামাল পরিস্থিতি। জেলার খাজুরডিহি পঞ্চায়েতের অধীনস্ত পাঁচ ঘড়া গ্রামের কৃষক পরিবারের সন্তান তন্ময় মণ্ডল বলেন, গ্রামে গ্রামে নবান্ন উৎসব এখনও শেষ হয়নি। তার মধ্যেই নিম্নচাপের বৃষ্টিতে এবারে ফসলের বেশ খানিকটা ক্ষতি হয়ে গেল।

প্রতিটি ঘরে পানীয় জল পৌঁছে যাবে : সভাধিপতি

প্রথম পাতার পর

কিছু কিছু জায়গায় জলের পাইপ ইলেকট্রিক পোস্ট পোতার সময় নষ্ট হয়েছে। সেগুলো ঠিক করা হচ্ছে। আগামী ১৫ ডিসেম্বর পিএইচ আধিকারিক এবং বিদ্যুৎদপ্তরে আধিকারিকদের নিয়ে একটি সভাও আছে।

প্রতিবেদক : জেলার পর্যটনের সম্ভাবনা প্রচুর। সে ব্যাপারে কি ভাবছেন?

সভাধিপতি : মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জেলার পর্যটনকে চাঙ্গা করতে অতিরিক্ত টাকা বরাদ্দ করেছেন। সুন্দরবনের পাখিরালয়ের বাংলোটির সংস্কার হচ্ছে। বকখালীতে জেলা পরিষদ একটি পর্যটকদের থাকার বাংলো নির্মাণ করছে। সাগরে তো পর্যটকদের আসা বেড়েছে। আগামী দিনে কাকদ্বীপেও একটি প্রকল্প করা হচ্ছে। সহকারী সভাধিপতি একটি প্রজেক্ট জমা দিয়েছেন।

প্রতিবেদক : শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য কর্ম সংস্থানের কিছু পরিকল্পনা আছে?

সভাধিপতি : বিভিন্ন ব্লকে জল ছাড়ার জন্য পাম্প হাউস হচ্ছে, ওখানে কিছু কর্মসংস্থান হবে। জলসাথী প্রকল্পের কর্মসংস্থান হবে। ক্ষুদ্র-কুটীর শিল্পের বিকাশ হচ্ছে।

প্রতিবেদক : আলিপুর থেকে বারুইপুরে কবে প্রশাসনিক বিভাগ স্থানান্তরিত হবে?

সভাধিপতি : আসলে আমাদের জেলা দুটি ভাগে বিভক্ত হওয়ার কথা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং সুন্দরবন। এখনো জেলার জন্য নির্দিষ্ট প্রশাসনিক ভবন চিহ্নিত হয়নি। হলেই জানানো হবে।

প্রতিবেদক : এ বছর গঙ্গা সাগর মেলায় প্রস্তুতি কেমন?

সভাধিপতি : প্রস্তুতি চলছে। জেলাশাসক এবং সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী তথা সাগরের বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন। ওনারা অভিজ্ঞ এই ব্যাপারে। আমরাও সঙ্গে আছি। আশা করি সাগরমেলা ভালো হবে।

প্রতিবেদক : কৃষকদের স্বার্থে কোনো পরিকল্পনা হচ্ছে?

সভাধিপতি: কৃষকদের জন্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী কৃষক বন্ধু, কৃষিভাতা সহ শস্য বিমা করেছেন। ক্ষতিপূরণ হিসাবে কৃষকরা শস্য বিমা পান। তার জন্য কৃষকদের কোনো মূল্য দিতে হয় না। রাজ্য সরকার তা বহন করে।

গণতন্ত্রের প্রাপ্তি

প্রথম পাতার পর

বক্তৃতা শুরু করেছেন ভারতমাতার জয়ধ্বনিতে, শেষও করেছেন ভারতমাতা কি জয় বলে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্রাহ্মণ, দলিত, আদিবাসী, জনজাতি নিয়ে রাজনীতিক করার যে অভিযোগ বিজেপির গায়ে লেগে থাকে তাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে নরেন্দ্র মোদি জাতপাতের নতুন ব্যাখ্যা শুনিয়েছেন। তিনি তাঁর চার আঙ্গুল উপরে তুলে দেখিয়ে বলেছেন তাঁর কাছে জাত মানে বঞ্চিত গরিব, কিষান, যুবা এবং নারীশক্তি। জনমনে প্রশ্ন জেগেছে তবে কি বিজেপির এতদিনের রাজনীতির অভিমুখ পাল্টে দিলেন নরেন্দ্র মোদী। বিজেপিকে যেখানে বাহ্মণ এবং বানিয়া দের পার্টি বলে সকলে দেখে থাকে তাতে কি আমূল বদল আনলেন মোদীজী। তিনি যে চার জাতের কথা বলেছেন এতদিন তারই কথা বলে এসেছে এদেশের বামেরা। সেদিনের ভাষণে বামেদের হাওয়াটাই যেন কেড়ে নিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। যে নরেন্দ্র মোদী আগামী ২২ জানুয়ারি রামমন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করবেন তাঁর মুখে নতুন এই জাতের জন্ম ভারতীয়দের এককথায় চমকে দিয়েছে। যারা ভাবছিল আগামী নির্বাচনে হিন্দুত্বই হাতিয়ার হবে বিজেপির তারা এখন নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে। এর সঙ্গে নরেন্দ্র মোদী ভারতের সমস্ত মানুষকে তাঁর গ্যারান্টির কথা শুনিয়েছেন। এই গ্যারান্টির স্লোগানই নাকি মাত করেছে সাম্প্রতিক নির্বাচন। তাই হয়তো 'ইন্ডি' জোটের নেতারা বৈঠক বাতিল করে আরও কিছুটা ভাবার সময় নিয়েছে। কারণ সামনে কিন্তু নতুন নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বিরোধীদের লড়াই হতে চলেছে। যার ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে ২০২৪-এ।

সাগর মেলার প্রস্তুতি শুরু সাগর পঞ্চায়েত সমিতির

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাস খানেক পরেই রাজ্য তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মেগা ইভেন্ট গঙ্গাসাগর মেলা। লক্ষ-লক্ষ ভিন রাজ্যের তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা দিতে প্রশাসন অনেক আগে থেকেই তৎপরতা শুরু করেছে। জেলাশাসক থেকে শুরু করে প্রশাসনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বারবার সাগরদ্বীপে পরিদর্শনে যাচ্ছেন। সমুদ্রতট সংস্কার, পানীয় জলের ব্যবস্থা, তীর্থযাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা, চিকিৎসা পরিষেবা, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশী ব্যবস্থা সহ নানা দিক খতিয়ে দেখছে প্রশাসন। সাগর পঞ্চায়েত সমিতিও একগুচ্ছ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে আসন্ন

গত শুক্রবার মন্দিরের সামনে ১নং রাস্তায় চলছে প্রশাসনের পরিদর্শন

গঙ্গাসাগর মেলাকে সফল করতে। সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি স্বপন প্রধান জানালেন, পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে ৮০টি তীর্থযাত্রী শেড, ৬০টি কিচেন করা হচ্ছে। ১৫০০ ফুট ব্যারিকেড বানানো হচ্ছে। বেশ কয়েকটি ডক গেট নির্মাণ করা হচ্ছে। সীবিচ পরিস্কার রাখার জন্য কর্মচারী রাখা হবে। মেলা প্রাঙ্গণে থাকা ডাস্টবিন থেকে নানা আবর্জনা এসএমডব্লিউ প্রজেক্টে সরিয়ে ফেলা হবে। প্লাসটিক-থার্মোকল মুক্ত পরিবেশ বান্ধব মেলার লক্ষ্যে তীর্থযাত্রীদের নাম মাত্র মূল্যে কাগজের ঠোঙা, ব্যাগ ও নানা সামগ্রী দেওয়া হবে। এর জন্য কর্মতীর্থে একটি মেশিন বসিয়ে উৎপাদন শুরু হয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উত্তরণ সংঘ কাগজের সামগ্রী যোগানের দায়িত্ব পেয়েছে। বিভিন্ন ড্রেনেজ পরিস্কারেরও ব্যবস্থা হচ্ছে। সমুদ্র তটের ভাঙন প্রতিরোধ করতে সংস্কারের কাজ চলছে। আগামী ২৫ ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মডেল স্টেশন মাঝের হাটে ২ ও ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে

প্রথম পাতার পর

এই দুটি প্ল্যাটফর্মে নামা ও অপেক্ষারত মহিলা যাত্রীদের অভিযোগ, আমাদের কোনো ওয়াসরুম না থাকায় খুব সমস্যা হচ্ছে। অবিলম্বে এই দুই প্ল্যাটফর্মে শৌচালয় করা হোক। মাঝের হাট স্টেশন ম্যানেজার নরেন্দ্রনাথ কুলে এই প্রসঙ্গে বলেন, ২ ও ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মের সামনের দিকে পুরুষদের জন্য প্রস্রাবাগারটি মেট্রোর কাজের জন্য বন্ধ করা হয়েছে। মেট্রোর কাজ হয়ে গেলে ওটা খুলে দেওয়া হবে। তবে নতুন করে মহিলাদের জন্য শৌচালয় হবে কি না, সে ব্যাপারে তিনি আলোকপাত করতে পারেন নি। তবে তিনি বলেন ২ ও ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মের ওভারহেড সিঁড়ি দিয়ে ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এলে যাত্রীরা সুলভ শৌচালয় ব্যবহার করতে পারেন। সেটা দেখা গেল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তবে প্রস্রাবের জন্য ২ টাকা এবং ওয়াসরুমের জন্য ৬ টাকা খরচ করতে হবে। যাত্রীদের অভিযোগ, ২ ও ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ওভারহেডের সিঁড়ি ডিঙিয়ে শৌচালয় যাওয়া সব সময় সম্ভব হয় না। ২ ও ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে মহিলাদের জন্য একটা শৌচালয় অবশ্যই দরকার।

'বাংলার বাড়ি' বাজারে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে

প্রথম পাতার পর

কলকাতা পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, সম্প্রতি 'বাংলার বাড়ি প্রকল্পে'র কয়েকটি বাড়ি বিক্রি হয়ে গিয়েছে। মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম এদিন বলেন, 'কলকাতা সহ রাজ্যের সমস্ত পৌরসভার এলাকাবাসীকে জানানো হচ্ছে, এই সব এলাকার গরির মানুষদের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার নিজ অর্থ দিয়ে 'বাংলার বাড়ি' তৈরি করে দিয়েছে। কেন্দ্রের পিএমএওয়াই' প্রকল্পের টাকাও আছে। এই বাড়িগুলি যারা পেয়েছে, তাদের আধার নম্বর 'বেনিফিসিয়ারি' হিসাবে লিঙ্ক হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চলে গিয়েছে। এই বাড়ি গুলি কোনও ভাবেই 'রি-সেলেবল'নয়। অর্থাৎ আমি আজকে 'বাংলার বাড়ি' পেলাম, আর আমি সেটা আরেকজনকে বেচে দিলাম। সেটা কিন্তু 'ইললিগাল' হবে। আর যারা এই বাংলার বাড়ি'গুলি কিনবেন তারা কিন্তু ওই বাড়ি'র মালিক কোনও দিনই হতে পারবেন না। সুতরাং আগামীকাল সরকার আবার উচ্ছেদ করে দিলে তখন কিন্তু কষ্ট করে সঞ্চয় করা টাকাটাও জলে চলে যাবে। সুতরাং, 'বাংলার বাড়ি' কেনাবেচা দু'টোই দন্ডনীয় অপরাধ। কয়েকটি ক্ষেত্রে আমার নজরে এসেছে বলে, সতর্ক করে দিলাম। ফলে যারা কিনবে বা বেচবে, তারা নিজেদের 'রিস্কে' এটা করবে। সরকারের কাছে পরে এসে বলবেন, আমার টাকা জলে চলে গেল। কান্নাকাটি করলেও, কোনও একটা ব্যবস্থা করে দিন বললেও, কোনও কিছু ব্যবস্থা করা যাবে না। কারণ 'বাংলার বাড়ি'র ফর্মটা যখন পূরণ করেছেন, তখন আপনি লিখেছিলেন যে, আপনার নিজের বসবাসের জন্য করছেন।

রাজ্যের ছোট পৌরসভায় রাজ্য সরকার টাকা দিচ্ছে, তারা নিজেদের জায়গার মধ্যে বাড়ি তৈরি করে নিচ্ছেন। আর কলকাতাসহ বড়ো পৌরসংস্থায় রাজ্য সরকার বাড়ি তৈরি করে বস্তিবাসীদের এক একটা ফ্ল্যাট দিচ্ছে। একএকজন পরিবার নিয়ে থাকবেন। যাদের 'বেনিফিসিয়ারি' লিস্টে নাম আছে, তারাই কেবল ওই বাড়িতে থাকতে পারবেন। অন্য কেউ ওখানে থাকলে তা 'ইললিগাল' হবে। ক'টা এ'রকম অভিযোগ এসেছে? সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, আমি ওটা 'ডিটেইলস' আপনাদের বলবো না। আগেভাগে পৌরবাসীদের সতর্কবার্তা জানালাম। আমার কাছে এখনও পর্যন্ত কোনও 'স্পেসিফিক' অভিযোগ আসেনি। কেবল আমি এটা কানাঘুষো শুনছি। 'বাংলার বাড়ি' কী কেনা যায়? কোনও সমস্যা নেই তো? এমন নানা প্রশ্ন করছে? মহানাগরিক বলেন, আপনারা তো পরে লিখবেন, এই তো 'বাংলার বাড়ি' 'ইললিগাল' হস্তান্তর হল। এখন থেকে লিখুন কেনাটা অন্যায়। পজিটিভ নিউজ যাবে। মানুষ সতর্ক হয়ে যাবে।

জমিটা তো ঠিকা টেনেন্সি'র জমি বা সরকারের কোনও দপ্তরের জমি। আর এমনও হতে পারে, নিজেদের জমি বস্তি হয়ে রয়েছে, সেই জমিটা ওরা সরকারকে দিয়ে দিচ্ছে। সরকার সেখানে 'বাংলার বাড়ি' নির্মাণ করে দিচ্ছে। নোনাডাঙার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে সেটা 'ইললিগাল' হয়ে গিয়েছে। ওখানে যারা বিক্রি করে চলে গিয়েছে এবং যারা কিনেছে তারাও বাড়ির মালিকানা কোনও দিনই পাবে না। কখনও যদি সরকার আবার সার্ভে করে তখন কিন্তু বর্তমান বসবাসীকারীদের উচ্ছেদ হয়ে যেতে হবে। 'বাংলার বাড়ি'র রুলসের মধ্যেই এসব লিপিবদ্ধ করা আছে। ওখানে যাদের আধার নম্বর আপলোড করা আছে, তারাই একমাত্র থাকতে পারবে।

হাওড়া বাসস্ট্যান্ডে অটোরাজ

প্রথম পাতার পর

অভিযোগ, জোর জুলুমের শিকার হতে হচ্ছে নিত্যযাত্রীদের। একটু রাত্রি হলে অটোর সঠিক ভাড়ার বেশি পরিমাণে টাকা দাবি করে থাকে অটো চালকরা। প্রতিবাদ করলে কপালে জুটবে অটো চালকদের কাছ থেকে লাঞ্ছনা, অপমান এমনকী মারও। যাত্রিরা তাই ভয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে নারাজ। হাওড়া বাস স্ট্যান্ডের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বাসস্ট্যান্ডে প্রশাসনের নাকের ডগায় দিনের পর দিন চলছে অটো চালকদের রাজ। কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের কোনো নজর নেই। তারা উদাসীন।

উদাসীনতার শিকার মিড ডে মিল প্রকল্পে অনিয়ম বন্ধের দাবি

প্রথম পাতার পর

মিড ডে মিল প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে প্রধানমন্ত্রীর নামে পিএম পোষণ যোজনা করা হলেও মিড ডে মিল কর্মীদের বেতন সহ অন্যান্য বিষয় পরিবর্তন হয়নি। এবং ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টিকর খাবারের জন্য বরাদ্দও এক পয়সা বাড়েনি। এই প্রকল্পের খরচ বহন করে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে।'

অশোক দাস আরও বলেন, মিড ডে মিলের টাকা যা পাঠানো হয় এবং ছাত্রছাত্রী সংখ্যা যা দেখানো হয়, তা সংশ্লিষ্ট দপ্তর গোপন রাখে। আমরা মনে করি, বিষয়টা জনসমক্ষে আসতে হবে। এবং মিড ডে মিলের একটা টাকাও যদি বাচ্চাদের খাবার থেকে কেউ অন্য ফান্ডে নিয়ে যায়, তার বিরুদ্ধে পুলিশি ব্যবস্থা নিতে হবে? এই সাথে আমাদের বক্তব্য, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার শ্রম আইন বিরুদ্ধ কাজ করছে। পুজোর মাসে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল কর্মীরা বারো-তেরো দিন কাজ করেও একটা টাকা পায়নি। পুজোর মাসে অন্যান্যরা কাজ করলে বেতন ও তার সঙ্গে বোনাস, বা এক্সগ্রাসিয়া পায়। কিন্তু মিড ডে মিল কর্মীরা সেক্ষেত্রে বোনাস এবং এক্সগ্রাসিয়া তো দূরের কথা বেতন পর্যন্তও পায়না। গ্রীষ্মের সময়েও তাই। এই যে কাজ করিয়ে টাকা না দেওয়া এটা শ্রম আইন বিরোধী কাজ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আমরা মনে করি, অবিলম্বে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার মিড ডে মিল কর্মীদের বারো মাসের বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করবে দশ মাসের পরিবর্তে। আমরা দাবি করছি ছাত্রছাত্রী মিড ডে মিলে খাবারের জন্য যে বরাদ্দ দেওয়া হয়, তা খুবই কম। তাতে পুষ্টিযোগ্য খাবার দেওয়া সম্ভব নয়। একারণে মিড ডে মিল প্রকল্পের জন্য ছাত্রছাত্রীদের খাবারের জন্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে। দ্বিতীয়তঃ পশ্চিমবঙ্গের তেরো বছর ধরে মিড ডে মিল কর্মীদের এক টাকাও বেতন বৃদ্ধি হয় নি। সারা পৃথিবীতে কোথাও এরকম ঘটনার নজির নেই। আর মিড ডে মিল কর্মীদের খাবারের জন্য কোনও আইনি সংস্থান নেই। এটাও মানবিক আইন বিরোধী। আমাদের দাবি তাদের খাবারের জন্য আইনসঙ্গত অধিকার দেওয়া হোক। মিড ডে মিল বাস্তব অর্থে বাচ্চাদের খাবার। এই খাবারের অর্থে যারা দুর্নীতি করবে, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক। বাচ্চাদের খাবারের টাকা চুরি নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর এক কথায় সামাজিক ও ঘৃণ্য অপরাধ। জনস্বার্থে এই অপরাধের বিরুদ্ধে উপযুক্ত তদন্ত হোক এবং প্রকৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে যথার্থ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাই।'

দেশ বিদেশে পাড়ি দিতে প্রস্তুত জয়নগর

প্রথম পাতার পর

তবে, জয়নগর স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের বাইরে বাস রাস্তার পাশে 'শ্রীকৃষ্ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডার' আজও ইতিহাসের সাক্ষী বহন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই দোকানের খ্যাতি বুঁচকিবাবুর দোকান হিসেবেই। কিন্তু,গুণগত মান,মোয়ার দামেরও হেরফের এবং স্বাদের খ্যাতিতে এই দোকানকেও এখন টেক্কা দিয়ে ওভার বাউন্ডারি হাঁকাচ্ছেন কমলা মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, পঞ্চানন মিষ্টান্ন ভাণ্ডার কিংবা রামকৃষ্ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মোয়া।দেড়শো টাকা কেজি থেকে দাম পৌঁছতে পারে ৫০০-৬০০ টাকা কেজিতেও।এমনকি ৭০০ টাকাও হতে পারে। এক-এক কেজিতে কুড়িটি করে মোয়া। খাঁটি জয়নগরের মোয়ার ক্ষেত্রে কণকচূড় ধানের খই আর নলেনগুড়ের রসায়নটাই আসল হয়ে দাঁড়ায়। মরিশাল নামে খইয়ের ধানও চাষ হয়। স্বাদে, গন্ধে কনকচূড়ের থেকে ঢের পিছিয়ে এই ধান। অথচ, কলকাতা ও শহরতলির বাজারে 'জয়নগরের মোয়া' তকমার আড়ালে গজিয়ে উঠেছে এই মরিশাল খইয়েরই মোয়া। একইসঙ্গে, আসল নলেন গুড় পাওয়াও দুষ্কর হয়ে উঠেছে এখন। উৎকৃষ্ট মোয়ার জন্য প্রয়োজন খাঁটি নলেন গুড়। জিরেন কাঠের খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করেন শিউলিরা। রেখে দেন তিন দিন। তারপর, সেই রস উনুনে একমাত্র খড় জ্বালিয়ে তৈরি হয় নলেন গুড়। এই নলেন গুড় আর কনকচূড়ের গুণমানে খামতি হলে প্রয়োজন পড়ে কৃত্রিম রং, ফ্লেভারের। যাঁরা রসিক, তাঁদের জিভ দিব্যি ধরতে পারে সেই 'নকল' স্বাদ।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপি-কাকদ্বীপ-নামখানা এলাকায় ১৫০ একরেরও বেশি জমিতে আজো চাষ হয় কনকচূড় ধান। জিরেন কাঠের খেজুর রস আবার দুর্লভ হচ্ছে দিন-দিন। হেমন্ত কালের শেষলগ্ন হতেই মোয়া তৈরির মরসুম শুরু হয়ে যায় জয়নগর-মজিলপুর-বহড়ুর বিস্তীর্ণ এলাকায়। অসংখ্য পরিবারের সারা বছরের রোজগার এই মাত্র কয়েক মাসের মোয়া তৈরি ও বিক্রি থেকেই। যা আয় হয় তার উপর সারা বছর নির্ভর করতে হয়। মোয়াতে নলেন গুড়, খইয়ের সঙ্গে মিশ্রণ হয় গাওয়া ঘি, এলাচ, পেস্তা, খোয়া ক্ষীর। ওপরে কিসমিস, কাজু। ঘি, পেস্তা, ক্ষীরের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে দামের হেরফের ঘটে। চাহিদা বাড়লেও দাম ঊর্দ্ধমুখী হয় মাঝেমাঝেই। জয়নগরের মোয়ার আধিপত্যে কীভাবে যেন বিস্মৃতির আড়ালে চলে গিয়েছে মোয়ার আবিষ্কর্তা যামিনীবুড়োর গ্রাম বহড়ু। যদিও, বহড়ুর মোয়ার স্বাদ কিন্তু মোটেও পিছিয়ে নেই জয়নগরের মোয়ার থেকে। বহড়ু বাজারের ওপরেই 'শ্যামসুন্দর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের' মোয়া বিখ্যাত। প্রায় একই উপাদান, কিন্তু জয়নগরের মোয়ার থেকে বহড়ুর মোয়া নরম। জয়নগরের মোয়ায় ক্ষীরের আধিক্য সামান্য বেশি, আর বহড়ুর মোয়ায় গুড়ের। স্বাদের বিচারে কে সেরা তা নিয়ে অবশ্য রসিকদের মধ্যে বিবাদের শেষ নেই।স্বাদে পিছিয়ে না থাকলেও খ্যাতিতে বহড়ুর মোয়া ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারেনি জয়নগর। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, বহড়ুও বৃহত্তর জয়নগরেরই অংশ। সেই যুক্তিতে বহড়ুর মোয়াও জয়নগরের মোয়া। বহড়ুর মোয়া-বিক্রেতা-নির্মাতারা এই কথা মোটেও মানতে চান না। খ্যাতিতে পিছিয়ে থাকলেও আলাদা অস্তিত্বের এই গৌরব তাঁরা ছাড়তে রাজি নন।জয়নগর-বহড়ুর খাঁটি মোয়ার স্বাদে সিংহভাগ বাঙালিই কিন্তু বঞ্চিত। অথচ, বাজার ভরে আছে নকল 'জয়নগরের মোয়ায়'। বাক্স খুললেই হলুদ পাতলা পলিথিনের ভিতর থেকে যে মোয়া উঁকি মারে, তাদের জন্মস্থল জয়নগর কিংবা বহড়ুর ধারেকাছেও নয়। উপকরণ, স্বাদ খামতি সবদিকেই। উপায় নেই, তাই জেনে-বুঝেই কনকচূড়, আসল নলেন গুড়, ক্ষীর, পেস্তা, এলাচের সেই মধুমণ্ডের বদলে 'জয়নগরের মোয়া'র তকমা সাঁটা মরীচিকার দিকেই ছুটে চলেছে মোয়া প্রেমী সাধারণ মানুষ। বাজারে আরো জাঁকিয়ে বসে ছদ্মবেশী 'জয়নগরের মোয়া'র দোকান। এই নকল মোয়াদের ভিড় থেকে আসল মোয়া খুঁজে বের করা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। খাঁটি মোয়া চাখার উপায় আপাতত একটাই। একবার সময় বের করে, গা ঝাড়া দিয়ে জয়নগরগামী কোনো ট্রেনে উঠে পড়া। এরপর, বহড়ু কিংবা জয়নগর-মজিলপুর নেমে পড়া। তারপর মোয়ার জন্মস্থানে একটু চেখে নেওয়া। তারপর সেই স্বাদ হবে ইতিহাস।

জেলা শাসকের করন, দক্ষিন ২৪ পরগনা

নাজিরখানা দপ্তর, আলিপুর

স্মারক নং ৬২২/এন.জেড/জি.এস.মেলা-২০২৪ তাং ৭/১২/২০২৩

১) আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলা,২০২৪ উপলক্ষে আগামী ৮ই জানুয়ারী থেকে ১৭ই জানুয়ারী ২০২৪ পর্যন্ত গঙ্গাসাগর মেলা প্রাঙ্গন ও সংলগ্ন স্থান, কচুবেরিয়া, চেমাগুরী, বেনুবন, কাকদ্বীপ এবং নামখানায়, বিভিন্ন দোকান, হোটেল ও অন্যান্য ব্যবসা করতে ইচ্ছুক ব্যবসায়ীবৃন্দের অথবা যাত্রীনিবাস, যাত্রী শিবির করতে ইচ্ছুক বেসরকারী ভ্রমন সংস্থার অথবা বিভিন্ন প্রকার বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছুক বেসরকারী বিজ্ঞাপনদাতাদের অথবা যাত্রীছাউনি বা চিকিৎসা ছাউনি দিতে ইচ্ছুক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কাছ থেকে অস্থায়ীভাবে জমির বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য বা বিজ্ঞাপন দেওয়ার স্থানের জন্য নির্দিষ্ট বয়ানে আবেদনপত্র / দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে ।

২) ১৫ই ডিসেম্বর,২০২৩ থেকে ২৮শে ডিসেম্বর,২০২৩ এর মধ্যে নির্ধারিত ফর্মে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। আবেদনপত্র প্রাপ্তি ও জমা দেবার স্থান নিম্নরূপ :-

(ক) দোকান / হোটেল ও অন্যান্য ব্যাবসায়ীর ক্ষেত্রে সাগর / কাকদ্বীপ / নামখানা বি.এল এন্ড এল.আর.ও দপ্তর।

(খ) অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে জেলা নাজিরখানা দপ্তর, জেলাশাসক, দক্ষিন ২৪ পরগনা আলিপুর।

৩) জমি বন্দোবস্তের নির্ধারিত মূল্য এবং অন্যান্য শর্তাদির বিবরন ফর্মের সঙ্গে পাওয়া যাবে।

৪) বিশদ বিবরনের জন্য জেলাশাসকের দপ্তরের আলিপুর কার্যালয়ে নাজিরখানা দপ্তরে যোগাযোগ করতে পারবেন।

স্বাঃ/-

অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি অধীগ্রহন)
দক্ষিন ২৪ পরগনা, আলিপুর

মহানগরে

আলাদা স্বীকৃতির দাবিতে প্রতিবাদে বায়োকেমিক চিকিৎসকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি বায়োকেমিক বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে স্বীকৃত। ভারতবর্ষেও বায়োকেমিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে চিকিতসা হলেও এটিকে আলাদাভাবে স্বীকৃতি দেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার। বায়োকেমিক চিকিৎসকদের দাবী, বায়োকেমিক চিকিৎসাকে হোমিওপ্যাথির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে এক সঙ্গে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এটা কোনো ভাবেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তারা বায়োকেমিকের আলাদা ভাবে স্বীকৃতি চান। ১৯৬৮ সালে ভারতবর্ষের সংসদে যে বিল পেশ হয় সেই বিলের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭০ সালে আয়ুর্বেদ, ইউনানী, সিদ্ধি সংসদে পাস হয়। বায়োকেমিক এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে হোমিওপ্যাথি স্বীকৃতি লাভ করে। এর মূল কারণ হল বায়োকেমিক ঔষধের গুণগত মান বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত এবং সর্বজনবিদিত। ফলে সহজেই স্বীকৃতি লাভ করে হোমিওপ্যাথি। এর ফলে বঞ্চনার শিকার হয় বায়োকেমিক চিকিৎসকরা। বায়োকেমিকের আবিষ্কারক ও চিকিৎসা পদ্ধতি আলাদা হলেও পৃথক কাউন্সিলের অন্তর্ভুক্ত করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ বায়োকেমিক আদালতের দারস্ত হয় বায়োকেমিক চিকিৎসাকে আলাদা করে স্বীকৃতির দাবীতে। দীর্ঘ মামলার পর ১৯৯৩ সালে কলকাতা হাইকোর্ট কাউন্সিলের পক্ষে রায় দেয়। কিন্তু তার পরেও সরকার এটিকে স্বীকৃতি দেয়নি। এর পর ২০১১ সালে আবারো বায়োকেমিককে স্বীকৃতির দাবীতে ডাক্তার টি. কে বাগচী সহ একাধিক চিকিৎসকরা মিলে আদালতের দারস্থ হয়। ২০১২ সালে হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রককে নির্দেশ দেয় ১৬ সপ্তাহের মধ্যে সেন্ট্রাল কাউন্সিল অফ বায়োকেমিককে বায়োকেমিকের আলাদা কাউন্সিল গঠনের অনুমোদন দিতে হবে। হাইকোর্টের রায়কে উপেক্ষা করে আজ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক তা না করে বায়োকেমিক চিকিৎসকদের সঙ্গে বঞ্চনা করে চলেছে। ফলে বিপাকে পড়েছেন লক্ষ লক্ষ চিকিৎসক সহ রোগীরা। দীর্ঘ এই বঞ্চনার প্রতিবাদে কলকাতার রাজপথে নেমে আন্দোলনে সামিল হলো শত শত চিকিৎসক। চিকিৎসকরা ধর্মতলার রানী রাসমনী রোড থেকে মিছিল করে গান্ধী মূর্তি পর্যন্ত আসেন। পরে কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে চিকিৎসকরা জানান,এ লজ্জা গোটা দেশের লজ্জা। এ লজ্জা স্বাধীন ভারতের লজ্জা। এর সুরাহা না হলে এই আন্দোলন জারি থাকবে এবং আগামীতে দিল্লির যন্তর মন্তরে হাজার হাজার ডাক্তারের সমন্বয়ে আন্দোলন গড়ে তুলবেন তারা।

সংস্থার সেক্রেটারি ডক্টর এন. সি বাগচী বলেন, যতদিন না কাউন্সিলকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে ততদিন তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। যে ডাক্তারদের থাকার কথা হসপিটালে তারা কেন রাস্তায় মিছিল করবে? এর সমাধান সরকারকেই করতে হবে।

দৃষ্টিহীনদের মহাসম্মেলন

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী : বিশ্বপ্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে ৩ ডিসেম্বর শৈলেন সরকার বিদ্যালয় অডিটোরিয়ামে শ্যামপুকুর 'আস্থা' ও যাধবপুর 'নতুন স্বপ্ন' সংস্থার উদ্যোগে দৃষ্টিহীনদের মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। সকাল ৮টায় বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধীরা সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ–এ পদ যাত্রায় অংশ নিয়ে শ্যামপুকুর স্ট্রীটের বিদ্যালয়ে জমায়েত হন। এদের অভ্যর্থনা জানাতে বহু শিক্ষাবিদ, প্রশাসনিক, সমাজকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

নকল দলিল দিয়ে মিউটেশনের আবেদন জমা পড়ছে পুরসভায়

বরুণ মণ্ডল

কলকাতাস্থিত বেশকিছু মালিকানাবিহীন ও বিতর্কিত মালিকানার জমি অসাধু প্রোমোটার বা ডেভলপাররা নিজেদের বা চেনাপরিচিত ব্যক্তির নামে নকল দলিল ও বেআইনি কাগজপত্র দিয়ে নিজেদের নামে মিউটেশনের জন্য দরখাস্ত করছে। এমনই অভিনব অভিযোগ ২৫ নভেম্বর কলকাতা পৌরসংস্থার পৌর অধিবেশনে তুলে ধরলেন দক্ষিণ কলকাতার ৬৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি সুদর্শনা মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু অসাধু ব্যক্তি নকল দলিলের মাধ্যমে কলকাতা পৌরসংস্থাস্থিত মালিকানাবিহীন ও বিতর্কিত মালিকানায় যেসব সম্পত্তি আছে তা বেআইনি কাগজপত্রের মাধ্যমে নিজেদের নামে মিউটেশনের জন্য দরখাস্ত করছে। ইদানিংকালে এরা ৪৩বি, বালিগঞ্জ প্লেস ৩৮ ও ৯৪এ, বালিগঞ্জ গার্ডেন্স এবং ১/১ মণি মুখার্জী রোডে অবস্থিত সম্পত্তি গুলি বেআইনি ভাবে দখল করে আছে। এরা কোনও বৈধ কাগজপত্র দাখিল করতে পারছে না। উপরন্তু কলকাতা পৌরসংস্থার মূল্যবান সময় নষ্ট করছে। কলকাতা পৌরনিগমের আইনানুযায়ী এই সমস্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জালিয়াতির ধারানুযায়ী বা অন্য কোনও সাজা বা আইনত পদক্ষেপ নিতে পারি, যার দ্বারা এমন ব্যক্তিরা আগামী দিনে আমাদের সময় নষ্ট করতে না পারে বা অধিবেশনের সময় নষ্ট করতে না পারে। কারণ সাম্প্রতিক কালে যেটা হল, গত আগস্ট মাসে ৪৩বি বালিগঞ্জ প্লেস, প্রথম থেকেই তাঁরা কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। পৌরসংস্থা থেকে নিয়ম মতো তাদের হেয়ারিং দেওয়া হয়েছে। ঠিকই আছে। এইসব ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আগামীদিনে এভাবে সময়, অর্থ, ম্যান পাওয়ার যেন নষ্ট না হয়। সুতরাং পৌর অধ্যক্ষা ও পৌরসংস্থার মহানাগরিককে এদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রস্তাব রাখছি।

এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, যে ঠিকানা গুলি বলেছেন, তার মধ্যে জানাই যে, ৪৩বি বালিগঞ্জ প্লেসের জমিটির মিউটেশনের সুনানি চলছে। এবং তার জমিটা যথাযথ কিনা জানতে আমি আইজি রেজিস্ট্রেশনের কাছে পাঠাতে বলেছি। ৩৮ বালিগঞ্জ গার্ডেন্সে একটি অ্যাসেসি রয়েছে এবং ৯৪এ বালিগঞ্জ গার্ডেন্সে চারটি অ্যাসেসি রয়েছে। এর কোনওটাইতে গত ১০ বছরের মধ্যে কোনও মিউটেশনের আবেদন জমা পড়েনি। ফলত, সম্পত্তির দলিল সংক্রান্ত কোনও সংশয় উপস্থিত থাকার কারণ হয়নি। আর বর্তমান রেকর্ড অনুসারে সিস্টেমে ১/১ মণি মুখার্জী রোডস্থিত প্রেমিসেসটির কোনও অস্তিতই নেই। কিন্তু পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে, একটি আস্ত বাড়ি। তাতে ১/১ মণি মুখার্জী রোড এই ঠিকানা ব্যবহার করা হচ্ছে। এটা ৫০ বছরের পুরনো বাড়ি। তাতে আবার চারটি টেনেন্ট রয়েছে এবং তাতে একটি ক্লাবও বিদ্যমান। আগামী দিনে উক্ত প্রেমিসেসের সাপেক্ষে মিউটেশনের আবেদন জমা পড়লে সাবধানতা অবলম্বন করবেন। আর দলিলের যথাযথ বিচারের জন্য আইজি রেজিস্ট্রেশন দপ্তরের কাছে যেতে হবে। এবং সেইমতো সিস্টেমে নোট করা হবে।

মহানাগরিক বলেন, পৌর অ্যাসেসমেন্ট দপ্তরকে ইতিমধ্যেই একটা নোট দিয়েছি যে, যখনই কোনও দলিল জমা পড়বে তখনই তার বিষয়ে অন্ধের মতো অ্যাসেসমেন্ট না করে দিয়ে আইজিআরএ – এর কাজ থেকে এটা ঠিক কিনা সেটা জেনে নিতে হবে। আর যদি দেখা যায়, এটা ফলস্ দলিল। তাহলে থানায় ডাইরি করে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। যে আইন আছে, তাতে যদি জালিয়াতি ডকুমেন্ট কেউ জমা দেয় তার নামে ফরজারি কেস হবে। এবং যারা জমা দিচ্ছে তারাও অ্যারেস্ট হবে।

বেহালায় ৫০ বছরের রাস্তায় আজও নিকাশি সমস্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থা বেহালার ১৩১ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর ও ১৩২ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ সীমান্ত বরাবর ব্যস্ততম রোড বনমালী নস্কর রোডে (শুরু বেহালা থানার মোড় থেকে বেহালা কলেজ পর্যন্ত) কোনও ভূগর্ভস্থ নিকাশি ব্যবস্থা নেই। যার ফলে ওই রাস্তা লাগোয়া দু'পাশের সমস্ত বাড়ি গুলির নিকাশি ব্যবস্থায় খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে বলে স্থানীয় ১৩২ নম্বর ওয়ার্ড পৌরপ্রতিনিধি সঞ্চিতা মিত্রের বক্তব্য। তার আরও বক্তব্য, সামান্য বৃষ্টিতেও বনমালী নস্কর রোডে এবং লাগোয়া বাড়ি গুলিতে বর্ষার জল দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এই রাস্তার পাশেই রয়েছে বেহালার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্কুল 'বেহালা হাই স্কুল' (উ:মা:)। বর্ষায় এই স্কুলের সমস্ত চত্বরে হাঁটু অবধি জল জমে যায়। সেই জল সরতে দীর্ঘ কয়েকদিন লেগে যাচ্ছে। ফলে স্কুল পরিচালনায় ভীষণ অসুবিধা হয়। স্কুলের শিক্ষক–শিক্ষিকা থেকে শুরু করে অভিভাবকরা প্রতি বছর এসে একই অভিযোগ জানায়। এই বনমালি নস্কর রোডটি চওড়ায় ৬০ ফুটের। এই রাস্তাটিকে আমি দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে দেখছি। একই ভাবে রয়েছে। এই রাস্তায় ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালা তৈরি হলে ১৩১ ও ১৩২ দু'টি ওয়ার্ডবাসী একই ভাবে উপকৃত হবে।

এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা পৌরসংস্থার নিকাশি দফতর মেয়র পারিষদ বেহালারই বাসিন্দা তারক সিং বলেন, ওই রোডে এখন যে নিকাশি নালাটি আছে তা দিয়েই ওইখানে বাড়ির নিকাশি জল বেরিয়ে যায়। তবে এই নিকাশি নালাতে যে সমস্যাটা ছিল, সে কাজটা এবার পুরোটাই করে দেওয়া হয়েছে। জল বেহালা ফ্লাইং ক্লাবের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু স্থানীয় ১৩২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি, যেটা বলছে সেটাও সত্য যে, ওই রাস্তায় কোনও ভূগর্ভস্থ নিকাশি নালা তৈরি হয়নি। তার কারণ হল, ওই রাস্তায় একটা বড়ো পরিস্রুত পানীয় জলের পাইপ রয়েছে। প্রতিবেশী দুই পৌরপ্রতিনিধির মধ্যে ঝগড়াঝাঁটির ফলে ওই বড়ো পাইপটি কিভাবে 'সিফ্ট' করা যাবে তার সিদ্ধান্ত হচ্ছে না। কিন্তু স্থানীয় মানুষের কোনও অসুবিধা যাতে না হয় তাই বর্তমান নিকাশি নালার পুরোটাই পরিষ্কার করা হয়েছে। আর জল জমবে না। তথাপি এই প্রস্তাবকে গুরুত্ব দিয়ে আমি জল সরবরাহ দফতর ডিজি ও আমার নিকাশি দফতরের ডিজি'কে একসঙ্গে ডেকে নিয়ে ওই পাইপটি সরানোর বিষয় কথা বলবো।

লেন্স বার্তা

মাঠে পড়ে : হঠাৎ অকাল বৃষ্টিতে মাঠে পড়ে রয়েছে ধান।
তথ্য ও ছবি – অভীক মিত্র

ভাঙাগড়া : বর্তমান কলকাতার ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডে পূর্বতন সাউথ সুবার্বান পৌরসভা তাদের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ডা. এ. কে.পাল রোডে বেহালায় প্রথম হরিজনদের বসবাসের জন্য এই জায়গায় একটি ত্রিতল আবাস গৃহ তৈরি করে।প্রায় ২০০ মানুষের বসবাসরত বর্তমান কলকাতা পৌরসংস্থার বাড়িটি 'বিপজ্জনক' অবস্থান দাঁড়িয়ে ছিল। নয়া ভবন তৈরি জন্য এখন সেটি ভাঙার কাজ চলছে। **ছবি :** অরুণ লোধ

ত্রিশূল : ভিন রাজ্যের নিম্নচাপ, বহুতল নির্মাণ ও নালার কাজ, ত্রিফলায় বেহাল বেহালার রাজা রামমোহন রায় রোড।

গ্যারান্টি : উন্নয়ন নিশ্চিত করতে ঠাকুরপুকুর এস বি পার্কে ভার্চুয়াল মিটিংয়ে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর। **ছবি :** অভিজিৎ কর

আমাদের শিক্ষাঙ্গন

সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে বাদামতলা হাই স্কুল (উঃ মাঃ)

রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী

সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে শিক্ষা বিস্তারের মহান আদর্শকে সামনে রেখে সমাজে নিজের গৌরবময় উজ্জ্বল উপস্থিতি আজও সমানভাবে অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছে যে বিদ্যালয় সেই বাদামতলা হাইস্কুলের (উঃ মাঃ) ইতিবৃত্ত রয়েছে এবারের আমাদের শিক্ষাঙ্গণের পাতায়। দক্ষিণ ২৪ পরগণার বজবজ ১ নং ব্লকের অন্তর্গত চড়িয়ালের নিকটবর্তী কে পি মণ্ডল রোডস্থিত বাদামতলা হাইস্কুলটি ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যেটি বর্তমানে সগৌরবে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে।

বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তনের ইতিহাস

বিদ্যালয়ের ইতিহাস প্রসঙ্গে বর্তমান পরিচালন সমিতির সভাপতি ও একদা এই বিদ্যালয়েরই প্রাক্তন সহকারী প্রধান শিক্ষক মোশারফ হোসেন বিদ্যালয়ের ধারাবাহিক ক্রম অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন। ১৯৭৩ সালে স্থানীয় কিছু শিক্ষানুরাগী ও হিতাকাঙ্খী ব্যক্তির প্রচেষ্টায় জয়চণ্ডীপুর, বাগমারী, ব্যঞ্জনহেড়িয়া ও চড়িয়ালের সন্নিকটে ''বাদামতলা জুনিয়র হাইস্কুল (সহশিক্ষণ)'' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তৎকালীন চড়িয়াল এলাকার মধ্যে কোনো মাধ্যমিক বিদ্যালয় না থাকায় ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সমস্যার কথা ভেবে কয়েকজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি জনাব আলহাজ সেখ সওকাল আলী সাহেব ও মরহুম জনাব সেখ রুহুল আমীন সাহেবের যৌথ প্রচেষ্টায় এবং সঙ্গে মরহুম ডাঃ এম আমেদ সাহেব ও জনাব নাসিরউদ্দিন সাঁফুই সাহেব সহ এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ও এলাকাবাসীর পূর্ণ সহযোগিতায় 'জয়চণ্ডিপুর ইউ পি মক্তব'–এর উপরে দ্বিতল গৃহ নির্মাণ করে জুনিয়র হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৭৩ সালের ২ জানুয়ারি থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মর্নিংয়ে জুনিয়র হাইস্কুলের ক্লাস শুরু হয়। সেই সময় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন জনাব হাজী সেখ সওকত আলী সাহেব। পরে বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য ১৬ জনের একটা কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির যৌথ প্রচেষ্টায় এবং ধনী ব্যক্তি ও গ্রামবাসীদের আর্থিক সহায়তায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপরে দ্বিতল গৃহ এবং রাস্তার ধারে দান ও খরিদা সম্পত্তিতে পাঁচ ইঞ্চি ইঁটের গাঁথনীতে টিনের সেডের দু'কামরা গৃহ নির্মাণ করা হয়। এই চার কামরা গৃহে জুনিয়র হাই স্কুলের চারটি ক্লাস শুরু হয়। এইখানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গায়ে একটা বাদামগাছ ছিল তা থেকে এর বাদামতলা নামকরণ হয়।

এই জুনিয়র হাই স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন অ্যাডভোকেট জনাব নুরউদ্দিন সাঁফুই সাহেব। ১৯৭৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নিকট মাত্র ২৫ টাকা দিয়ে unrecognized স্কুলের নাম নথিভুক্ত (Registration) করা হয়। এরপর জনাব সেখ আব্দুল হান্নান সাহেব প্রধান শিক্ষক হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। দীর্ঘদিন ধরে নানা প্রতিকূলতা ও ঘাত–প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে জনাব নাসিরউদ্দিন সাঁফুই সাহেবের প্রচেষ্টায় বজবজের তৎকালীন বিধায়ক স্বর্গীয় ক্ষিতিভূষণ রায় বর্মণের উদ্যোগে ১৯৭৫ সালের মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ২৫ টাকার Registration এর ভিত্তিতে ১.১.১৯৮৬ থেকে বিদ্যালয়টি জুনিয়র হাইস্কুলের সরকারী অনুমোদন পায়। সেক্ষেত্রে ১.১.১৯৮৬ সাল থেকে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণি এবং ১.১.১৯৮৭ থেকে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণি চালু হয়। ২০০০ সালের মে মাস থেকে বিদ্যালয়টি মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয়। ২৭.৭.২০০৬ সাল থেকে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক বিদ্যালয়টি উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয় কেবলমাত্র কলা বিভাগে।

এলাকার শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয়ের গুরুত্ব

বিদ্যালয়ের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রী দীপঙ্কর সাধুখাঁ বলেন অঞ্চলটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা এবং আর্থ–সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে থাকায় 'বাদামতলা হাইস্কুল' নিকটবর্তী অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা অর্জনের বড় ভরসা। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই ফার্স্ট জেনারেশন

লার্নার, তাই শিক্ষাদান করাটাও যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের বিষয়। জুনিয়র হাইস্কুল অনুমোদিত হওয়ার সময় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ২৯৪ জন। ২০১৩–১৪ সাল নাগাদ ছাত্রসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৩৭৬ জন। কিন্তু লক–ডাউন পরবর্তী সময়ে নানা আর্থ–সামাজিক কারণে বর্তমানে ছাত্রসংখ্যা ৮৫০ হয়েছে। ছাত্র–ছাত্রী অনুপাত প্রায় ৪০:৬০। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে I.O.C Botling Plant, সাংসদ ও বিধায়ক কোটা, সর্বশিক্ষা কমিশনের আর্থিক সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের কলেবর বৃদ্ধি পায় ও পরিকাঠামো উন্নত হয়। ফল স্বরূপ এলাকার বিপুল অংশের ছাত্র–ছাত্রীদের আজ আর বাইরের স্কুলে যেতে হচ্ছে না। নিঃসন্দেহে এই ঘটনা এলাকার গর্ব।

বিদ্যালয়ের শিক্ষামূলক, সামাজিক ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দীপঙ্কর সাধুখাঁ বলেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানের লক্ষ্যই হল ছাত্রছাত্রীদের সার্বিক উন্নয়ন সাধন। তাই লেখাপড়ার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, খেলাধূলা, সৃজনশীল কর্মে সারাবছর ধরে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করা হয়।

সহজ পাঠক্রমিক কার্য্যাবলীর মধ্যে নিয়মিত অঙ্কন, আবৃত্তি, নৃত্য, গীতি, বিতর্ক চর্চার সাথে সাথে আন্তঃশ্রেণী বিজ্ঞান মডেল তৈরি, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

সামাজিক কর্মসূচির অংশ হিসাবে ছাত্রছাত্রীরা নির্মল বিদ্যালয় অভিযান, বৃক্ষরোপণ, কুসংস্কার বিরোধী প্রচার ও সচেতনতা বৃদ্ধি, বাল্যবিধবা রোধে সচেতনতা শিবির, পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। এছাড়াও বিদ্যালয়ে মহাপুরুষের জন্মদিবস ও জাতীয় দিবসগুলি যথাযথ মর্যাদা সহকারে পালন করা হয়ে থাকে।

বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যারা খুব উচ্চশিক্ষা নিতে পারবে না, তাদের মধ্যে অষ্টম শ্রেণি ও মাধ্যমিক পাশ করার পর ২০০৮ সাল থেকে বজবজের মধ্যে প্রথম পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক বৃত্তিমূলক কারিগরী শিক্ষার পঠন–পাঠনের অনুমোদন পায়। অষ্টম শ্রেণী পাশ ছাত্রছাত্রীদের জন্য ১) আমিন সার্ভে ২) হেলথ ওয়ার্কার ৩) টেলিফোন ও মোবাইল সেট রিপেয়ারিং এবং দশম পাশ ছাত্রছাত্রীদের জন্য (ক) কম্পিউটার অ্যাসেম্বল অ্যান্ড মেইনটেনেন্স, (খ) মেইনটেনেন্স, রিপিয়ারিং অ্যান্ড ইলেক্ট্রিকল ডোমেসটিক অ্যাপ্লায়েন্সেস (MRED) (গ) ইনটেরিয়ার ডেকরেশন এই সর্বমোট ৬টি ট্রেড রয়েছে। এছাড়া প্রতি তিন বছর অন্তর 'উত্তরণ' নামক ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়।

সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠানের রূপরেখা

আসন্ন সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ের সভাপতি মোশারাফ হোসেন জানান, আগামী ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর ২০২৩ দুদিন ব্যাপী সাড়ম্বরে 'সুবর্ণ জয়ন্তী' উৎসব পালন করা হবে। এতদুপলক্ষ্যে ২১ ডিসেম্বর বজবজ ব্লক ১ এর বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শ্রেণিভিত্তিক অঙ্কন, আবৃত্তি, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, প্রবন্ধ পাঠ, গল্প বলা, প্রবন্ধ রচনা, ক্যুইজ ইত্যাদি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও ওই দুদিন বেলা ১১টা থেকে ৪ টা পর্যন্ত থাকবে বিভিন্ন খেলা ও মডেল প্রদর্শনী। মূল অনুষ্ঠান শুরু হবে প্রভাতফেরী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। উক্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব মহাশয়। জেলা পূর্ত ও পরিবহন কর্মাধ্যক্ষ, জেলা পরিষদ সদস্য জাহাঙ্গীর খান সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

এই প্রসঙ্গে মোশারফ বাবু জানান, আগামীদিনে এই বিদ্যালয়কে নিয়ে তাদের একাধিক পরিকল্পনা রয়েছে। বিদ্যালয় সংলগ্ন খালের পাশ্ববর্তী বিদ্যালয়ের জমিতে নতুন ভবন নির্মাণ করে সেখানে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ চালু করা, এছাড়া একটি প্রাতঃকালীন বিদ্যালয় চালু করা, বিদ্যালয়ের তৃতীয় তলের ওপরে সোনার প্যানেল স্থাপনের ব্যাপারে উদ্যোগে নেওয়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে বিদ্যালয়ের নিজস্ব NCC ইউনিট খোলারও পরিকল্পনা রয়েছে। সবদিক থেকে এলাকার শিক্ষা মানচিত্রে বিদ্যালয়টি স্বতন্ত্র ও কার্যকরী ভূমিকা নিতে চলেছে।

সবশেষে বিদ্যালয়ের সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুবর্ণ জয়ন্তী। এই উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন সহ বর্তমান সকল ছাত্রছাত্রী সহ অভিভাবকবৃন্দ এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এই বিশেষ প্রতিবেদন প্রস্তুত করার জন্য 'আলিপুর বার্তা'কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

মাঙ্গলিকী

সরস্বতী নাট্যশালার সপ্তম নাট্যোৎসব

কৃষ্ণচন্দ্র দে

নেতাজী নগর সরস্বতী নাট্যশালা আয়োজিত ৭ম সরস্বতী নাট্যোৎসব। স্থান– মুক্তাঙ্গন রঙ্গালয়

স্মরণে শ্রদ্ধায় রতন কুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

বিগত কয়েক বছর ধরে সরস্বতী নাট্যোৎসব উদযাপন করে আসছে নেতাজীনগর সরস্বতী নাট্যশালা। এ বছর এই উৎসব ৭ম বছরে পদার্পণ করল। ১৭ থেকে ১৯ নভেম্বর ২০২৩, মুক্তাঙ্গন রঙ্গালয়ে। উদ্বোধক ড. হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায় এবং দলের সমাপদক জয়িতা লাহা। উভয়ে মিলে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উৎসবের প্রারম্ভিক সূচনা করেন। অতিথি বৃন্দকে উত্তরীয় ফুল মিষ্টি দলের স্মারক এবং ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবুল কালাম মহাশয়ের রচিত সন্ধিক্ষণ পুস্তকটি উপহার হিসাবে প্রদান করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করলেন প্রেমাঞ্জন দাশগুপ্ত। প্রাথমিক ভাষণে হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায় (সদস্য সচিব পশ্চিমবঙ্গ নৃত্য নাটক, সঙ্গীত ও দৃশ্যকলা একাডেমি) বললেন– নাটকের উৎসবগুলি আমাদের বাঁচতে শেখায়। সরস্বতী নাট্যশালা অনেকদিন ধরেই এই সুযোগ করে দিচ্ছে। আমি তাদের সকল সদস্যবৃন্দকে শুভেচ্ছা ও সাধুবাদ জানাই। দলের সম্পাদক জয়িতা লাহা সংক্ষিপ্ত ভাষণে বললেন নাটকের মঞ্চায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে আমার সেভাবে যোগদান করা হয়ে ওঠে না কিন্তু নাটকের সঙ্গে আছি এবং থাকবো। এরপর শুরু হল পরপর দুটি নাটক। প্রথমটি 'কল্মষ' দ্বিতীয়টি 'কানামাছি।'

কল্মষ– নাট্যকার সাত্যকি সরকার। কাহিনি শুভাশিস খামারু নির্দেশনা অসীম ভট্টাচার্য। নাটকটি এ যুগের নব ধারাপাত। আমাদের বিভিন্ন দিক দিয়ে ভরিয়ে তুলল। নাটকটির সংলাপ বেশ যুতসই। অঙ্গন প্রযোজিত নাটকটি দার্শনিক বক্তব্যে ভরপুর। অভিনয়ে ছিলেন ভগবান মণ্ডল চরিত্রে অসীম ভট্টাচার্য, হর্ষজিৎ চরিত্রে সাত্যকি সরকার সংগ্রাম চরিত্রে দীপঙ্কর ঘোষ এবং খ্যাপা চরিত্রে শংকর চক্রবর্তী। ভগবান মণ্ডল চরিত্রটা আসলে কে? সেটা পরিষ্কার হল না। খেয়া পারাপারের মাঝির মুখে এমন দার্শনিক কথা চরিত্রের সাথে গেল কি? দ্বিতীয় নাটক নটসেনা প্রযোজিত 'কানামাছি ভোঁ ভোঁ।' নাট্যকার মৈনাক সেনগুপ্ত, নির্দেশনায় দুর্গা চক্রবর্তী।

মহা ভারতের বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে বিশ্লেষণ মূলক প্রহসন ধর্মী উপস্থাপনা। দর্শকবৃন্দ বেশ উপভোগ করেছেন। এ ধরনের নাটকে দুর্গা চক্রবর্তীর বিশেষ পারদর্শিতা আগে ও প্রমাণিত হয়েছে। অভিনয়ে ছিলেন দুর্গা চক্রবর্তী, সুদীপ ব্যানার্জী, সুহৃদ মুখার্জী, শ্যামল দাস, স্বাতী কোলে, দুলাল দেবনাথ, রানা সরকার, অরিজিৎ বিশ্বাস, তীর্থঙ্কর ঘোষ এবং উৎপল বারুই। ১৮ নভেম্বর অভিনিত হল দুটি নাটক ১) 'আকাশ আজও নীল, ২) নবজাতক।'। 'আকাশ আজও নীল' প্রযোজনা নবদ্বীপ সায়ক। নাট্যকার শিবশংকর চক্রবর্তী নির্দেশনা রঞ্জন রায়। সাদামাটা কাহিনি, মোটাদাগের অভিনয়। তবে নাটকটির মশলা আছে। শেষ দৃশ্যটা বড় দৃষ্টি নন্দন। অভিনয়ে সুমিতেন্দ্র মোহন রায়, চন্দ্রানী পাইন, রত্নদীপা রায়, গৌরবিনোদ মিস্ত্রী, চন্দন রায়, সৌমেন অধিকারী, রিতীময় সাহা, তনুপ্রিয় সিংহ এবং পরিতোষ সাহা। অভিনয়ের শেষে প্রত্যেক দলকেই উত্তরীয় ফুল, মিষ্টি ও দলের স্মারক দিয়ে সম্মান জানানো হয়। দ্বিতীয় নাটক 'নবজাতক'। প্রযোজনা শ্যাম বাজার নাট্য কেন্দ্র, নাট্যকার বিজয় ভট্টাচার্য, নির্দেশনা সমরেশ বসু। নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও নিজেরই কৃতী সন্তান অভিরূপ রায় চৌধুরীকে কুন্তীর মতো লোকলজ্জার ভয়ে কেন তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হল অঞ্জনা? এই নিয়েই এক মানবিক সংবেদনশীল ও মর্মস্পর্শী উপস্থাপনা বিজয় ভট্টাচার্যের নবজাতক। অভিনয়ে ছিলেন সপ্তর্ষি ভৌমিক, মৃত্তিকা বসু, অতীন্দ্র মণ্ডল, এবং অভিরূপের ভূকিয় সমরেশ বসু। অনবদ্য কাহিনি, অনবদ্য স্ক্রীপট এবং অনবদ্য অভিনয়। অঞ্জনা চরিত্রে মৃত্তিকা বসু একাই একশো। এদিন সরস্বতী সম্মানে ভূষিত হলেন নির্দেশক অভিনেতা প্রকাশ ভট্টাচার্য। সম্মাসনা জানালেন অভিজিৎ চ্যাটার্জী (ইজেডসিসি)।অভিজিৎ চ্যাটার্জীকে সংবর্ধনা জানালেন দলের কর্ণধার জয়েশল। ১৯ নভেম্বর মঞ্চস্থ হয় মোট চারটি নাটক। 'ব্লাক হোল' 'অন্তমিল' 'ফিরে দেখা' এবং 'বন্ধ দরজা।'

প্রথম) ব্লাক হোল– প্রযোজনা কলকাতা প্রেক্ষাপট। নাট্যকার সুবীর ভট্টাচার্য, নির্দেশনা– অভিজিৎ গাঙ্গুলী। মৌলিক নাটক। সামাজিক অবক্ষয়ের দিক তুলে ধরেছে। সাধারণ মধ্যবিত্ত সন্তানদের উচ্চাকাঙ্খা বেপরোয়া স্বভাব ও উশৃঙ্খলতা কীভাবে তাদের জীবনকে বিপথে পরিচালিত করে সেই দিকটাই তুলে ধরেছেন নাট্যকার। অভিনয়ে ছিলেন বরুণ পাটোয়ারি, কল্যাণ সাহা, রুমা পাটোয়ারী, সঞ্চিতা কর্মকার এবং তপন পাত্র। দ্বিতীয় নাটক 'অন্তমিল' প্রযোজনা সংকেত দ্য থিয়েটার গ্রুপ, নাট্যকার সাত্যকি সরকার, নির্দেশনা– নন্দিতা মুখার্জী। স্কুলে চাকরি পেয়ে আসে সাধারণ ছেলে সরল মিশ্র। প্রতিপদে পদে নানা বাঁধার সম্মুখীন হয়। স্থানীয় রাজনৈতিক দাদা চাঁদু সে তার পছন্দের মধুছন্দাকে ওই চাকরিটা দিতে চায়। নানা চাপ সৃষ্টি করে হেড মাস্টারের উপর। পরিশেষে কীভাবে মধুরেণ সমাপয়েত ঘটল সেটাই দেখা গেল এই নাটকে। অভিনয়ে ছিলেন ভরত বৈবাগী, হরিদাস রায়, সন্তু সাধুখাঁ, দীপঙ্কর ঘোষ, নন্দিতা মুখার্জী এবং তীর্থঙ্কর দাশ।

তৃতীয় নাটক 'ফিরে দেখা' প্রযোজনা শান্তিপুর সাংস্কৃতিক কাহিনী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, নাট্যকার ও নির্দেশনা কৌশিক চট্টোপাধ্যায়। এক সকালে মারা গেলেন বিপুলানন্দ। কেউ তা জানতেও পারেনি। মরে গিয়ে সে মুক্তির আনন্দ অনুভব করে। চারপাশের ভণ্ডামির মুখোশ ছিঁড়ে সত্যকে উন্মুক্ত করে যায় বিপুল। তবে মেয়েকে ছেড়ে যাওয়া বড় বেদনার। শেষদৃশ্যটা বড়ই দৃষ্টিনন্দন। বেশ মজাদার উপস্থাপনা তবে কিঞ্চিত বাড়াবাড়ি আছে। অভিনয়ে ছিলেন অসিত প্রমাণিক, কৌশিক চট্টোপাধ্যায়, রাত্রী চট্টোপাধ্যায়, রিয়া বিশ্বাস, কাশীনাথ রায় এবং আরো অনেকে। শেষনাটক 'বন্ধ দরজা'। প্রযোজনা ঐহিক সৃষ্টিসুখের উল্লাসী। কাহিনী প্রচেত গুপ্ত, নাট্যকার উৎপলেন্দু চক্রবর্তী, নির্দেশনা অরিন্দম রায়। সমাজের একজন সৎ মানুষ শিবনাথ কেমন করে বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তার স্ত্রীর সাথে অন্য পুরুষের কতাবার্তা শুনে বিপথে চলে যায় তা দেখতে পেলাম। বেশ ভালো উপস্থাপনা। অভিনয়ে বিভাস ঘোষ, পারমিতা মুখার্জী, উত্তম সরকার, দেবাশিস ঘোষ, রাজশ্রী বিশ্বাস এবং অভিজিৎ মুখার্জী।

২০ নভেম্বর তপন থিয়েটারের তাপস – জ্ঞানেশ সভামঞ্চে নাট্য বিষয়ক এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। আয়োজনে সরস্বতী নাট্যশালা।

বিষয় ছিল – থিয়েটারে নব প্রজন্মের জীবন জীবিকার খোঁজ। বক্তার তালিকায় ছিলেন সত্যপ্রিয় সরকার, বিল্বদল চট্টোপাধ্যায়, প্রেমাঞ্জন দাশগুপ্ত। সঞ্চালক ছিলেন সুশান্ত মজুমদার (বাবুয়া)।

বিল্বদল – সত্যিই কী থিয়েটার নিয়ে ভাবার লোক বেশি। থিয়েটার নিয়ে ভবিষ্যৎ ভাবা অভিনয় নিয়ে ভবিষ্যৎ ভাবা এক নয়। বাবা মা বলতেন পড়াশুনা করে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হও, পারিবারিক স্বচ্ছলতা থাকবে। যারা বর্তমানে পড়াশুনা করছেন তারা অনেক বিষয় তাদের সামনে এসে গিয়েছে বলে বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা করছেন বিশেষ করে কম্পিউটার শিক্ষা। সৌরভকে দেখে অনেকেই ক্রিকেট খেলায় আগ্রহী হন। কিন্তু আমরা যারা থিয়েটার করি তাদের সামনে কেউ নেই। থিয়েটারকে জানতে হবে। এটা একটা প্রসেস। যার মধ্য দিয়ে অনেকটা পথ হাটতে হবে। থিয়েটারকে সময় দিলে থিয়েটার অনেক অ্যাভিনিউ খুলে দেবে। থিয়েটারের নানা দিক আছে সব দিকে মন দিতে হবে। আজকে ছোটো ছোটো থিয়েটার করতে হবে। নাটকের জন্য মানুষ কতটা সময় দিতে পারছে সেটা বুছতে হবে। থিয়েটারে অবশ্যই জীবিকা নির্বাহ করা যায়। হতাশার কিছু নেই। থিয়েটার কখনও বন্ধ হবে না। দলের কর্ণধার পরিচালকদের ভূমিকা নিতে হবে। এটা তাদের দায় দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে।

প্রেমাঞ্জন দাশগুপ্ত বললেন একটু মনের জানালাটা খোলা রাখছে হবে। আমি শুধু অভিনয় নিয়েই কথা বলবো। জ্যাক অব অল ট্রেড মাস্টার অবনান আমি হতে চাই না। অমি কনসেনট্রেট করি অভিনেতার চোখে। ব্যাকস্টেজ শিল্পীরা সবাই রোজগার করে, শিল্পীরা পান না কিছুই, শুধু শোয়ের দিন তারজন্য বরাদ্ধ একটা এগরোল। কথা প্রসঙ্গে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কথা উল্লেখ করেন। জীবন সম্পর্কে ধারণা প্রসঙ্গে ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়ার কতাও উল্লেখ করেন। এলিট ক্লাসের নাট্যদল গুলির ধ্যাষ্টামির জন্যই শিল্পীদের এই দুরাবস্থা। সিন্ডিকেট থিয়েটার এটা কোন প্রশংসা নয়। পেটে কিল মেরে কোনো কিছুই হয় না। আমাদের ছেলেদের সেভাবে কোনা ট্রেনিং হয় না। এদের কুড়িয়ে বাড়িয়ে চলতে হয়। থিয়েটারে হেলদি প্রতিযোগিতা দরকার। পথ বেরিয়ে আসবে। নব প্রজন্মকে ভাবতে হবে আমি কীভাবে নিজেকে বিক্রি করবো। আমরা কিছু শিখতে চাই না তাই শিখছিও না। আমাদের থিয়েটারের সাথে যাপন করতে হবে। পসিবিলিটিকে এক্সপ্লোর করতে হবে। স্ট্রাগল ফর একজিস্টেনস এন্ড সার ভাইভাল অফ দি ফিটেক্ট।

সত্যপ্রিয় সরকার বললেন – চেতনায় আমরা দল বেঁধে নাটক দেখতে যেতাম। পরদিন নাটক সম্পর্কে আলোচনা করতে হতো বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে। আমাদের দায়িত্ববোধ তৈরি হতো। তখন হোল টাইমারদের ট্রেনের মান্থলি টিকিট কেটে দেওয়া হতো। সেই থেকেই শুরু। আজকাল বিভিন্ন মিডিয়াম ওটিটি প্ল্যাটফর্ম থিয়েটারের শিল্পীদের ডাকছে। ফ্লিমস্টার এর কথা বলেন। এটা থিয়েটারের গর্বও বটে। থিয়েটারের বিভিন্ন অ্যাভিনিউতে জীবন জীবিকা রোজগার করতে হবে। আমাকে সেরাটা দিতে হবে। অভিনয় ছাড়াও থিয়েটারে অনেক ক্ষেত্র আছে যেখান থেকে রোজগার করা যায়। আমরা ভাগ্যবান কিছুটা আগে জন্মেছি বলে কিছু গুণী মানুষের সান্নিধ্যে এসে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছি কাজ শিখেছি। তবে বিপননটা কিন্তু দরকার। একটা অনুদান বাক্স রাখা দরকার। এটা আমার শিল্পকলার প্রণামী বলে ধরে নিতে হবে। ভেঙে পড়ার কোন কারণ নেই। মৃত্যুর পরে তোমরা আমার দেহটাকে তপনে বা আকাদেমিতে ঘুরিয়ে নেবে। আমি একটু চোখ খুলেই আবার বুজে ফেলবো।

উপসংহারে দুচারটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। বর্তমানে নাটকে সমস্যা অনেক আছে। বিশেষ করে কোভিড ১৯ এর সেই আতঙ্কের সময়টা ২০২০ থেকে ২০২৩ বাংলা নাটকে একেবারে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে। নাটক দেখতে আজ যেন দর্শক বা শ্রোতা আর আগ্রহী নন। অনেকেই এই সরলীকরণ করে থাকেন সেটা কিন্তু সর্বাংশে সত্য নয়। যার ফলে অনেক দলই নাটকটি প্রবেশ অবাধ করে দেন। তাতেও দেখেছি খুব কম দর্শকই নাটক দেখতে আসছেন। আবার কেউ কেউ নাটক দেখতে আসবেন যদি তাকে ফ্রি পাশ দেওয়া হয়। তবে তার মধ্যে বেশ কিছু নাটক রমরমিয়ে চলছে এটাও দেখেছি। নাটক দেখতে আসার আগে দর্শক খোঁজ নিচ্ছেন নাটকে কে কে আছেন অর্থাৎ কারা অভিনয় করছেন। অর্থাৎ নাম দেখে দেখে তারা নাটক দেখার বিষয়টি নির্বাচন করছেন।

আগে কিন্তু এটা হত না। অন্তত গ্রুপ থিয়েটারের নাটকে এটা হত না। আরও একটা সমস্যা হল অর্থ সমস্যা। একবার ভেবে দেখলে বেশ বোঝা যায় এইভাবে যদি চলে তবে দলের পক্ষে শিল্পীদের কোনো পারিশ্রমিক দেওয়া সম্ভব কিনা। তবে এর মধ্যে বেশ কিছুদলকে শিল্পীদের পারিশ্রমিক সামান্য হলেও দিতে দেখেছি। কিন্তু এলিট ক্লাসের দলগুলি আদৌ কিছু দেয় বলে বিশ্বাস হয় না। কারণ শুনেছি তারা বলেন যে, এই দলে অভিনয়ের সুযোগ পাওয়াটাই ভাগ্যের ব্যাপার আবার টাকা পয়সা চাইছো কোন আক্কেলে। এ দলে অভিনয় করার জন্য লাইন পড়ে যায়, ইত্যাদি প্রভৃতি। ফলে শিল্পীদের অবস্থা যথাপূর্বম তথা পরম। তুলনায় ব্যাকস্টেজ শিল্পীরা কয়েকজন তো গাড়ি চড়ে আসেন, কারণ নাটক চলুক না চলুক দর্শক হোক বা না হোক তারা পুরো পয়সা নিয়ে চলে যান। ব্যাপারটা এভাবেই চলছে। পশ্চিমবঙ্গের অন্তত পাঁচশো দলের হাড়ির খবর আমি রাখি। তবু তারা গাঁটের পয়সা খরচ করে নাটকটা করে যাচ্ছেন শুধুমাত্র নাটককে ভালোবেসেই। প্রশ্ন জাগে এ ভাবে আর কতদিন? সবদেশেই নাটক সাবসিডিতেই চলে। রাষ্ট্র তার ব্যবস্থা করে। অর্থাৎ অনুদান দেয়। এই অনুদান আমাদের করের টাকাতেই দেওয়া হয়। এটা কোনো ভিক্ষা নয়। এটা সরকারের দায়বদ্ধতা, এটা সরকারকে বুঝতে হবে। প্র্যাকটিক্যালি আমাদের কোনো জোরালো সংগঠন নেই। তাই নাট্যদলের অভাব অভিযোগের কথা শোনার কেউ নেই। ফলে আমাদের নিজেদের কথা নিজেদেরই আওয়াজ তুলতে হবে। নাটকের পিছনে কেউ কোনো কোনো দিন ছিল না আজও নেই এ পোড়ার দেশে। সুতরাং সংগঠনকে জোরদার করতে হবে। বিভেদ ভুলে সবাইকে একসঙ্গে চলতে হবে। তাই বলছি বন্ধু কণ্ঠ ছাড়ো জোরে।

আমি মোটেই নিরাশাবাদী লোক নই আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি নাটক ঘুরে দাঁড়াবেই। আমাদের নিজের বৃত্তিতে সৎ হতে হবে। সমস্যা আছে থাকবে। তবে সমস্যা দুর্নিরোধ্য হতে পারে কিন্তু অপ্রতিরোধ্য নয়। তবে আমাদের হাতে আলাদিনের সেই আশ্চর্য প্রদীপটাতো নেই যে ঘসা মারলেই একজন এসে সব সমস্যা দুর করে দেব। আসলে আমাদেরই খুঁজতে হবে মুক্তির পথ। এপথ একলা চলার নয়। তাই তোমার আমার সকলের মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হোক সমাজ ধ্বংসের ধারাবাহিকতার প্রতিরোধী শ্লোগান। এই নাট্যমঞ্চেই ছিন্ন করতে হবে অন্যায়ের বেড়াজাল, হিংসার বিষ বাস্প। তবেই একদিন ছিনিয়ে আনতে পারবো সোনালি সূর্যের সোনালি সকাল।

মুক্তকণ্ঠর পরিচালনায় শিশু সপ্তাহে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় ও অফার–এর উদ্যোগে সারা রাজ্যে জাতীয় শিশু দিবস ১৪ নভেম্বর থেকে আন্তর্জাতিক শিশু দিবস ২০ নভেম্বর পর্যন্ত পবিত্র শিশু সপ্তাহ হিসাবে বিগত কয়েক বছর ধরে পালন করা হচ্ছে। শিশু সপ্তাহ উপলক্ষে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার নানা স্থানে 'মুক্তকণ্ঠ' সংস্থার পরিচালনায় এবার শোভা যাত্রা, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিশু ও অভিভাবকদের নিয়ে আলোচনা সভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হলো। ২৪ নভেম্বর ফলতা থানার তাজপুর গ্রামে শিশুদের একটি শোভাযাত্রা পথ পরিক্রমা করে এবং খোর্দ শাসন তাজপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনাড়ম্বর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিশুরা অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কেশবচন্দ্র পাইক, প্রধান অতিথি ছিলেন কবি বক্রেশ্বর মণ্ডল। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক অনাথবন্ধু হালদার, শিক্ষিকা অঞ্জনা গড়িয়া, স্নিগ্ধা মণ্ডল প্রমুখ। শিশু ও শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক এবং তাদের বিকাশে পিতা মাতার ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন বিশিষ্ট আইনজীবী ও সমাজকর্মী তপনকান্তি মণ্ডল।

দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের সুর ও ছন্দে যোগ নৃত্য পরিবেশন করে সুরজিৎ নস্কর, দিয়া চক্রবর্তী, স্বপ্না কীর্তন ও বিদ্যুৎ নস্কর। সঙ্গীত পরিবেশন করে পিয়ালী বৈদ্য, আবৃত্তিতে অংশ নেয় শ্রুতি পাইক, কৃষাণ সরদার, সায়ন্তিকা মণ্ডল প্রমুখ। এছাড়া শিক্ষার্থীদের অভিনয়ে অঞ্জনা গড়িয়া রচিত ডেঙ্গু সচেতনতা মূলক শ্রুতি নাটক সবার নজর কাড়ে।

ইতিপূর্বে ১৯ নভেম্বর হারানন্দপুর ও ২০ নভেম্বর শিবানীপুরে শিশুদের অঙ্কন প্রতিযোগিতা ও শিশুর বিকাশে পিতা মাতার ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শিশু ও শিক্ষার্থীদের মোবাইল ফোন ব্যবহারের অপকারিতা, অযথা টিভি সিরিয়াল থেকে শিশুর প্রতি মনোযোগ দেওয়া, প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে খেলাধুলার মাধ্যমে তাদের বড় হতে সাহায্য করা, অকারণ প্রতিযোগিতার মধ্যে মানসিক চাপ সৃষ্টি না করা, সদর্থক আচার–আচরণ অভ্যাস করা প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। অধ্যাপক মাধাই বৈদ্য, সমাজকর্মী অরুণাভ বিশ্বাস, ডাঃ মৃণাল হালদার প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আলোচনা সভায় বক্তব্য পেশ করেন।

জলঙ্গী বাংলা কবিতা ও লোকসংস্কৃতি উৎসব

মলয় সুর : ১৭তম জলঙ্গী কবিতা ও আদিবাসী লোকসংস্কৃতি উৎসব ১৮ ও ১৯ নভেম্বর শিয়ালদহ কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হল।

এপার–ওপার বাংলার সম্প্রীতির মেলবন্ধন ঘটল এই উৎসবে। প্রথমদিন জগৎ সিনেমা হল থেকে সাংস্কৃতিক কর্মী ও কবি সাহিত্যিকরা পদযাত্রা করে আদিবাসী নৃত্যের তালে ধামসা মাদলের সঙ্গে পুষ্পঘট মাথায় নিয়ে মূল মঞ্চে প্রবেশ করেন। ওইদিন সভাপতি ছিলেন কবি কমল দে শিকদার। অতিথির আসন অলংকৃত করেন অনিল কুমার রায় অবসরপ্রাপ্ত আইএএস অফিসার রামপদ বিশ্বাস, অধ্যাপক অমিতাভ চক্রবর্তী, কবি ফাল্গুনী ঘোষ, বাংলাদেশের কবি আলি সোহরাব ও বেবি জেসমিন। এছাড়াও ছিলেন শতাধিক কবি সাহিত্যিক। এদিন জলঙ্গী সাহিত্য পত্রিকার পুজো সংখ্যার বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন সভাপতি। এছাড়া দুর্গাপুর থেকে প্রকাশিত নারায়ণ মজুমদারের মুখ্যবার্তা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান কর্ণধার জলঙ্গী পত্রিকার সহ সম্পাদিকা চিন্ময়ী বিশ্বাস আনুষ্ঠানিক বক্তব্য তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে প্রত্যেক কবি, সাহিত্যিক, সম্মানীয় অতিথিবর্গ এবং সাংবাদিকদের উত্তরীয়, ব্যাজ, ফুলের তোড়া ও জলঙ্গী সাহিত্য রত্ন সম্মানে ভূষিত করা হয়।

বজবজ–৯ নম্বর ওয়ার্ডে শীতবস্ত্র প্রদান ও কৃতি ছাত্র সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৬ নভেম্বর বজবজ–পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি রাজনৈতিক অনুষ্ঠান হল। এই অনুষ্ঠানে ওয়ার্ডের ১০০ জন কৃতি ছাত্র–ছাত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে ৫০০ জন দুঃস্থ মানুষকে শীত বস্ত্র প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর খান এবং বজবজ পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত সহ পূজালী পৌরসভা, বজবজ পৌরসভা এবং বজবজ–১ পঞ্চায়েত সমিতির সকল জনপ্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত বলেন, বিগত ২৪ বছর ধরে এই অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। আমরা মানুষের মাঝে, মানুষের পাশে থাকতে চাই। এদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন ছিল। অনুষ্ঠানে মানুষের জমায়েত ছিল চোখে পড়ার মতো।

প্রাক্তনীর অধিবেশনে চলচ্চিত্র প্রদর্শন

শ্রেয়সী ঘোষ : প্রতিমাসের মতো এই ডিসেম্বর মাসেও বসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনীর অধিবেশন। আশুতোষ ভবনের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামাঙ্কত ২০৯ নম্বর ঘরে। এবারের অধিবেশনের অভিনবত্ব হল, দুটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র প্রদর্শন। প্রথমটি তথ্যচিত্র। দ্বিতীয়টি কাহিনী চিত্র। প্রথমটির নাম মাতঙ্গিনী হাজরা। স্বাধীনতার জন্য লড়াইয়ে মাতঙ্গিনী শহিদ হয়েছিলেন। সেই ইতিহাস এই তথ্যচিত্রে। পরিচালিকা শীলা দত্ত প্রাক্তনীর সভ্যা। দ্বিতীয়টির নাম ধোঁয়াশা। পরিচালক সুজয় চক্রবর্তী। ডিটেকটিভ গল্প। ডিটেক্টিভ চার্লস গোমসের চরিত্রে প্রাক্তনীর বর্তমান সম্পাদক ড. শঙ্কর ঘোষ। রহস্য ছবির প্রতি টান দর্শকদের বরাবর। এক্ষেত্রেও তা প্রমাণিত। দর্শক ঠাসা অডিটোরিয়ামে চলচ্চিত্র প্রদর্শন শেষ হওয়ার পর উদ্যোক্তাদের হাততালি দিয়ে সবাই অভিনন্দিত করলেন। শুরুতে প্রাক্তনীর সভাপতি ড. পিনাকেশ সরকার বক্তব্য রাখেন।

'প্রয়াসের' উদ্যোগে রাসলীলা মহোৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ২৬ জুলাই সন্ধ্যায় ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতি বিজড়িত ৪০/১এ, মহেন্দ্র গোস্বামী লেনে 'প্রয়াসের' উদ্যোগে ভক্তিমাতা ছবি গোস্বামীর পৌরোহিত্যে, সঞ্চালনায় ও সম্পাদিকা শম্পা মুখার্জীর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে 'রাধাকৃষ্ণ' (তিন শত বছরের জাগ্রত গৃহদেবতা) মন্দির প্রাঙ্গণে ষষ্ঠবিংশতিতম বর্ষ 'রাসলীলা' মহোৎসব মহাসমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল। প্রথমে সন্ধ্যারতি ও গুরু বন্দনার মাধ্যমে শুভ উৎসবের সূচনা হয়। পরে ভগবান শ্রীশ্রী কৃষ্ণের ঐতিহাসিক মহান প্রেমময় জীবনী সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দান করেন বিশিষ্ট শিক্ষিকা শ্রাবণী সিনহা এবং ভাস্কর রায় চৌধুরী। পবিত্র অনুষ্ঠানে ভক্তিগীতি পরিবেশন করে অসংখ্য শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেন প্রতিভাময়ী শিল্পী দেবারতি সেন, শ্রাবণী সিনহা, সুমা দাস, সঞ্চিতা সেন, রত্না দত্ত ভৌমিক, মৌমিতা চ্যাটার্জী ও সৌপর্ণি চ্যাটার্জি। তবলা, এসরাজ ও পার্কাসন বাজিয়ে বিশেষ মুনসীয়ানার পরিচয় দেন বাবলু সামন্ত, অরবিন্দ সেন এবং গোবিন্দ দাস। বাঁশী বাজিয়ে আনন্দ দেন তারাপদ দলুই। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিবেকানন্দ সোসাইটির সম্পাদক অরূপ কুমার বৈদ্য, রঞ্জন রায়, বিপ্লব সাহা, সোমনাথ মুখার্জী প্রমুখ। প্রাণবন্ত শুচিস্নিগ্ধ অনুষ্ঠানে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সমগ্র উৎসবকে সাফল্য মণ্ডিত করেন কর্মসচিব অভিক মুখার্জী, শিখা মুখার্জী, সীমা মুখার্জী, মুন্না শেঠরা। অনুষ্ঠানে অগণিত শ্রোতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শেষে ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করেন সভানেত্রী শ্রীমতী ছবি গোস্বামী।

মাঙ্কি ম্যানের আবির্ভাবে জমে উঠেছে কিফ

প্রিয়ম গুহ : গত ৫ ডিসেম্বর ভাইজান সহ বলি–টলির সিনে দুনিয়ার নক্ষত্রদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দীপ প্রজ্জ্বলন করে উদ্বোধন করেন ২৯তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের। এরপর ৬ ডিসেম্বর সকাল থেকেই সিনেপ্রেমীদের ভিড় লক্ষ্য করা গিয়েছে নন্দন চত্ত্বর সহ বিভিন্ন জায়গায়। বিকালের ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মধ্যেও ছাতা হাতে মানুষের ভিড়ে নন্দন চত্ত্বর ছিল রঙিন। বিশাল লাইনের একদিনের পাস সংগ্রহ করা থেকে শুরু করে সিনে আড্ডায় সামিল হয়েছিল ৮ থেকে ৮০। বৃষ্টির কারণে সিনে আড্ডার ব্যাঘাত ঘটলেও চায়ের চুমুকে আড্ডার ছন্দপতন ঘটে নি। দেশ–বিদেশের সিনেমা থেকে বাংলা সিনেমা দেখার জন্য প্রেক্ষাগৃহ ছিল উপচে ভরা ভিড়ে ঠাসা। দাঁড়িয়ে সিঁড়িতে বসেও সিনেপ্রেমীরা উপভোগ করেছে সিনেমা। দর্শকদের মধ্যে একজন বলে, যে সব সিনেমা আমরা দেখতে পাই না সেইসব সিনেমার সম্ভার চলচ্চিত্র উৎসবে থাকে তাই আমাদের ইন্ডাস্ট্রি আর বিদেশি সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে মিল অমিল খুঁজে পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে থাকি এক বছর। বাংলা সিনেমা তো আমরা দেখি তাই বিদেশি সিনেমার দেখবার ভিড় হয় অনেকটাই বেশি। দারুণ দারুণ গল্প, চিত্রনাট্য, ক্যামেরার কারসাজি, অভিনয় শিক্ষা দিয়ে যায় অনেক কিছু।

৬ ডিসেম্বর নন্দন ফ্লয়ারে রঞ্জিত মল্লিক, মমতা শংকরের হাত ধরে উদ্বোধন হয় মৃনাল সেনকে নিয়ে এক প্রদর্শনীর। এছাড়াও গগনেন্দ্র প্রদর্শনালয়তে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় উদ্বোধন করেন শতবর্ষে দেবানন্দের ওপর এক প্রদর্শনীও।

৭ ডিসেম্বর মুষলধারার বৃষ্টির মাঝেও জমে উঠেছিল সিনে প্রেমিদের ভিড়। অনবদ্ধ কিছু স্বল্প দৈর্ঘের ছবি এবং তথ্যচিত্র মন ছুঁয়ে গিয়েছে। হঠাৎ করে এক বানরের আবির্ভাবে নন্দন প্রাঙ্গনে মজায় ভরে উঠেছিল সকলের মন। বানর গরম চা নিয়ে খেতে শুরু করে, উঠে পড়ে পাঁচিলে, গায়ে মাথায় উঠে উকুন বেছে দেয়। দূর থেকে সামনে এলেই সকলের ভুল ভাঙল। এক অনবদ্য গুজরাতি অভিনেতা তাঁর দক্ষতায় সকলকে মুগ্ধ করেছিল। মাঙ্কি ম্যানের আবির্ভাব কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে জানা গেল এক তথ্যচিত্র হয়েছে ওই অভিনেতার ওপর। যে সবসময় মানুষকে হাসাতে ভালোবাসে। সেই তথ্যচিত্রের নাম হল 'লাঙ্গুর'।

ছবি : সোমনাথ পাল

Alipur Barta: 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 7, 9 December - 15 December, 2023
REGD. NO. WB/SC-279 R. N. I. NO. - 13709/66

আঁতস কাঁচে

জয় দিয়ে শুরু

মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ। এই জুনিয়র হকি বিশ্বকাপেই কোরিয়ার মুখোমুখি হয়েছিল ভারত। ম্যাচে দুরন্ত ফর্মে ছিলেন আরাইজি সিং হুন্ডাল। তাঁর করা হ্যাটট্রিকে ভর করেই ম্যাচে শক্তিশালী কোরিয়ার বিরুদ্ধে জয় পেল ভারতীয় দল। ভারতের পক্ষে খেলার স্কোর ৪-২। নিজেদের পুলের প্রথম ম্যাচে জয় দিয়েই অভিযান শুরু করল ভারতীয় দল।

বোঝা কাণ্ড

গত সেপ্টেম্বর মাসে হয়েছে দিল্লি অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ। সেখানে পুরুষদের ১০০ মিটারের ফাইনালে নাডার কর্মকর্তাদের উপস্থিতির কথা শুনে প্রতিযোগিতায় নামেননি সাত প্রতিযোগী। নেমেছিলেন একমাত্র ললিত কুমার। দৌড়বিদ ললিত কুমার সেই ফাইনালে বিজয়ী হয়েছিলেন। ফাইনালের পরে তাঁর মূত্রের নমুনা সংগ্রহ করেন নাডার অফিসিয়ালরা। সেই পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। আর তাতেই ব্যর্থ হয়েছেন এবার ললিত কুমারও। ২৬ সেপ্টেম্বর প্রতিযোগিতার পরে ললিত কুমারের মূত্রের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। সেই নমুনাতেই পাওয়া গিয়েছে নিষিদ্ধ স্টেরয়েডের উপস্থিতি।

দাবার আসর

জলপাইগুড়ি দাবা আকাডেমির ব্যবস্থাপনায় উত্তরবঙ্গে বসতে চলছে আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতা। আগামী ২৭ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৫ দিন ধরে শহরের এক বিলাসবহুল ভবনে আকাডেমির পক্ষ থেকে এই আয়োজন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের দাবাড়ুদের পাশাপাশি বাংলাদেশ, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ থেকে প্রায় ৩০০ জন দাবাড়ু এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন।

জেজে বিধায়ক

বাইচুং ভুটিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাজনীতিতে জেজে লালপেখলুয়া। সাউথ তুইপুই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে দাঁড়িয়েছিলেন দেশের প্রাক্তন স্ট্রাইকার। একই কেন্দ্রে প্রার্থী ছিলেন মিজোরামের স্বাস্থ্যমন্ত্রী আর লালথানলিয়ানা। তাঁকে হারালেন জেজে। ফলে তাঁর নতুন পরিচয়, তিনি বিধায়ক। কলকাতা ময়দানে তিনি অতি পরিচিত মুখ। দুই প্রধানেই দাপিয়ে খেলেছেন। তবে বেশিরভাগটাই কাটান মোহনবাগানে। একসময় বাইচুং ভুটিয়া, সুনীল ছেত্রীর পর দেশের সেরা স্ট্রাইকার বলা হত জেজেকে।

ঝুলনের ভূমিকা

টাটা স্টিল কলকাতা ২৫কে ম্যারাথনের প্রচারে এবার ঝুলন গোস্বামী। সোমবার দক্ষিণ কলকাতার বিএসএস স্কুলের প্রায় ৪০০জন ছাত্রী ক্রিকেট আইকনের সঙ্গে ফিটনেস ট্রেনিং এবং জুম্বাতে অংশগ্রহণ করে। সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনের জন্য শরীরচর্চা গুরুত্বপূর্ণ। এই কর্মশালার মাধ্যমে এই বার্তাই তুলে ধরা হয়। ফিটনেস নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই স্কুলে যান ঝুলন। সেখানে চাকদা থেকে লর্ডসে নিজের যাত্রার কাহিনী তুলে ধরেন।

উদ্বিগ্ন ওয়ার্নার

ভারত নিয়ে বেশ ওয়াকিবহাল ডেভিড ওয়ার্নার। সম্প্রতি বিশ্বকাপ খেলতে এসেছিলেন। কাপ নিয়েই দেশে ফিরে গেছেন। কিন্তু চেন্নাইয়ের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি দেখে তিনি উদ্বিগ্নতার কথা জানাতে ভোলেননি। গত ৭০ বছরে এমন ভয়াবহ বন্যার মুখোমুখি হয়নি চেন্নাই সহ দক্ষিণ ভারত। ক্ষতিগ্রস্ত বহু মানুষ। চলছে উদ্ধার কাজ। এই পরিস্থিতিতে এক ভিডিও সমাজ মাধ্যমে শেয়ার করেন অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটার। একসময় পুস্পা গানে মজে থাকা ওয়ার্নার চেন্নাই পরিস্থিতি নিয়ে লিখেছেন, চেন্নাইয়ের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তায় রয়েছি।

কন্যাশ্রী কাপে দাপট ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবারও কলকাতা ময়দানে কন্যাশ্রী কাপে ইস্টবেঙ্গল দুরন্ত ছন্দে রয়েছে। তারা মতুয়া সরোজিনী নাইডুকে ১১-০ গোলে হারিয়েছে।

ম্যাচে ছ'টি গোল করেছেন সুরঞ্জনা রাউল। বাকি গোলগুলি করেন, সন্ধ্যা মাইতি-২, তুলসী হেমব্রম, সার্জিদা খাতুন, শাস্বতী সরকার। এই নিয়ে লাল হলুদের মহিলা ফুটবলাররা মোট ৬টি ম্যাচ খেললেন। মোট গোল করেছেন ৪১টি। এই নিয়ে তারা দ্বিতীয়বার ১১ গোলে ম্যাচ জিতল। কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনকে ১১-১ গোলে হারিয়ে অভিযান শুরু করে ইস্টবেঙ্গল। তুলসী হেমব্রম হ্যাটট্রিক করেছিলেন। পরের ম্যাচে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এসসি-কে ৭-১ গোলে হারায় তারা। পরের ম্যাচেই আবার নিউআলিপুর সুরুচি সঙ্ঘের বিরুদ্ধে ড্র করেছিল। বালি গ্রামাঞ্চল ক্রীড়া সমিতিকে ৫-০ গোলে হারায় পরের খেলাতেই। মহমেডান স্পোর্টিংকে ৭-০ গোলে হারানোর পরে ফের ১১ গোলের মালা পরাল লাল হলুদ দল। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে প্রতি ম্যাচে একাধিক গোল করছেন স্ট্রাইকার সুলঞ্জনা রাউল। এমনকী তুলসী হেমব্রম ও সার্জাদা খাতুনরাও গোলের পর গোল করে চলেছেন। এবারও চ্যাম্পিয়নের দৌড়ে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। এখনও পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গলের হয়ে সর্বোচ্চ গোল করেছেন সুলঞ্জনা রাউল, যার গোলসংখ্যা ১৫। এরপর তুলসী হেমব্রমের গোলসংখ্যা ৯। এছাড়া সুস্মিতা বর্ধন ৫টি, সার্জিদা খাতুন ৪টি, সোনালী মণ্ডল ৪টি গোল করেন।

রাজ্য কবাডি প্রতিযোগিতায় জয়ী হুগলি

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্য বিদ্যালয় কাবাডি প্রতিযোগিতা ২০২৩ অনুষ্ঠিত হল রাঘবপুর সেন্ট পলস হাই স্কুল মাঠে ২ ডিসেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই প্রতিযোগিতায় উদ্বোধন করেন দিলীপ মণ্ডল, এছাড়াও ছিলেন সুজিত কুমার রায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক মাধ্যমিক এবং অজিত কুমার নায়েক চেয়ারম্যান দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা প্রাথমিক বিদ্যালয় কাউন্সিল মাননীয় সন্দীপ কুমার কামার এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পরিষদ। এই প্রতিযোগিতায় সারা রাজ্য থেকে ১৫ জেলা বিদ্যালয় দল অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতায় উত্তর ২৪ পরগনা জেলা দলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় হুগলি। দক্ষিণ জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পরিষদের সম্পাদক শুভেন্দু ঘোষ বলেন, এই জেলা দলগত বিভাগের চেয়ে ব্যক্তিগত বিষয়ে ফল ভালো করছে। আমাদের জেলার বিশেষ করে মেয়েদের ফল উল্লেখযোগ্য অ্যাথলেটিকস এবং ক্যারাটে প্রতিযোগিতায়।

উৎসবের মেজাজে ফুটবলে মাতল অজয়পাড়ের রসুই

দেবাশিস রায় : উৎসবের মেজাজে ফুটবলে মাতল অজয়পাড়ের রসুইগ্রাম। পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত সুপ্রাচীন রসুই গ্রামে এবারও বাৎসরিক ফুটবল প্রতিযোগিতার জমজমাট আসর বসেছিল। ফুটবল প্রতিযোগিতাটির আয়োজক ছিল রসুই তরুণ সংঘ পাঠাগার। এলাকার ঐতিহ্যবাহী শ্রীপদ পাল এবং পাঁচুবালা ঘোষ স্মৃতি ট্রফি নকআউট এই ফুটবল টুর্নামেন্টটি এবছর শুরু হয়েছিল ২৬ সেপ্টেম্বর। খেলায় একাধিক জেলা থেকে মোট ৮টি দল অংশগ্রহণ করেছিল। ৩ ডিসেম্বর আয়োজিত চূড়ান্ত পর্বের খেলায় চ্যাম্পিয়ন হয় মুর্শিদাবাদের শালু ফুটবল একাদশ। তারা টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে পূর্ব বর্ধমান জেলার মেঝিয়ারী শ্রী দুর্গা শ'মিল একাদশকে পরাজিত করে। টানটান উত্তেজনাপূর্ণ আবহে আয়োজিত ফাইনাল খেলার আনন্দটুকু লুটে নিতে এদিন বিকেলে আশপাশের গ্রামগুলি থেকে কয়েক হাজার হাজার ক্রীড়ামোদী রসুইয়ের ময়দানে ভিড় জমিয়েছিল। এদিন বিজয়ী এবং বিজিত দলকে নগদ অর্থ এবং ট্রফি সহ পুরস্কৃত করা হয়। বেস্ট খেলোয়াড় এবং প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্ট নির্বাচিত হন যথাক্রমে রবি হাঁসদা এবং ইয়াসিন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অজয় নদের বাম তীরবর্তী জনপদ রসুই গ্রাম মহাপ্রভুর পদধূলিরঞ্জিত। সুপ্রাচীন এই গ্রামের নাম ফুটবল খেলার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। প্রায় ১০০ বছর আগেই রসুই গ্রামে ফুটবল খেলার সূচনা হয়েছিল। প্রত্যন্ত এলাকার দামাল ছেলেরা শরীরচর্চার জন্য ফুটবল খেলাকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন। একসময় রসুই তরুণ সংঘ পাঠাগার জনসেবামূলক নানাবিধ কাজকর্মের পাশাপাশি এলাকায় ফুটবল খেলার উন্নতিতেও এগিয়ে আসে। তাদের উদ্যোগে এলাকায় বাৎসরিক ফুটবল প্রতিযোগিতার ধারাবাহিক আয়োজনের কথা ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে। তরুণ সংঘের প্রবীণ সদস্য তথা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমি ছোট থেকেই আমাদের এলাকায় ফুটবল খেলা দেখছি। এই ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজনও বহুদিন ধরে চলে আসছে। প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ এখনও ফুটবল খেলার আকর্ষণকে ভুলতে পারেনি। এবারে মাঠে হাজার পাঁচেক দর্শকের উপস্থিতিতে জমজমাট হয়ে উঠেছিল ঐতিহ্যবাহী এই ফুটবল খেলা।

অমর একাদশের মূর্তি বসবে বাগানে

নিজস্ব প্রতিনিধি: মোহনবাগান ক্লাবের লনে এবার বসতে চলেছে অমর একাদশের ফুটবলারদের মূর্তি। এখন ক্লাব লনে ১৯১১-র আইএফএ শিল্ড জয়ী দলের ব্যবহৃত বেঞ্চ রয়েছে। সেই বেঞ্চ ব্যবহার করেই কিংবদন্তি ১১ ফুটবলারের ৬ ফুটের মূর্তি স্থাপন করা হবে বলে ক্লাব সচিব দেবাশিস দত্ত জানিয়েছেন। নরেন্দ্রপুর স্টেশনের কাছে প্রিয়াঙ্কন স্টুডিওতে চলছে মূর্তি তৈরির কাজ। শিল্পী প্রিয়ব্রত হালদার অমর একাদশের মূর্তি তৈরি করছেন। গভঃ আর্ট কলেজ থেকে বছর ২০ আগে পাশ করেছিলেন। মোহনবাগানের এক্সিকিউটিভ কমিটির মিটিং। যেখানে ক্লাবের ফুটবল, ক্রিকেট, হকি থেকে শুরু করে ক্লাবের পরিকাঠামো উন্নয়নে একাধিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে ১৬ ডিসেম্বর মোহনবাগান ক্লাবে বসানো হবে অমর একাদশের মূর্তি। উপস্থিত থাকবেন অমর একাদশের পরিবারের সদস্যেদের পাশাপাশি বেশ কিছু বিশিষ্ট ফুটবলাররা। তবে সভা শেষে আইএফএর ভূমিকা নিয়ে তীব্র খুব প্রকাশ করেন মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত ও ফুটবল সচিব বাবন ব্যানার্জী।

মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর সভা, থমকে গেল প্রিমিয়ার ডিভিশনের খেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: মাঠে খেলা হবে না সভা হবে! মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার জন্য থমকে রইল খেলা। আপাতত মাঝপথে থেমে থাকল শিলিগুড়ির প্রিমিয়ার ডিভিশনের খেলা। আগামী ১২ ডিসেম্বর শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রীর সভা রয়েছে। সেই কারণেই সভার আট দিন আগে থেকেই বন্ধ হয়ে গেল এই শহরের একমাত্র ফুটবল লিগ। এরপরই প্রশ্ন উঠেছে, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই খেলাকে প্রাধান্য দেন। গুরুত্বও দেন। তাহলে শিলিগুড়িতে ম্যাচ বন্ধ হল কেন! দার্জিলিং জেলার কার্শিয়াং দিয়ে উত্তরবঙ্গ সফর শুরু করবেন মমতা ব্যানার্জি। আর ১২ ডিসেম্বর শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে সভা করে সফর শেষ করবেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠছে শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে বারবার মুখ্যমন্ত্রীর সভা কেন? মুখ্যমন্ত্রীর সভা মঞ্চ তৈরি করতে ৮দিন আগে থেকে কাজ শুরু হচ্ছে। সভার শেষে মাত্র একদিনে কি করে মাঠ খেলার উপযুক্ত হবে তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। গত ২৬ নভেম্বর শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় প্রিমিয়ার ডিভিশন ফুটবল লিগ শুরু হয়েছে। শিলিগুড়ি শহরে মাঠের অভাব থাকায় লিগের সব ম্যাচ হয় কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে। নাম প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক এক কর্তা জানান, 'আমাদের অনেক কষ্ট করে টুর্নামেন্টটা করতে হয়। এই কদিন ফুটবলারদের থাকা খাওয়া পেমেন্ট দেওয়ার ব্যাপার আছে। সেটা কি কেউ দেবে? এভাবে ফুটবল চালাতে সমস্যা হয়।'

কংক্রিটের সিটে বসে ছেলের খেলা দেখলেন দ্রাবিড়

নিজস্ব প্রতিনিধি: হতে পারে একসময়ে তিনি ভারতীয় ব্যাটিংয়ের স্তম্ভ ছিলেন। হতে পারে তিনি রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিদের হেডস্যার। রাহুল দ্রাবিড়ের একাধিক পরিচয় থাকতেই পারে। তবে সবার আগে তাঁর পরিচয় তিনি সমিত ও অন্বয়ের বাবা। ছেলে সমিতের খেলা দেখছেন রাহুল দ্রাবিড় এবং তাঁর স্ত্রী বিজেতা। সেই ছবি দেখা গিয়েছে সোশাল মিডিয়ায়। কোচবিহার ট্রফিতে কর্নাটক ও উত্তরাখণ্ডের ম্যাচ ছিল। সেই ম্যাচ দেখতে স্টেডিয়ামে উপস্থিত ছিলেন সস্ত্রীক রাহুল দ্রাবিড়। স্ত্রী বিজেতাকে নিয়ে ছেলের খেলা দেখতে মহীশূরে গেলেন রাহুল দ্রাবিড়। কোচবিহার ট্রফিতে মুখোমুখি কর্নাটক এবং উত্তরাখণ্ড। সর্বভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৯ টুর্নামেন্টে দ্রাবিড়ের ছেলে সমিত দ্রাবিড় খেলছে। মহীশূরের শ্রীকান্তদত্ত নরসিংহরাজ ওয়াদিয়ার মাঠে স্ত্রীর সঙ্গে ছেলের খেলা দেখেন দ্রাবিড়। তাঁর দুই ছেলেই ক্রিকেট খেলে। দ্রাবিড়ের বড় ছেলে সমিত কোচবিহার ট্রফিতে খেলছে। ছোট ছেলে অনভয় অনূর্ধ্ব-১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে খেলছে। শচীন তেন্ডুলকারের মতো দ্রাবিড়ের বড় ছেলেও অলরাউন্ডার। উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে অবশ্য কোনও উইকেট পাননি। আগের ম্যাচে হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে করেছিলেন ৫৫ রান। টি-২০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত কোচ থাকছেন দ্রাবিড়। তবে পরিবারকে সময় না দিতে পারার জন্য ভারতের কোচের দায়িত্বে থাকতে রাজি ছিলেন না। আইপিএলের সঙ্গে যুক্ত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত বোর্ডের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে রওনা হওয়ার আগে কয়েকদিন বিরতি আছে। সেই ফাঁকে পরিবারকে সময় দিচ্ছেন দ্রাবিড়। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে জাতীয় দলের কোচ হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবেন রাহুল দ্রাবিড়। যদিও বিসিসিআই'এর এহেন ঘোষণার পরের দিনই দ্রাবিড় জানান, তিনি এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে কাগজে সই করেননি। যা নিয়ে জল্পনা ছড়ায় দেশে।

ভাইয়ের পর দিদিও এখন গ্র্যান্ডমাস্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রথমবার গ্র্যান্ডমাস্টার হলেন ভাই-বোন। ভাই আর প্রজ্ঞানন্দ আগেই গ্র্যান্ডমাস্টার হয়েছেন। তিনি বিশ্বের অন্যতম সেরা দাবাড়ু হয়ে উঠেছেন। এবার গ্র্যান্ডমাস্টার হলেন প্রজ্ঞানন্দর দিদি বৈশালী রমেশবাবু। তিনি ভারতের তৃতীয় মহিলা ও সবমিলিয়ে ৮৪তম গ্র্যান্ডমাস্টার হলেন। এর আগে ভারতের মহিলা দাবাড়ুদের মধ্যে গ্র্যান্ডমাস্টার হয়েছেন কনেরু হাম্পি ও হরিকা দ্রোণাবল্লি। ২৫০০ এলো রেটিং পেরিয়ে গিয়েছেন বৈশালী। চতুর্থ এলোব্রেগাত ওপেনে এই সাফল্য পেয়েছেন তিনি। এই প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউন্ডে তুরস্কের ফিডে মাস্টার তামের তারিক সেলবেসকে হারিয়ে ২৫০০ এলো রেটিং টপকে যান বৈশালী। তুরস্কের দাবাড়ুর এলো রেটিং ২২৩৮। পরপর ২ ম্যাচ জিতে এলোব্রেগাত ওপেনের শুরুটা দারুণভাবে করেছেন বৈশালী। আরও সাফল্য পাওয়াই তাঁর লক্ষ্য। ২২ বছর বয়সি দাবাড়ু বৈশালী ৩ বার জি এম নর্ম পান। ২০১৯ সালে এক্সট্রাকন ওপেন, ২০২২ সালে ফিশার মেমোরিয়াল এবং এ বছর কাতার ওপেনে জি এম নর্ম পান তিনি। ২৫০০ এল রেটিং পেরিয়ে যাওয়ার জন্য ৪.৫ রেটিং দরকার ছিল বৈশালীর। তিনি সহজেই সেই রেটিং পেরিয়ে গেলেন। এখন মহিলাদের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১১ নম্বরে বৈশালী। তাঁর লাইভ রেটিং ১৫০১.৫। ভারতীয় দাবাড়ুদের মধ্যে এখন দ্বিতীয় স্থানে বৈশালী। এ বছরটা তাঁর দারুণভাবে কাটল। ফিডে উইমেনস গ্র্যান্ড সুইস ২০২৩ চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন এই দাবাড়ু। তিনি ক্যান্ডিডেটস ২০২৪-এর যোগ্যতা অর্জন করেছেন। এখন এলোব্রেগাত ওপেন চ্যাম্পিয়ন হওয়া এবং আগামী বছর আরও সাফল্য পাওয়াই বৈশালীর লক্ষ্য।

ঘরের মাঠে লাল হলুদ ব্রিগেডের পঞ্চবাণে জ্বলল মশাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঘরের মাঠে জ্বলে উঠল মশাল। সমর্থকরা যখন স্বপ্ন দেখাই ছেড়ে দিয়েছিলেন, তখনই আশার আলো দেখালেন কুয়াদ্রাত। নর্থইস্ট ইউনাইটেডকে ৫-০-য় হারিয়ে আইএসএলে তাদের সবচেয়ে বড় ব্যবধানের জয় পেল। কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতও তাঁর কোচিং জীবনে এর আগে কখনও এত বড় জয় পাননি। ঘরের মাঠ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনেই এই স্মরণীয় জয় অর্জন করল লাল-হলুদ বাহিনী, যার ফলে লিগ তালিকায় সাত নম্বরে উঠে এল তারা। এই জয়ের ফলে তাদের গোলপার্থক্যেও একটা বড়সড় ফারাক দেখা দিল। ম্যাচের আগে পর্যন্ত তাদের গোলপার্থক্য ছিল -২। এই ম্যাচের পর তা বদলে দাঁড়াল ৩। এদিন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দাপুটে ফুটবল খেলে নর্থইস্ট ইউনাইটেডকে রীতিমতো দমিয়ে রাখে ইস্টবেঙ্গল। এর আগে ছ'টি ম্যাচের মধ্যে মাত্র একটি জিতেছিল লাল-হলুদ ব্রিগেড। গত মরসুমের শেষ মুখোমুখি ৩-৩ হয়েছিল তাদের। এদিন প্রতিবেশী রাজ্যের দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় জয়টি পেল তারা এবং সেটাই সবচেয়ে বড় জয়। ক্লেটন সিলভা এদিন জোড়া গোল করেন। বিরতির পর মাঠে নেমে জোড়া গোল করেন সুপারসাব নন্দকুমারও। তবে প্রথম গোল করে এই স্মরণীয় জয়ের সূচনা করেন স্প্যানিশ অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার বোরহা হেরেরা। আইএসএলে এটাই ইস্টবেঙ্গলের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়। কার্লেস কুয়াদ্রাতের প্রশিক্ষণাধীন কোনও দলেরও সবচেয়ে বড় জয় এটা। এই প্রথম কুয়াদ্রাতের দল আইএসএলে পাঁচ গোল করল। কোচ মনে করেন, তাঁর দল সঠিক দিকেই এগোচ্ছে। 'আমাদের ছেলেদের আগেই বলেছি যে, প্রতি ম্যাচেই আমাদের তীব্রতার সঙ্গে খেলতে হবে। আমরা জিতি বা হারি, সমর্থকেরা যেন আমাদের জন্য গর্ববোধ করেন। গত কয়েক ম্যাচ আগেও আমাদের যে সব জায়গায় খামতি ছিল, আজ সেগুলো পাওয়া যায়নি। ফলে বলাই যায় যে, আমরা ঠিক দিকে এগোচ্ছি'। ঘরের মাঠে সমর্থকদের প্রত্যাশার চাপ প্রসঙ্গে লাল হলুদ কোচ বলেন, 'ফুটবলে তো চাপ সব সময়ই থাকে। তবে সেই চাপটাকে ইতিবাচক ভাবে নেওয়া উচিত। আমি খুশি যেআমাদের ডিফেন্ডাররা কতগুলো ভাল ট্যাকল করেছে। এর অর্থ, আমাদের ছেলেরা চাপ সামলাতে পারছে ভালই এবং সমর্থকদেরও খুশি রাখতে পারছে। এ থেকে ফুটবলাররা একটা স্পষ্ট বার্তা পেয়ে গিয়েছে, পারফরম্যান্সে তীব্রতা ও ধারাবাহিকতা থাকতে হবে এবং এ জন্য প্রতি দিন প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে'। জোড়া গোলের নায়ক ক্লেটন বলেন, 'আমাদের মানসিকতায় পরিবর্তন দরকার ছিল। এর আগে এ ভাবে না খেলার ফলে আমরা অনেক পয়েন্ট খুইয়েছি। গত চার ম্যাচে মাত্র এক পয়েন্ট পেয়েছি আমরা। আজ তিন পয়েন্ট পেয়েছি শরীরী ফুটবলের ওপর জোর দিয়েছি বলে। এই লিগে এটাই দেখা যাচ্ছে যে, যাদের শারীরিক সক্ষমতা বেশি, যারা তার সুবিধা নিতে পারছে, তারা সফল হচ্ছে। আমাদেরও এ ভাবেই খেলার জন্য তৈরি থাকতে হবে'।

অটোচালকের ছেলে নন্দকুমার নতুন করে স্বপ্ন দেখাচ্ছে ইস্টবেঙ্গলকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতায় এই মরসুমে শুরু থেকেই রীতিমতো নায়ক বনে গেছেন। দল যেমনই খেলুক, তিনি হয়ে উঠেছেন সমর্থকদের নয়নের মণি। ইস্টবেঙ্গল এফসি-র নির্ভরযোগ্য উইঙ্গার নন্দকুমার শেখর সুযোগ পেলেই মশালে জ্বালছেন আগুন। সম্প্রতি আইএসএল মিডিয়াকে মনের কথা জানিয়েছেন নন্দ। তাঁর দেওয়া সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'দেশের অন্যান্য শহরের চেয়ে কলকাতার ফুটবল সংস্কৃতি একেবারে আলাদা। এখানে লোকে ফুটবলের জন্য পাগল। সবাই খেলা দেখে। তাই এখানকার ক্লাবের ফুটবলারদের ওপর চাপও স্বাভাবিক ভাবেই বেশি। আমার কাছে এটা একটা বড় সুযোগ। ইস্টবেঙ্গল এক ঐতিহ্যবাহী ক্লাব। এই ক্লাবের অঙ্গ হয়ে উঠতে পেরে আমি গর্বিত। কলকাতার এই ফুটবল সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরে আমি রোমাঞ্চিত এবং খুব খুশিও। খেলোয়াড় হিসেবে সমর্থকদের আবেগ অনুভব করতে পারি। কারণ, সমর্থকেরা এখানে তাদের প্রিয় ক্লাবের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত'। গত জুনে তিন বছরের জন্য নন্দকুমারের সঙ্গে চুক্তি করে লাল-হলুদ শিবির। গত মরসুমে ওড়িশা এফসি-র হয়ে অসাধারণ পারফরম্যান্স দেখান তামিলনাড়ুর এই ফুটবলার। আইএসএলে ছ'টি গোল করেন ও একটিতে অ্যাসিস্ট করেন তিনি। সুপার কাপেও পাঁচটি ম্যাচে চারটি গোল করে দলকে চ্যাম্পিয়ন হতে সাহায্য করেন তিনি। একটিতে জোড়া গোল ছিল তাঁর। মূলত উইং দিয়ে আক্রমণে উঠে প্রতিপক্ষের রক্ষণে ফাটল ধরিয়ে গোল করার ক্ষমতাসম্পন্ন এই ফুটবলারকে বেছে নেন কোচ কার্লস কুয়াদ্রাত নিজেই, এবং মরসুমের প্রথম ডার্বিতেই তিনি বুঝতে পারেন, ঠিক লোককেই বেছেছেন। ডুরান্ড কাপে মরসুমের প্রথম কলকাতা ডার্বির দ্বিতীয়ার্ধে মাঝমাঠ থেকে বোরহা হেরেরার কোণাকুনি লম্বা পাস পেয়ে ডানদিক দিয়ে উঠে প্রতিপক্ষের বক্সে ঢুকে পড়েন নন্দকুমার। বক্সের সামনেই তাঁকে বাধা দেন

অনিরুদ্ধ থাপা। কিন্তু থাপাকে ধোঁকা দিয়ে বল ডান পা থেকে বাঁ পায়ে এনে দ্বিতীয় পোস্টের দিকে বল ভাসিয়ে দেন, যা ডানদিকের ওপরের কোণ দিয়ে গোলে ঢুকে যায়। নন্দকুমারের সেই গোলেই টানা আটটি ডার্বিতে হারের যন্ত্রণা সহ্য করার পরে ইস্টবেঙ্গল এফসি অবশেষে জয় পায়। মরসুমের শুরুতেই রাতারাতি নায়কে পরিণত হওয়ার সেই অভিজ্ঞতা সারা জীবন মনে রাখতে চান নন্দকুমার। বলেন, 'ওই গোলটা করে দারুন অনুভূতি হয়েছিল। কারণ, গোলটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং আমাদের তিন পয়েন্ট এনে দেয়। আমার কেরিয়ারের অন্যতম সেরা মুহূর্ত ছিল সেটা। ডার্বি ম্যাচটা অসাধারণ হয়েছিল। সে দিন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের পরিবেশ একেবারে অন্যরকম ছিল। সারা গ্যালারি হাজার হাজার সমর্থকে ঠাসা ছিল। চার বছর পর ডার্বি জেতায় সমর্থকেরা সবাই খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। সে দিন যা ভালবাসা পেয়েছিলাম, সারা জীবন মনে থাকবে'। চেন্নাইয়ে অটোচালকের পুত্র নন্দকুমারের এখনও মনে আছে ফুটবলার হয়ে ওঠার কঠিন লড়াইয়ের কথা। তাঁর সংগ্রামে বাবারও সাহায্য পেয়েছিলেন বলে স্বীকার করে নেন। বলেন, 'সংসারে অভাব সত্ত্বেও (বাবা) কখনও বাধা দেননি। বাবা আমার ইচ্ছেই মেনে নিয়েছিলেন। সময় পেলেই খেলা দেখতে চলে আসতেন, উৎসাহ দিতেন। বাবার এই লড়াইটাই আমাকে উদ্বুদ্ধ করে'। চলতি আইএসএলেও গোলের দেখা পেয়েছেন। নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধেই করেছেন জোড়া গোল। কিন্তু সেই সাফল্য বজায় রাখতে পারেননি নন্দকুমার। টুর্নামেন্টে দু'টি গোলে অ্যাসিস্টও করেন। দলের কোচ কার্লস কুয়াদ্রাতের ওপর আগাধ আস্থা রয়েছে তাঁর। কোচ কার্লস কুয়াদ্রাতকে নিয়ে নন্দ বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে কোচ কার্লসের ভক্ত আমি। উনি খুবই নমনীয় এবং মাঠে আমাদের অবাধ স্বাধীনতা দেন। দলের খেলোয়াড়দের স্পষ্ট জানিয়ে দেন উনি কী চাইছেন। ওঁর প্রশিক্ষণে খেলে আমি মুগ্ধ। আমরা এখন আগামী ম্যাচে মনোনিবেশ করেছি এবং এই ম্যাচের জন্য খুবই পরিশ্রম করছি'।

নকআউটে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গ্রুপ শীর্ষে থেকেই বিজয় হাজারে ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল বাংলা। থানেতে পঞ্জাবকে ৫২ রানে হারানোয় ৬ ম্যাচে বাংলার পয়েন্ট হয় ২০। তাতে গ্রুপ ই-তে শীর্ষে থেকে শেষ করে লক্ষ্মীরতন শুক্লার প্রশিক্ষণাধীন বাংলা। তামিলনাড়ুর পয়েন্ট সমান হলেও, নেট রানরেটে পিছিয়ে পড়ে। বাংলা ৫০ ওভারে তোলে ৯ উইকেটে ২৪২। অনুষ্টুপ মজুমদার ১১৬ বলে ১১১ রান করে অপরাজিত থাকেন। জবাবে খেলতে নেমে পঞ্জাব ২৪.১ ওভারে ১৯০ রানে অল আউট হয়ে যায়। অভিষেক ম্যাচে ৪.১ ওভারে ৩৬ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন কৌশিক মাইতি। শাহবাজ আহমেদ ১০ ওভারে ৫৩ রান দিয়ে ৩ উইকেট পেয়েছেন।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com